ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 01 October 2021 ■ আগরতলা ০১ অক্টোবর ২০২১ ইং ■ ১৫ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে আত্মহত্যার ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে

একই দিনে দুই মহিলা এক পুরুষ ফাঁসীতে আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ চুড়াইবাড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর।। একই দিনে তিনটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশ্যে এলো। এর মধ্যে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা। বাড়ির পাশে এক ব্যাক্তির ঝুলন্ত মৃত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা দেখা দিয়েছে ধর্মনগর থানাধীন রাঘনা এলাকায়।মৃত ব্যক্তির নাম তাপস দাস(২৮)।পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়েছে।সাথে ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের পর তাঁর পরিবার হাতে তুলে দেয়।

ঘটনার বিবরন জানা যায়, উত্তর জেলার ধর্মনগর থানাধীন রাঘনা গ্রামের ছয় নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা তাপস দাস সানীয় এলাকার জনৈকা মহিলার সাথে বছর চারেক আগে সামাজিক ভাবে বিবাহ হয়। বিবাহের পর তাপস দাস কর্মসূত্রে বহিঃ রাজ্য চলে যায়।বছর দুই এক আগে সে বাড়িতে ফিরে আসে। কিন্তু বিবাহের পর থেকে তার স্ত্রী শশুর বাড়িতে থাকতো না। গত বুধবার দুপুরে তাপসের ফোনে তার স্ত্রীর ফোন আসে।ফোন আসার পর সে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গিয়ে আর ফিরে আসে নি। বৃহস্পতিবার সকালে পথচারীরা লোকজন তাপসের মৃতদেহ রাস্তার পাশে একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে পরিবারের লোকজনদের খবর দেন।খবর পেয়ে পরিবারের লোক জন বাড়ি থেকে প্রায় দুইশো মিটির দূরে তাপস দাসের ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখ শনাক্ত করেন। তারপরে খবর দেওয়া হয় ধর্মনগর থানায়।ধর্মনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃত দেহটি উদ্বার করে ধর্মনগরর জেলা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যায়। তাপস দাসের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পুলিশ পুলিশ পরিবারের হাতে দেয় পুলিশ।সাথে ধর্মনগর থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যূ মামলা গ্রহন করে তদন্ত শুরু করছে।এখন দেখার বিষয় পুলিশি তদন্তে আসল কি রহস্য বেরিয়ে আসে। তবে এটা আত্মহত্যা না হত্যা তা খতিয়ে দেখছে ধর্মনগর থানার পুলিশ।

সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ রামনগরের রাজু মিয়ার স্ত্রী শাহিদা খাতুন এর ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় তার নিজ ঘর থেকেই। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। এক বছর আগে সোনামুড়ার মেয়ে শাহিদা খাতুনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিলো রাজু মিয়ার। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার আগরতলায় উমাকান্ত স্কুলে দূর্যোগ মোকাবিলায় মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

বন্য হাতির আক্রমণে মৃত্যু মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর।। বনে গবাদি পশু চড়াতে গিয়ে বন্য হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। ঘটনা মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন জুমবাড়ি স্থিত মেরাজুম এলাকায়।

খবরে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া মহাকুমার ডি.এম কলোনি এলাকার বাসিন্দা ৫৫ বছর বয়সি গৃহবধূ ভালোবাসা দাস নিজের বাড়ির গবাদি পশু নিয়ে মুঙ্গিয়াকামি থানা এলাকার জুমবাড়ি স্থিত মেরাজুম এলাকায় যায় বৃহস্পতিবার সকালে। কিন্তু সকাল গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেলে গবাদি পশু গুলো বাড়িতে ফিরে গেলেও বাড়ির গৃহিণী তথা ভালোবাসা দাস বাড়ি ফিরে আসেনি। তখন পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে উক্ত এলাকায়।

তখন পরিবারের লোকজন খুঁজতে খুঁজতে মেরাজুম এলাকার গভীর জঙ্গলে ভালোবাসা দাসের মৃতদেহ দেখতে পায়। ঘটনার খবর পাঠানো হয় মুঙ্গিয়াকামী থানায়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে অনুমান, হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে বছর ৫৫ এর ভালোবাসা দাসের।

ট্রাক সহচালক খুনের মামলায় গ্রেপ্তার তিনজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। রেন্টার্স কলোনীতে সিমেন্ট বোঝাই লরি চুরি এবং খালাসিকে খুন করে সিমেন্ট লুটের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করলো পূর্ব থানার পুলিশ। ধৃত তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে হাজির করে পুলিশ। প্রসঙ্গত, ধৃতদের মধ্যে বিশ্বজিৎ দেবনাথ এবং পিংকু দেবনাথকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডের নির্দেশ দেয়। কিন্তু তথ্য প্রমাণের অভাবে আদালত সৌরভ দাস ওরফে বিল্লুর রিমান্ডের আবেদন বাতিল করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোষ্ঠী কোন্দলের জের

গ্রাম প্রধানের বাহুবলী ছেলের মারধরে লক্ষ্মীপুর পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী রক্তাক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। আবারো বিজেপি দলের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে। বিজেপি দলের গ্রাম প্রধানের ছেলের হাতে রক্তাক্ত একই পঞ্চায়েতের মেম্বারের স্বামী। এই ঘটনা কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে।

কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রূপা দাসের গুণধর পুত্র শুভঙ্কর দাস ওরফে রাম এই গ্রাম পঞ্চায়েতেরই ৩ নং ওয়ার্ডের মেম্বারের স্বামী গৌতম চৌধুরীকে মহারানীপুর বটতলা এলাকায় বুধবার রাতে মারধর করে।লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন এক রাস্তা নির্মাণের দুর্নীতি নিয়ে এই মারধর করে বলে জানা গেছে। এতে তার নাকে এবং মুখে প্রচন্ড আঘাত লাগে।

কোনরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে গৌতম তেলিয়ামুড়া থানার শরণাপন্ন হয়। সেখান থেকে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের পরামর্শে সে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে পৌঁছায়। সেখানে তার প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা চলে। যদিও তাঁর নাকের ভেতরের দিকে গুরুতর আঘাত লেগেছে বলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন।

এতদিন বিজেপি দলের গোষ্ঠী কোন্দল জনসম্মুখে প্রকাশ না পেলেও এখন দলের গোষ্ঠী কোন্দল জনসমক্ষে। এই মারধরের ঘটনা ঘিরে গোটা লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা জুড়ে থম-থমে ভাব বিরাজ করছে। এদিকে গৌতম চৌধুরী শুভঙ্কর দাসের নামে তেলিয়ামুড়া থানায় বৃহস্পতিবার সকালে একটি লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছে। অপরদিকে, থানা সূত্রে খবর, শুভঙ্কর দাসও নাকি গৌতম চৌধুরীর বিরুদ্ধে পাল্টা মৌখিক অভিযোগ জানিয়েছে তেলিয়ামুড়া থানায়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়াস

২ অক্টোবর গ্রাম সভার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়াস নিয়েছে রাজ্য সরকার। গ্রাম সভা আয়োজনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের সমস্যা জানবে ত্রিপুরা সরকার। বিশেষ করে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটির কাজে স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই সাধারণ মানুষের সাথে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রামোন্নয়ন দফতরের অতিরিক্ত সচিব ডি রিয়াং এ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন এবং আগামী ২ অক্টোবর গ্রাম সভার ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর কথায়, গত বছরের মতোই এবছরও সারা ত্রিপুরায় গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটি গ্রাম সভার আয়োজন করবে। তাতে দুর্বল অংশের নাগরিক, স্ব-সহায়ক দল এবং সামনের সারির যোদ্ধারা অংশ নেবেন। তাঁরা যাবতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন। ওই সভায় পিপলস প্ল্যান কেম্পেইন ২০২১-র সূচনা হবে।

ওই সভায় পানীয় জল এবং স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত বিবিধ সমস্যা বিস্তারিত আলোচনা হবে। জল জীবন মিশনের অধীনে সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ওই আলোচনায় পরিশ্রুত পানীয় জল এবং স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে সচেতন করা হবে। এছাড়া, নির্দিষ্ট কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটিতে ১ অক্টোবর থেকে ৭ অক্টোবর আজাদি কা অমৃত মহোতবের অধীনে ৩০ সপ্তাহের কর্মসূচির সূচনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেরুদণ্ডে টিউমার, জটিল রোগের সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। মেরুদণ্ডে জটিল অস্ত্রোপচারে সাফল্যের মুখ দেখল ত্রিপুরা। অষ্টাদশী জনৈক নাবালিকার মেরুদণ্ডে টিউমার বের করে এনেছেন নিউরো সার্জন ডা. সিদ্ধা রেড্ডি। আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে গত ১৭ সেপ্টেম্বর অস্ত্রোপচারের পর মৌসমী বর্মণ সুস্থ আছেন। খুশিতে আত্মহারা তাঁর পিতা-মাতা। পাশাপাশি ত্রিপুরায় জটিল অস্ত্রোপচারে সফলতা অর্জনে চিকিৎসক মহল ভীষণ আনন্দিত। সবচেয়ে তাৎপর্যের বিষয়, বহিঃরাজ্যে এই জটিল অস্ত্রোপচারে রোগীর পরিবারকে প্রচুর আর্থিক বোঝা গুণতে হতো। কিন্তু ত্রিপুরায় এই অস্ত্রোপচারে রোগীর পরিবার সর্বস্বান্ত হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেছেন।

প্রায় এক বছর আগে মৌসুমীর মেরুদণ্ডে অসম্ভব ব্যথা অনুভূত হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসার জন্য তাঁকে অসমের শিলচর নেওয়া হয়েছিল। সেখানে তাঁর অস্ত্রোপচার সম্ভব নয় বলে দেন চিকিৎসকরা। বরং দিল্লি গিয়ে চিকিৎসা করার পরামর্শ দেওয়া হয় তাঁদের। কিন্তু দিল্লি নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা আর্থিক দিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে মাঠেই মারামারি, থানায় মামলা দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর।। ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে লঙ্কাকান্ড। মারপিট সাথে ফুটবল কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে খেলা সগিত রেখে সুষ্ঠ তদন্ত চেয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ। ঘটনা কদমতলা থানাধীন কালাছড়া এপিজি আব্দুল কালাম নক আউট টুর্নামেন্টে।

খবরে প্রকাশ গত ৩০-৮-২১ তারিখ থেকে উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন কালাছড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এপিজি আব্দুল কালাম নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়। এই নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টে ৩২টি দল অংশ করে। বিগত দিনগুলোতে শান্তি পূর্ণ ভাবে ফুটবল ম্যাচটি সম্পূর্ণও হয়।আজ ছিল সেমিফাইনাল। যথারীতি আজ শুরু হয় সোনালী শিবির একাদশ বনাম শাখাইবাড়ি একাদশের সেমিফাইনাল ম্যাচটি। কিন্তু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ন্যায়ালয়ের ভূমিকা প্রেসার কুকারের বাল্বের মতো, জানালেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। ন্যায়ালয়ের ভূমিকা প্রেসার কুকারের বাল্বের মতো। বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে বা কোনও মামলা নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে যে কোনও এক পক্ষ নিরাশ থাকেন। আজ বৃহস্পতিবার অমরপুর মহকুমা আদালতের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এএ কুরেশি। তাঁর কথায়, সঠিক পথে মানুষের ন্যায় সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থাকে অটুট রাখতে হবে। ন্যায়-প্রার্থী সমস্ত অংশের মানুষের সমস্যাকে সমান প্রাধান্য দিয়ে সমাধানের পথ নির্দেশ করতে হবে।

প্রধান বিচারপতির মতে, আদালত ভবন বিচার ব্যবস্থারই একটি অঙ্গ। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই নতুন আদালত ভবনটি একটি আদর্শ ন্যায়মন্দির হিসেবে মানুষের ছোট বড় সমস্যা সমাধানে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করবে। তার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন আদালত এবং কর্মচারীদের আবাসনের সংস্কার, পরিকাঠামো উন্নয়ন ও বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোর বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেশন দোকানে কারচুপির অভিযোগ অবৈধ মজুত কার্ড উদ্ধার, উত্তেজনা

ধর্মনগর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর।। এবার সরকারি নায্যমূল্যের দোকানে পন্য সামগ্রী বন্টনে ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ। অভিযোগে ন্যায্য মূল্যের দোকান ঘেরাও। উত্তপ্ত পরিস্থিতি। ঘটনাস্থলে ধর্মনগর থানা ও খাদ্য দপ্তরের কর্মী গেলে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।সাথে ন্যায্য মূল্যের ডিলারের কাছ থেকে অবৈধভাবে মজুদ তেরোটি রেশন কার্ড উদ্ধার। ঘটনাটি ধর্মনগর মহাকুমাধীন মধ্য টঙ্গীবাড়ী এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমাধীন মধ্য টঙ্গীবাড়ী নায্যমূল্যের দোকানে দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারি পণ্য সামগ্রী বন্টনের ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ ছিল। অবশেষে আজ সাধারণ জনগণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে উক্ত ন্যায্যমূল্যের দোকানটি ঘেরাও করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন। প্রতিবাদকারী জনগণের অভিযোগ, মধ্য টঙ্গীবাড়ী ন্যায্যমূল্যের ডিলার সমরেন্দ্র দেব দীর্ঘদিন যাবৎ গ্রামের সহজ সরল জনগণকে সরকারি ন্যায্য পণ্য সামগ্রী প্রদানে ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপি করে আসছেন।

তাছাড়া উক্ত নায্যমূল্যের দোকানে সরকারি পণ্য সামগ্রী গুলি যেভাবে রাখা থাকে তাতে করে গ্রাহকরা সেই সামগ্রী নিয়ে খেতে পারেন না। সাধারণ জনগণ আরো অভিযোগ করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্ত পেরিয়ে পদ্মার ইলিশ এখন আগরতলার বাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। মাছের রাজা ইলিশ। নাম শুনলেই জিভে জল আসে বাঙালির। দুগর্োতবের মুহুর্তে তাই ত্রিপুরাবাসীর রসনা তৃপ্তির জন্য রাজ্যে এল ইলিশ। সরাসরি বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় অনেকদিন বাদে এসেছে ওই স্বর্ণালী মাছ। কারণ, ২০১১ সাল থেকে ইলিশ রফতানিতে বাংলাদেশ সরকারের নিষেধাজ্ঞা ছিল। এখন ত্রিপুরায় ইলিশ রফতানিতে বাংলাদেশ সরকার নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়েছে। তাই, আজ পরীক্ষামূলকভাবে আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট দিয়ে ত্রিপুরায় ২০০০ কেজি ইলিশ মাছ এসেছে। বাজারের চাহিদা বুঝে আগামী সোমবার বড় আকারে ইলিশ মাছ আমদানীর পরিকল্পনা রয়েছে। একথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই, ইলিশ রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়ে দুগর্োতবে বাংলাদেশ সরকার ত্রিপুরাকে উপহার দিল।

আজ আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের কাস্টম সুপার জয়দীপ মুখার্জী বলেন, বাংলাদেশ থেকে আজ ২০০০ কেজি ইলিশ মাছ এসেছে। পরীক্ষামূলকভাবে ওই মাছ আমদানি করেছেন ব্যবসায়ীরা। তিনি জানান, বাংলাদেশ সরকার ওই মাছের হেল সার্টিফিকেট দিয়েছিল। তা অনুমোদনের জন্য কলকাতা পাঠানো হয়েছিল। রিপোর্টে ওই মাছ মানুষের খাবারের যোগ্য বলেই অনুমতি মিলেছে। তাই, ত্রিপুরার বাজারে বিক্রির জন্য ওই মাছের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, আমদানিকারক খোকন ভৌমিক বলেন, দীর্ঘদিন বাংলাদেশ থেকে সরাসরি ইলিশ আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা ছিল। ফলে, কলকাতা থেকে ইলিশ ত্রিপুরায় আনা হতো। কিন্ত, এখন বাংলাদেশ সরকার ইলিশ আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়েছে। পূজার মরশুমে তাই প্রত্যেক ত্রিপুরাবাসীর ঘরে ওই স্বর্ণালী মাছ পৌছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, ইলিশের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে থাকবে। চাহিদা অফুরান হলে আগামী সোমবার বড় আকারে ইলিশ আমদানীর পরিকল্পনা রয়েছে। তাঁর মতে, ত্রিপুরাবাসীর জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, ২০১১ সালের পর এই প্রথম বাংলাদেশ থেকে ইলিশ সরাসরি ত্রিপুরায় এসেছে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৩৩৮ ▫ ১ অক্টোবর ২০২১ ইং ▫ ১৪ আশ্বিন ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সতর্ক করিল রাষ্ট্রপুঞ্জ

বৈশ্বিক পরিবেশ দিন দিন যেভাবে কলুষিত হইতেছে তাহাকে অদূর ভবিষ্যতে গোটা বিশ্ব জুড়িয়া নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রকাশ্যে মতামত ব্যক্ত করি আছে। উষ্ণায়ন এর হাত থেকে বিশ্বকে বাচাইতে হইলে আমাদেরকে সতর্ক হইতে হইবে। অন্যতায় উষ্ণায়ন এর কবলে হাবুডুবু খাইতে হইবে। বিগত বেশ কয়েক দশক ধরিয়া সমস্যা যে তৈরি হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।কিন্তু এই ব্যাপারে বিরাট ভাবে কোন দেশকে মাথা ঘামাইতে দেখা যায়নি। কিন্তু সমস্যা আছে।এখন চূড়ান্ত আকার ধারণ করিতে চলিয়াছে। তাহার ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই দিয়া দিলো রাষ্ট্রপুঞ্জ। জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে রাষ্ট্রপুঞ্জ দাবি করিয়াছে যে, এই দশকেই বিশ্বের তাপমাত্রা বাড়িয়া যাইবে প্রায় দেড় ডিগ্রী। অর্থাত মনুষ্য জীবনের জন্য ঘনাইয়া আসিয়াছে বিপদ।

সোমবার ১৯৫ টি সদস্য দেশকে নিয়া জলবায়ু পরিবর্তনের বৈঠকের স্বচ্ছ রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে রাষ্ট্রপুঞ্জ প্যানেল।

সেপ্টেম্বরের ১৪ তারিখ থেকে নিউ ইয়র্কে শুরু হইয়াছে রাষ্ট্রসংঘের ৭৬তম সাধারণ সভার অধিবেশন। চলে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ইতিমধ্যে বিশ্বের মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, রুশ রাষ্ট্রনেতা ভ্লাদিমির পুতিন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ অনেকেই আন্তর্জাতিক মঞ্চটিতে ভাষণ দিয়াছেন। করোনা মহামারী, জলবায়ু পরিবর্তন, সন্ত্রাসবাদ ও আফগানিস্তান-সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে সেখানে। এবার বিশ্ব দরবারে দাঁড়াইয়া পরমাণু নিরস্ত্রীকরণে জোর দিয়াছে ভারত। সেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদির বার্তা পৌঁছিয়া দিয়াছেন বিদেশ সচিব শ্রিংলা।২৬ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ রবিবার ছিল "International Day for The Total Elimination of Nuclear Weapons"। সেই উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার রাষ্ট্রসংঘে বিদেশ সচিব শ্রিংলা বলিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি ইতিমধ্যে ইঙ্গিত দিয়াছেন যে ভারত নতুন ভাবনাচিন্তার জন্য উন্মুক্ত। প্রাচীন ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে, সমস্ত দিক থেকে ভাল চিন্তা আসুক। পরমাণু অস্ত্রবিহীন বিশ্ব গড়িয়া তুলিতে ভারত সমস্ত সদস্য দেশের সঙ্গে সহযোগিতা করিবে।'উল্লেখ্য, নিজেদের আণবিক অস্ত্রভাণ্ডার লাগাতার বাড়াইয়া চলিয়াছে পাকিস্তান ও চিন। এহেন পরিস্থিতিতে বাধ্য হইয়া ভারতকে নিজের শক্তিবৃদ্ধি করিতে হইতেছে। কিন্তু তবুও রাষ্ট্রসংঘে শ্রিংলা জানাইয়াছেন, যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রথম পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার না করিবার সিদ্ধান্তে অনড় ভারত। সব মিলাইয়া, এদিন আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের দায়িত্বশীল দেশ হিসেবে যে ছবি রহিয়াছে তাহা আরও উজ্জ্বল । ভারত চায় শান্তি সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের পরিবেশ। গোটা বিশ্বে যেভাবে হিংসার দাবানলে জ্বলিয়া উঠিতে শুরু করিয়াছে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কষ্টকর হইয়া উঠিবে।সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জের ভারতের দেওয়া প্রস্তাব নিঃসন্দেহে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তাবাহক। এই বার্তা দিয়া ভারত বর্ষ রীতিমতো গোটা বিশ্বের কাছে নিজেকে শান্তি সম্প্রীতি ধারক বাহক হিসাবে পরিগণিত করিতে সক্ষম হইয়াছে।

জলপাইগুড়িতে বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত প্লাস্টিকের গোডাউন

জলপাইগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.): জলপাইগুড়ি পুরসভার শিল্পসমিতি পাড়া এলাকায় বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই একটি প্লাস্টিকের গোডাউন। বুধবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে। প্রায় ৬ ঘণ্টার চেষ্টায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বৃহস্পতিবার স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার গভীর রাতে আগুন দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। দ্রুত খবর দেওয়া হয় দমকলকেন্দ্রে। দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছোনোর আগেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পাশের করলা নদী থেকে দমকল পাম্পের সাহায্যে জল তুলে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে দমকল বাহিনী। গোডাউনে কোনও বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল না। তারপরেও কিভাবে সেখানে আগুন লাগল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন গোডাউনের মালিক দীপক কুমার গোয়েল।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

এবার পুজোয় অসুরের মাধ্যমেই সুরের সন্ধানে দমদম তরুণ দল

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সুর ও অসুরের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। অথচ "অসুর" শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে আছে "সুর"। তাই অসুরবৃত্তির মধ্যে দিয়েই সুরবৃত্তিকে খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করছে দমদম তরুণ দল। শিল্পীর কথায়, "আমরা খুব সহজভাবে একটা জিনিস ভেবেছি। অসুরের থেকে শুধু অ-কে সরিয়ে দিলেই আমরা সুরে ফিরছি।" তাঁর মন্তব্য, "আমাদের তো সুরে ফিরতেই হবে। আমরা তো প্রায় অসুরই হয়ে গেছি। সুরে ফিরলে আমরা সুন্দর সমাজ পাব, সুন্দরভাবে সবকিছু দেখতে পাব। আমরা প্রকৃতিকে নষ্ট করেছি। কিন্তু এই প্রকৃতির কোলেই আমাদের ফিরতেই হবে।" এই কারণে পরিবেশ বান্ধব জিনিস দিয়েই গড়ে উঠছে মণ্ডপ। উদ্যোক্তার কথায়, "একে করোনা অতিমারী, তারপর প্রথমে আমফান পরে ইয়াস। আমরা বেশ কিছু জায়গার মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। এভাবে সকলকে একসঙ্গে নিয়ে সুরের ছন্দে বাঁধতে চেয়েছি। সব জায়গার অসুরের অ বাদ দিয়ে সুরে ফেরাতে চেয়েছি।" সাধারণত মণ্ডপের কাঠামো নির্মাণের সময়ে বাঁশের ব্যবহার দেখলেও দমদম তরুণ দলের মণ্ডপ সজ্জার মূল উপকরণই বাঁশ। সঙ্গে থাকছে পাটের দড়ির মতো সাধারণ কিছু জিনিস। গোটা মণ্ডপ আলো করে অধিষ্ঠান করবেন বিষ্ণুপুরী ঢঙে তৈরি দেবী প্রতিমা। তাঁর মাধ্যমেই গোটা মণ্ডপে শোনা যাবে সুরের গল্প।

মমতার ভাগ্যনির্ধারণে ভবানীপুরে শুরু ভোটগ্রহণ, ভোটদান চলছে শামসেরগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে ভবানীপুর কেন্দ্রে শুরু হয়ে গেল উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। গোটা রাজ্যের নজর এখন শুধু ভবানীপুরের দিকেই। বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা থেকে শুরু হয়েছে এই বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচন, ভোটগ্রহণ চলবে সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট পর্যন্ত। রাজ্যের আরও দু'টি কেন্দ্রসামশেরগঞ্জ এবং জঙ্গিপুরেও একই সঙ্গে হচ্ছে বকেয়া বিধানসভা ভোট। বৃহস্পতিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাগ্যনির্ধারণ হচ্ছে ভবানীপুরে। এই কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে মমতার বিরুদ্ধে লড়ছেন বিজেপির প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল ও সিপিআই (এম)-এর শ্রীজীব বিশ্বাস। দক্ষিণ কলকাতার এই কেন্দ্রই ঠিক করে দেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের ভবিষ্যৎ। ১০ বছর আগে প্রথম বার মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার পর এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই জিতে প্রথম বার বিধানসভায় গিয়েছিলেন মমতা। কোনওরকম বিশৃঙ্খলা এড়াতে নিরাপত্তা অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে। ভবানীপুর বিধানসভা এলাকাতেই মোতায়েন রয়েছে ৩৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। ভবানীপুরে রয়েছেন একজন সাধারণ পর্যবেক্ষক, একজন পুলিশ পর্যবেক্ষক এবং একজন অতিরিক্ত পুলিশ পর্যবেক্ষক। সামশেরগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে রয়েছেন একজন করে সাধারণ পর্যবেক্ষক এবং একজন পুলিশ পর্যবেক্ষক।

ভোট শুরু হতেই মিত্র ইনস্টিটিউশনের বুথে গিয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল। সেখানে তিনি বলেছেন, "ঠিকমতো ভোট হলে আমরাই জিতব।" পাশাপাশি ১২৬ নম্বর বুথে ইভিএম কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন তিনি। তবে এই অভিযোগ, অস্বীকার করেছে কমিশন। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, মক পোলের জন্য ওই বুথে ভোট শুরু হতে একটু দেরি হচ্ছে। কোনও ইভিএম বিভ্রাট হয়নি বলেও জানানো হয়েছে কমিশনের তরফে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ভবানীপুরের সব বুথে বুথে ঘুরে দেখছেন তৃণমূলের কো-অর্ডিনেটররা। মিত্র ইনস্টিটিউটে যান রতন মালাকার। চেতলায় নির্বাচনী কার্যালয়ে বসে তদারকি করেন ফিরহাদ হাকিম।

স্মরণে মননে ভগৎ সিং

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে যিনি বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতে পারেন সেই তরুণ ভগৎ সিংয়ের জন্মদিন চলে গেল প্রায় নীরবে। প্রতি রাতের মতো সেই রাতেও তিনি তরুণ স্ব'ন দেখেছিলেন দেশকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করার। এই খবরটি গোটা দেশে আগুনের মচো ছড়িয়ে পড়ে। সেই রাতে শুধুমাত্র এই তিনজনের পরিবার না, সমগ্র দেশবাসীর জন্য স্মরণীয় ভগৎ সিং, সুখদেব এবং রাজগুরু তিনজনই তখন খুব কম বয়সী ছিলেন। সেই তরুণরা দেশবাসীর জন্য চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। তাঁদের গল্প আজও ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করে। যদিও এই শহিদরা তাঁর ।নিঃস্বার্থভাবে আত্মত্যাগ করেন, তাঁরা স্বার্থপরকে আরও স্বার্থপর, অলসকে আরও অলস, সংকীর্ণ মনের ব্যক্তিকে আরও সংকীর্ণ করে তোলে।

সময়টা ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭০।এর জাট শিখ পরিবারে জন্ম হয়েছিল দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক প্রভাবশালী বিপ্লবীর। যাঁকে তৎকালীন সময়ের সারা দেশ শহিগ-ই আজম ভগৎ সিং নামে অভিহিত করেছিল। ভগৎ সিংয়ের জন্মের আগে থেকে তাঁর পরিবার ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল। অল্প বয়সেই তিনি ইউরোপীয় বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে পড়াশোনা করেন এবং নৈরাজ্যবাদ ও কমিউনিজমের প্রতি আকুষ্ট হন। এরপর থেকে আর কেউ আটকাতে পারেনি তাঁকে। একাধিক বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন তিনি। জেলে বন্দিদশা অবস্থায় ভারতীয় ও ব্রিটিশ বন্দিদের সমানাধিকারের দাবিতে টানা ৬৪ দিন অনশন চালিয়ে সমর্থন আদায় করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী লালা লাজপত রায়ের তহ্যার প্রতিশোধে এক ব্রিটিশ পুলিশ অফিসারকে গুলি করে হত্যার অপরাধে বিচারে তাঁকে ফাঁসির শাস্তি দেওয়া হয়। ১৯০৭ খ্রিস্টোব্দে ২৮ সেপ্টেম্বরেই আজকের পাকিস্তানের সেদিনের অবিভক্ত ভারতবর্ষের বঙ্গা গ্রামের জারণবালা এলাকায় ভগৎ সিং জন্মগ্রহণ করেছিলেন। উনি এমন এক পরিবারে জন্মগ্রণ করেছিলেন যে পরিবারে ওঁর জন্মের আগে থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বসবাস ছিল। ওঁর বাবা কিশন সিং-এর কাকা সর্দার অজিত সিং মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। গদর আন্দোলনের ওঁর মনেতে এক গভীর ছাপ ছেড়ে দিয়েছিল। মাত্র ১৯ বছর বয়সে কর্তার সিং সরাভার ফাঁসিবরণ তাঁকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৩ এপ্রিল,। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড তাঁকে অমৃতসর যাওয়ার প্রেরণা গিয়েছিল। তিনি চন্দ্রশেখর

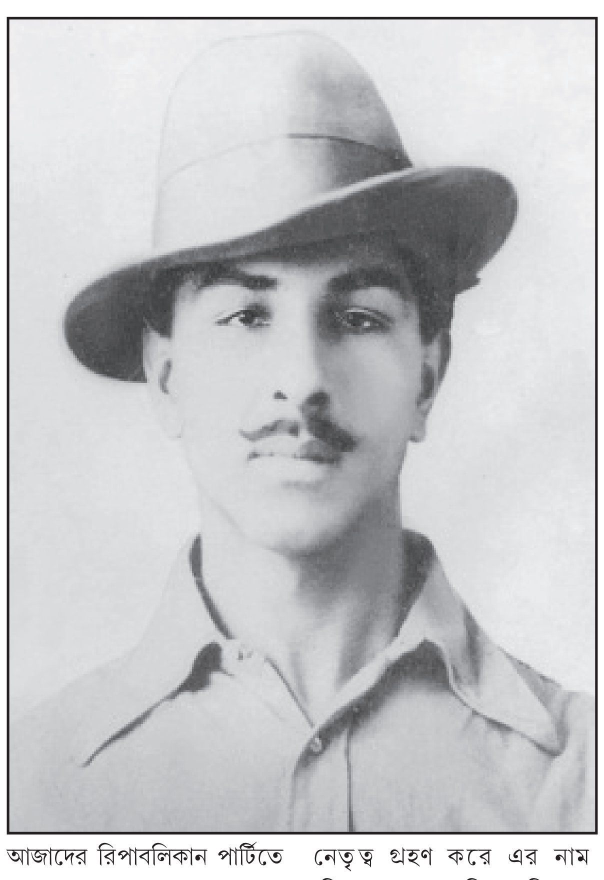

আজাদের রিপাবলিকান পার্টিতে যোগদান করেন এবং পরে অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে ১৯২৫ সালে 'নওজওয়ান ভারত সভা' হগ করেন। এরপরে ১৯২৮ সালে দিল্লির ফিরোদজ শাহ কোটিলায় হিন্দুস্তান রিপাবলিকান পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করে এর নাম 'হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন'। এরপর ৮ এপ্রিল,১৯২৯ সালে দিল্লিতে জনস্বার্থ বিরোধী সভায় 'ট্রেড ডিসপিউট বিল৪ ও 'পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট'-এর বিরোধিতা করে তিনি ও বটুকেশ্বর দত্ত 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' স্লোগান দিয়ে বোমা নিক্ষেপ করেন'। পরে তাঁর স্বেচ্ছায় পুলিশের কাছে ধরা দেন। তিনি সেই বিপ্লবী, যিনি ফাঁসির মঞ্চেও মৃত্যুর পূর্বে চেঁচিয়ে 'ইনকিলাধ জিন্দাবাদ' বলে আত্মবলিদান দেন।

ভগৎ সিংয়ের জন্ম পাঞ্জাবের লায়ালপুর জেলার বাঙ্গার নিকটস্থ কাতকর কালান গ্রামের এক সান্ধু জাট পরিবারে। ভগতের নামের অর্থ 'ভক্ত'। তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, সেটি ছিল এক দেশপ্রেমিক শিখ পরিবার। এই পরিবারের কোনও কোনও সদস্য ভারতের বিভিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অতীতে এই পরিবারের কোনও কোনও সদস্য আবার মহারাজ রঞ্জিত সিংয়ের সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন। ভগতের ঠাকুরদাদা অর্জুন সিংহ ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতীর হিন্দু সমাজ সংস্কার আন্দোলন আর্য সমাজের সঙ্গে যুক্ত। ভগতের উপরেও এই সংগঠরেন গভীর প্রভাব লক্ষিত হত। ভগতের বাবা ও দুই কাকা অজত সিংহ ও স্বরণ সিংহ কর্তার সিং সরভ গ্রেওয়াল ও হরদয়ালের নেতৃত্বাধীন গদর পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অজিত সিংহের নামে একটি মামলা দায়ের করা হলে তিনি পারস্যে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। অন্যদিকে ১৯২৫ সালের কাকোরি ট্রেন ডাকাতির ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ১৯২৭ সালের ১৯ ডিসেম্বর স্বরণ সিংহের ফাঁসি হয়। ভগতের বয়সী চেলেরা সাধারণত লাহোরের খালসা হাইস্কুলে পড়াশোনা করতেন। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তপক্ষের প্রতি এই স্কুলের আনুগত্যের কারণে তাঁর ঠাকুরদাদা তাঁকে এখানে পাঠাননি। পরিবর্তে ভগতের বাবা তাঁকে আর্যসমাজি বিদ্যালয় দয়ানন্দ অ্যাংলো-বৈদিক স্কুলে ভর্তি করেন। মাত্র তেরো বছর বয়সে ভগৎ মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। এই সময় তিনি প্রকাশ্যে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরোধিতা করেন এবং তার সরকারি স্কুলবই ও বিলিতি স্কুল ইউনিফর্ম পুড়িয়ে ফেলেন। চৌরিচৌরার গণ সিংসার ঘটনায় কয়েকজন পুলিশকর্মীর মৃত্যু হলে গান্ধিজি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। এতে হতাশ হয়ে ভগৎ যুব বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন এবং সশস্ত্র বিপ্লবের পন্থায় ভারত থেকে ব্রিটিশ শসন উৎখাত করার কথা প্রচার করতে থাকেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সঙ্কটকালে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে সহ-নাগরিকদের পাশে দাঁড়ানোটাই তো মানবিক ধর্ম

বরুণ দাস

গত২১ আগস্ট ২০২১ এই পত্রিকার উত্তর সম্পাদকীয় বিভাগে বর্তমান কলাম-লেখকের একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় এই শিরোনামে 'পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে রাখতে কিছু মানুষর অবদান না বললেই নয়।' নিবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পরই রাজ্যের নানাপ্রান্ত থেকে ফোন ও হোয়াটসঅ্যাপে অনেকেই যোগাযোগ করেন এবং কিছুটা অনুযোগের সুরে তাদের ত্রাণবিলির কথা না-বলার জন্য মৃদু অভিযোগ করেন। ইয়াস বা যশে বিপন্ন মানুষের পাশে সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে তারাও এগিয়ে এসেছেন।

সুতরাং তারা কেন বাদ গেলেন ওই উত্তর প্রতিবেদনেঃ ওইসব প্রিয় পাঠকের অভিযোগের প্রতি যথাযথ সম্মান ও মান্যতা দিয়েই বলি, ইচ্ছে করে কাউকেই বাদ দেওয়া হয়নি। কেন বাদ পড়েছেন, তার উত্তরে বলি, সবার সব মানবিক উদ্যোগ বা সমাজকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে এই প্রতিবেদকের সম্পৃক্ততা বা পরিচিতি নেই।থাকা হয়তো সম্ভবও নয়। তাই উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। যাদের কাজের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত আছি বা জ্ঞাত ছিলাম, তাদের মহতী উদ্যোগের কথাই ওই প্রতিবেদনে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু ভালো লেগেছিল ওই প্রতিবেদনটি প্রিয় পাঠকের নজর কাড়ার জন্য। আর জেনে আরও তৃপ্তি পেয়েছিলাম এই ভেবে যে, এখনও এমন অনেক মানুষ এবং সংগঠন আছে যাঁরা সঙ্কটকালে সহ নাগরিকের পাশে দাঁড়াতে কোনও দ্বিধাবোধ করেন না। থেকেও দান-অনুদান সংগ্রহ করে তা পৌঁছে দেন বিপন্ন মানুষের কাছে। ২০২০ এর আমফানের সময়ও দেকা গেছে মানুষের এই মহতী প্রয়াস এবং চলতি বছরের মেতে ইয়াস বা যশের পরও এই উদ্যোগের কোনও ঘাটতি দেখা যায়নি।

এটাই আমাদের বেঁচে থাকার অন্যতম প্রেরণা। এমন মহতী মানবিক উদ্যোগ আছে বলেই তো বিপন্ন মানুষ স্কট পেরিয়ে আবার উঠে দাঁড়ানোর সাহস পান। হারিয়ে যাওয়া মানবিক ও মানুষ্যত্ববোধের এই জাগরণ দেখে মানুষের ওপর বিশ্বাসবোধ আবার জেগে ওগে। না, পৃথিবীটা তাহলে এখনও বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠেনি। বেঁচে থাকার ভরসা পাই। ভোগবাদে নিমজ্জিত যুগে হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাসবোধকে ফিরিয়ে আনার জন্য এই মহতী মানুষগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে। প্রণাম জানাতে ইচ্ছে জাগে। একুশে আগস্ট প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনটি পড়ে যারা ফোন ও হোয়াটসভ্যাপে যোগাযোগ করেছিলেন, তাদের সবার কথা হয়তো এই. প্রতিবেদনেও উল্লেখ করা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। কারণ প্রতিটি দৈনিক কাগজের প্রতিবেদনের শব্দসংখ্যা এবং স্পেশ নির্দিষ্ট থাকে। ইচ্ছে করলেও তাকে অতিক্রম করা যায় না। তাই এই প্রতিবেদনেও যীদের মানবিক উদ্যোগের কথা উল্লেখ করা সম্ভব হলো না, তারা যেন এই অসহায় প্রতিবেদককে নিজগুণে ক্ষমা করে দেন। পরবতী কোনও লেখায় তাদের কথা সবিশেষ উল্লেখের ইচ্ছে রইলো।

উত্তর ২৪ পরগনার উত্তর দমদম পুরসভার পুরাঞ্চল বিরাটি। এই এলাকারই নিমতা থানার অন্তর্গত খলিসাকোটা পল্লি। প্রায় সাড়ে চার দশক ধরে সমাজকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই এলাকার এলিভেশন কালচারাল ফোরাম। এই ফোরামের কর্মকর্তা সংস্কৃতি কর্মী অরুণ দত্ত লিখেছেন, এই প্রতিবেদনটি (দৈনিক স্টেটসম্যান, ২১ আগস্ট, ২০২১) পাঠের পর সাংবাদিক ররুণ দাসকে ধন্যবাদ জানানোর পর তার দীর্ঘকাল পরিচিত সংগঠন এলিভেশনের নাম স্মৃতিতে একবার ভেসে ওঠার যে প্রত্যাশা করেছিলাম, তা জানালাম। হোয়াটসত্যাপ বার্তায় কি জানিয়েছেন তিনি দুর্যোগের পরে এলিভেশনের সদস্য-শুভানুধ্যায়ীগণ অকুস্থলে ছুটে গেছেন মুখ্যত চিকিৎসার সাহায্য নিয়ে- ডাক্তার ও ওষুধ সমভিব্যাহারে। কি মুর্শিদাবাদের বন্যায়, কি দার্জিলিংয়ের ভূকম্পনে। আর আয়লা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সর্ব দক্ষিণের ব্যাঘরসঙ্কুল বন সংলগ্ন গ্রামগলিতে আর খোদ বিরাটির অক্সিজেন সঙ্কটকালে দিনে-রাতে সিলিভার হাতে এই সংগঠনের সভ্যরাই এলাকার বাড়ি বাড়ি ছুটেছেন।

কল্যাণীর অক্সিজেন কারখানার থেকেই ১২টি সিলিন্ডার নগদে খরিদ করে ধারাবাহিক রি-ফিল করে যে সময়ে দিন-রাত এক করেছিলেন এলিভেশন কালচারাল ফোরামের সেবামন্ত্রে দীক্ষিত সভ্যরা। আজ প্রায় চল্লিশ বছরের কাজের ধারাবাহিকতায় এঁদের ত্রুটি প্রচার মাধ্যমের কাছ যাবার উদ্যোগ না নেওয়া। সে তো এঁদের সমালোচনাযোগ্য

> 'মনুষ্যত্ব'-এর বলিষ্ঠ পরিচয় বহনকারী এইসব মহতী মানুষেরা আমাদের কাছে নমস্য নিঃসন্দেহে। এঁদের মানাবিক পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভোগবাদে আদ্যন্ত নিমজ্জিত দুনিয়ার বাসিন্দা তথা ভবিষ্যৎ-প্রজন্ম যদি কিছু অন্তত উদ্বুদ্ধ হয় তো, আগামী পৃথিবী হয়ে উঠবে কিছুটা সুন্দর ও সমৃদ্ধ। মানবজীবনের প্রধান ধর্ম (কিম্বা পড়ুন মানুষের প্রধান দুই বিশিষ্ট্য) মনুষ্যত্ব ও মানবিকতা হারিয়ে আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? বনের জন্তু আর সামাজিক মানুষে যদি কোনও মৌলিক তফাৎই না থাকে তো ' এ জীবন লভিয়া' লাভ কী?

ত্রটি। কিন্তু সাংবাদিকদের দৃষ্টি তো সংবাদ হবার মত ঘটনার প্রতি আকর্ষণ করা উচিত।এই উত্তর সম্পাদকীয় প্রতিবেদনটি পাঠের পর সে কর্তব্যবোধের তাড়নায় কথা কণ্টি লিখলাম। এলিভেশনের কর্মকর্তা অরুণ দত্তকে তার কির্তব্যবোধের তাড়নায় কথা ক'টি লেখার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। সত্যি এটা এই প্রতিবেদকেরই অমার্জনীয় ত্রটি। তাদের এঁতিহ্যবাহী সংগঠনের ধারাবাহিক সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের গুরুত্ব ও পরিধির পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই এলিভেশনের সুষ্ঠুভাবে উল্লেখ করা উচিত ছিল একুশে আগস্টের ওই উত্তর সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে। আসলে কোনও একটি লেখায় তো সবকিছু উল্লেখ করা সম্ভব হয় না। সে কারণে হয়তো সম্পূর্ণতা পায় না সব লেখা। যেমন একুশের লেখাটি। এজন্য দুঃখপ্রকাশ করতে কোনও দ্বিধা নেই। তবে কিছুকথা তো বলা গেল। এটাই বা কম কীসে। ওই উত্তর সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক- প্রাবন্ধিক-সমাজকর্মী ড় নিত্যানন্দ ঘোষের শুধু নয়, যেকোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সমমনস্ক সহযোগীদের নিয়ে ছুটে যান বিপন্ন মানুষের দ্বারে। সাধ্যমত ত্রাণসামণী পৌঁছে দেন সুন্দরবনের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের হাতে। তীর গোটা জীবনটাই সমাজের অসহায় নিবেদিত। প্রচারের আলোকে তিনি কখনও পরোয়া করেন না।

ত্রাণে এবার বইপাড়াও। কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার একটি সংগঠন "কলেজ স্ট্রিট কিন্ডারগার্টেন পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন গত ৬ জুন উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের এক প্রত্যন্ত গ্রাম রদপোমাড়িতে পৌঁছে যান ইয়াস-তাগুবে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষর কাছ প্রয়োজনীয় সাহায্যের ডালি নিয়ে। প্রায় ১২০০ ইয়াস-বিপন্ন মানুষের হাতে বেবিফুড সহ শুকনো খাবার, মিষ্টি, পানীয় জল, ডিম, ব্লিচিং পাউডার ও মহিলাদের ন্যাপকিন তুলে দেন। স্থানীয় কিছু স্বেচ্ছাসেবকের আন্তরিক সহযোগিতায় এই ত্রাণকার্য খুব সুন্দর ও করা সম্ভব হয়। হিলগঞ্জে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে যাওয়া ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে আক্ষেপ করা হয়েছে যে, তারা কেন আরও ত্রাণসামণী নিয় আসতে পারেননি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এলাকার মানুষ যে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে আছেন, তা তারা অনুভব করেন ওই ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে পা রেখে। ত্রাণ-বণ্টনকারী এই দলের, অন্যতম সদস্য অযাননি পাবলিকেশনের কর্ণধার তথা অধুনালুপ্ত 'বারাসাত বার্তা''র সাংবাদিক অনুপ দাঁড়াতে না পারি তো মানুষ হিসেবে পরিচয় দিয়ে কী লাভ? এই উপলব্ধিই তো বড়ো

কথা। বলাবাহুল্য, ইদানিং এই উপলব্ধি অনেকটা হাস পেলেও কিছু মানুষ ও সংগঠন এখনও সহনাগরিকদের ব্যথায় বেশ উদ্বেলিত হন। শুধু উদ্বেলিত হওয়াই নয়, নিজেদের সাধ্য মত কিছু করার আপ্রাণ চেষ্টাও করেন। এই প্রবণতা দ্রুত সংক্রমিত হোক সমাজ-সংস্কারের বাকি মানুষের মধ্যে। যাতে সহ-নাগরিকদের সুখে না হোক, অন্তত দুঃখের দিনে পাশে দাঁড়াতে পারেন। মানুষ্যত্ব ও মানবিকতার স্নি আলোয় আলোকিত হয়ে উঠ্‌ক আমাদের চারপাশ। সহমর্মিতার সংসারের বিভীরক্ষণ প্রাঙ্গণ।

ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন অভিষিক্তা-২ এর বাসিন্দা অনিতা চৌধুরী। স্বামীর চাকরি সূত্রে এখন কলকাতায় স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন ওই সংস্কৃতিদ-মনস্ক মহিলা। কবিতা-গল্প লেখেন। কবিতার একটিত্ত বইও আছে তার। প্রস্তুতি চলছে গল্পগ্রন্থ নির্মাণের। কিন্তু শুধু সারস্বত গন্ডির মধ্যে নিজেকে আটকে রাখেননি তিনি। সমাজকর্মী হিসাবেও নিজেকে চিহ্নিত করেছেন ইতিমধ্যে। প্রকৃত সৃজনশীল মানুষ যে মানুষের দুঃখে-কষ্টে সাড়া না দিয়ে পারেন না- তারই উজ্জল উদাহরণ তিনি।

গড়ে তুলেছেন একটি সমাজকল্যাণ মূলক সংঘ। যাঁরা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই নজর কেড়েছেন সবার। যেকোনও বিপর্যয়ে ঝাপিয়ে পড়েন তীরা। সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে। প্রান্তিক অঞ্চলেও দুর্গত মানুষের কাছে পৌছে দেন রান্না করা খাবার। সঙ্গে প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী। এছাড়া ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশনের মতো তিক সুরের সমাজকল্যাণমূলক সংস্থার কাছেও পৌঁছে দেন ত্রাণসামণী সহ যেতে পারেন।

এই লেখাতে হয়তো সবারকথা উল্লেখ করা সম্ভব হলো না। কারণ আমাদের চেনা-জানার বাইরেও এমন অনেক ব্যক্তি ও সংস্থা আছে, যাঁরা নিরলসভাবে বিপন্ন ও দুঃস্থ মানুষের সেবাকার্য করে চলেছেন। কার্যত এরাই নানাবিধ মানবিক কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের। পৃথিবীকে বসবাসের যোগ্য করে রেখেছেন। আজকের ভোগবাদী দুনিয়ায় "আমি" ও যেখানে অন্যকিছু বুঝতে চান না, সেই অসহ্য দুঃসময়ে দাঁড়িয়ে কিছু সংখ্যক মানুষের এমন মানবিক কর্মকাণ্ড মুগ্ধ করে আমাদের। মনুষ্যত্ব-এর বলিষ্ঠ পরিচয় বহনকারী এইসব মহতী মানুষেরা আমাদের কাছে নমস্য নিঃসন্দেহে। এঁদের মানবিক পদান অনুসরণ করে ভোগবাদে আদ্যন্ত নিমজ্জিত দুনিয়ার বাসিন্দা তথা ভবিষ্যৎপ্রজন্ম যদি কিছু অন্তত উদ্বুদ্ধ হয় তো, আগামী পৃথিবী হয়ে উঠবে কিছুটা সুন্দর ও সমৃদ্ধ। মানবজীবনের প্রধান ধর্ম (কিম্বা পড়ুন মানুষর প্রধান দুই বৈশিষ্ট্য) মনুষ্যত্ব ও মানবিকতা হারিয়ে আমরা কোথায় গিয়ে দীড়াব? বনের জন্তু আর সামাজিক মানুষে যদি কোনও মৌলিক তফাৎই না থাকে তো "এ জীবন লভিয়া" লাভ কী? এই প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলো আমাদের মধ্যে এখনও জেগে ওঠে না কেন? আমাদের আশপাশের মানুষ তথা সহ-নাগরিকদের সম্বন্ধে আমরা এতো নির্লিপ্ত, এতো নিরাসক্ত, এতো নির্বিকার, এতো উদাসীন কেন? সমাজ- সংসারের অসহায় মানুষের ব্যথা-বেদনা-বন্ত্রণা আমাদেরকে কখনও কীদায় না কেন? আমরা কি এতোটাই পাষাণ হয়ে গেছি? সবার সঙ্গে "বেঁধে বেঁধে থাকা"র যে অনাবিল আনন্দ, তা উপলব্ধি করার ন্যূনতম চেষ্টা করি না কেন? এতো সব "কেন" মাথার মধ্যে কেবল কিলবিল করে। কিন্তু এর সঠিক কোনও উত্তর নেই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিজেপি যুব মোর্চার উদ্যোগ রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা। ছবি ঃ নিজস্ব।

চান্নির সঙ্গে বৈঠক, সম্ভবত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে থাকছেন সিধু

চণ্ডীগড়, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বৃহস্পতিবার বিকালে চণ্ডীগড়ে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিত সিং চান্নির সঙ্গে দেখা করলেন কংগ্রেস নেতা নভজ্যোত সিং সিধু। সূত্রের খবর, এদিন চান্নির সঙ্গে তাঁর বৈঠকের পরে অনেকেই মনে করছেন, সিধু হয়তো প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ নাও ছাড়তে পারেন।

২০২২ সালে পঞ্জাবে বিধানসভা ভোট হবে। এদিন সকালে সিধুর ঘনিষ্ঠ এক কংগ্রেস নেতাও বলেন, প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা রাজনীতিক সিধুর নেতৃত্বেই সম্ভবত আগামী বছরে ভোটে লড়বে কংগ্রেস।

এদিন দুপুরে সিধু টুইট করে বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী আমাকে আলোচনার জন্য ডেকেছেন। তাঁর সঙ্গে যে কোনও বিষয় নিয়েই আমি কথা বলতে পারি।'' সিধুর উপদেষ্টা মহম্মদ মুস্তাফা বলেন, ''শীঘ্রই সব বিতর্কের অবসান হবে।'' পরে তিনি বলেন, ''সিধু অনেকসময় আবেগের বশে কাজ করেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব সেকথা জানে। অমরিন্দর সিং তো দলের নেতাদের গুরুত্বই দেন না। সিধু সেরকম নন।'' শোনা যায়, নতুন মখ্যমন্ত্রী চরণজিত সিং চান্নি রাজ্য সরকারের কয়েকটি উঁচু পদে এমন কয়েকজনকে নিয়োগ করেছিলেন যাঁদের সিধুর পছন্দ হয়নি। সেজন্যই তিনি দলীয় পদ ছেড়েছিলেন।

পাশাপাশি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপটেন অমরিন্দর সিংকেও নিয়ে চলছে জল্পনা। তিনি দিল্লিতে এসে দেখা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে। এই খবর শোনার পরে অনেকের ধারণা হয়, বিক্ষুব্ধ অমরিন্দর বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন। যদিও বৃহস্পতিবার তিনি বলেছেন, তিনি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন না। তবে কংগ্রেসেও আর থাকবেন না। পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করার জন্য অমিত শাহের সমালোচনা করেছে কংগ্রেস। পঞ্জাবে বিধানসভা ভোটের কয়েক মাস বাকি থাকতে তাঁকে সরিয়ে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড দলিত চরণজিত চান্নিকে মুখ্যমন্ত্রী করায় ক্ষুব্ধ, অপমানিত বোধ করছেন অমরিন্দর।

অমিত শাহের বৈঠকের পর অমরিন্দর ট্যুইট করেন, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে চলা কৃষক আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁকে নয়া কৃষি আইন বাতিল, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিশ্চিত করে সমস্যা সমাধানের আবেদন করেছেন।

নিরাপত্তায় খামতি নেই, ভবানীপুরে কড়া নিরাপত্তা পুলিশের

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভবানীপুরে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ পর্ব। ভবানীপুরে উপ-নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কড়া নিরাপত্তা পুলিশের। বুধবার রাত থেকেই শুরু হয়ে নাকা চেকিং শহর জুড়ে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের তরফেও চালানো হয় কড়া পাহারা। ভবানীপুর কেন্দ্রের প্রহরায় রয়েছেন ৫ জন জয়েন্ট সিপি পদমর্যাদার আধিকারিক। ১৪ জন ডেপুটি কমিশনার। ১৪ জন অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার।

পাশাপাশি রয়েছে ৯টা স্ট্রাইকিং ফোর্স, ১৩ টা কুইক রেসপন্স টিম, ৯ ফ্লাইং স্কোয়াড। প্রস্তুত র‌্যাফও। র‌্যাফে রয়েছেন মহিলা অফিসারও। চলছে রিভার প্যাট্রোলিং। ৩৮ টি জায়গায় পিকেট করা হয়েছে। ভোর সাড়ে ৫টা থেকে ডেপ্লয় রয়েছে ১০০ জন ট্রাফিক সার্জেন। ভবানীপুর কেন্দ্রেই শুধু করা হয়েছে ৭টা নাকা পয়েন্ট। যে যে রাস্তায় পুলিশের বড় গাড়ি প্রবেশ করতে পারবে না সেই রাস্তায় রয়েছে বাইক বাহিনী। পাশাপাশি ভবানীপুরের একাত্তর নম্বর ওয়ার্ড এর বুথগুলিতে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। বুধবার রাতেই আরও কুড়ি কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসে।

আত্মঘাতী কন্নড় ইন্ডাস্ট্রির টেলি অভিনেত্রী সৌজন্য

বেঙ্গালুরু, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আত্মঘাতী হলেন কন্নড় ইন্ডাস্ট্রির ছোটপর্দা এবং বড়পর্দার অভিনেত্রী সৌজন্য। বেঙ্গালুরুর শহরতলিতে একটি আবাসনে থাকতেন তিনি। সেখানেই বৃহস্পতিবার ২৫ বছরের তরুণীকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। পুলিশ কর্মীরা সেই ঘরের দরজা ভেঙে মৃতদেহ উদ্ধার করেন।

রামনগরের পুলিশ জানিয়েছে, চার পাতার একটি সুইসাইড নোট পাওয়া গিয়েছে তাঁর ঘরে। যেখানে তিনি তাঁর মা, বাবা, ভাই এবং বন্ধুদের কথা উল্লেখ করেছেন। চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য নিজের মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন সৌজন্য। সেখানেই জানিয়েছেন, মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলেই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন। একইসঙ্গে কয়েক জন মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন সৌজন্য। এই ঘটনার পর মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে কুম্বালাগোড়ু পুলিশ। 'চৌকাট্টু', 'ফান' ছবিতে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন সৌজন্য। তা ছাড়া বেশ কিছু বিজ্ঞাপন এবং ধারাবাহিকেও অভিনয় করেছেন তিনি।

প্রবল বৃষ্টিপাতে ফুলে উঠেছে দামোদর, শিল্পাঞ্চল জুড়ে বন্যা পরিস্থিতি

দুর্গাপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.): প্রবল বৃষ্টির জের। প্রবল বৃষ্টিপাতে ফুলে উঠেছে দামোদর নদ সহ শিল্পাঞ্চলের অন্যান্য নদী। হু হু করে বাড়ছে দামোদর নদের জলরাশি। জলস্রোতে ভাসল শিল্পাঞ্চল সহ দামোদর তীরবর্তী এলাকা। দুর্গাপুরের একাধিক ওয়ার্ড জলমগ্ন। কাঁকসার সিলামপুর মানাচর, বড়জোড়া মানাচর, সোনাইচন্ডীপুর গ্রাম জলমগ্ন। জলের তলায় একরের পর একর চাষ জমি। বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় জোর তৎপরতা শুরু করল পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন।

প্রসঙ্গত, গত দুদিন এক নাগাড়ে বৃষ্টি শুরু হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়। একইসঙ্গে নিম্নচাপের দরুন প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে শিল্পাঞ্চল আসানসোল দুর্গাপুর, অন্ডাল, পান্ডবেশ্বরে। বিহার ও ঝাড়খন্ডে। বুধরাত থেকে একপ্রকার মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়েছে আসানসোল-দুর্গাপুরে। আর তাতেই বন্যা পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। দুর্গাপুর- ফরিদপুর ব্লকের কালিনগরে মাটির বাড়ি ভেঙে চাপা পড়ে গবাদি পশুর মৃত্যু, পাণ্ডবেশ্বর, অন্ডাল থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গা জলমগ্ন। অন্ডাল রেল ব্রিজের নিচে সাবওয়ে জলমগ্ন হওয়ায় মানুষ যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। বেশির ভাগ জায়গায় জল জমে থাকায় ক্ষোভ এলাকাবাসীদের। নিকাশি নালার ব্যাবস্থা ঠিক না থাকায় জলমগ্ন বলে এলাকাবাসীদের অভিযোগ। দুর্গাপুরের ৪, ৮, ১৩, ৩৪, ৪৩ নং ওয়ার্ড সহ একাধিক এলাকা জলমগ্ন। কাঁকসার সিলামপুর মানাচর, বড়জোড়া মানাচর, সোনাইচন্ডীপুর গ্রাম জলমগ্ন। জলের তলায় একরের পর একর চাষ জমি।

মাইথন ও পাঞ্চেত থেকে জল ছাড়ায় যেমন ফুলে উঠেছে অজয় ও দামোদর। তেমনই শিল্পাঞ্চলজুড়ে প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুন, গাড়ুই, খুদিয়া, তামলা নালা সহ একাধিক ছোট নদী নালা ফুলে উঠেছে। তার জেরে হু হু করে জল বাড়তে শুরু করেছে দামোদরে। ফলে আসানসোল ও দুর্গাপুরের একাধিক জায়গা জলমগ্ন। দামোদর তীরবর্তী এলাকা প্লাবিত হতে শুরু করেছে। ডিভিসি সুত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত্রে মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধারের উপর ১০৭ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে। মাইথন নিম্ন তীরবর্তী আসানসোল-দুর্গাপুরে ২৫০-৪১২ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে।

ডিভিসি সুত্রে জানা গেছে, প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুন জল বাড়ছে মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধারে।মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধারে ২ লক্ষ ৫০হাজার কিউসেক রেটে জল ঢুকছে। পাঞ্চেত জলাধারে ৪২৫ ফুট পর্যন্ত জলধারন ক্ষমতা থাকলেও ৪৩৫ ফুট পর্যন্ত সর্বোচ্চ জল ধরে রাখা যায়। তবে এদিন ঘন্টায় ১ ফুট করে জলস্তর বাড়ছে পাঞ্চেতে। বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত ৪২০ ফুট জল হয়েছে। এদিন দুপুর পর্যন্ত ২৫ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে পাঞ্চেত থেকে। একই সঙ্গে মাইথন জলাধারে ৪৮৩ ফুট জল রয়েছে জলাধার। ৪৯০ ফুট পর্যন্ত জলধারন করতে পারবে মাইথন জলাধারে। এদিন ২৪ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে মাইথন থেকে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওই দুই জলাধারের নিম্নে বেশ কিছু বেনিয়ন্ত্রিত নদী নালা রয়েছে। ওইসব নদীনালার জল দামোদরে মিশছে। সব মিলিয়ে দামোদর ফুলে উঠেছে। ইতিমধ্যে দামোদর উত্তর তীরবর্তি দুর্গাপুর লাগোয়া বাঁকুড়ার সোনাইচন্ডীপুর গ্রাম জলমগ্ন। প্রায় ৩৫ টি পরিবার পার্শবর্তী নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। একইসঙ্গে চাষেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। দামোদর চরে প্রায় ১০০ একরের ওপর কৃষিজমি রয়েছে জলমগ্ন। সারা বছরই ওইসব এলাকসয় বিভিন্ন রকম ফসলের চাষ হয়। আলু, পেঁয়াজ, মটর, ফুলকপি, বাঁধাকপি ছাড়াও বেগুন পটল, ভুট্টা চাষ হয়। মাসখানেক আগে বাদাম নষ্ট হয়েছে দামোদরের জল ঢুকে। আবারও দামোদরে জল ঢুকে ওইসব এলাকার ফসল জলের তলায়। বেগুন, ভুট্টা, পটল সহ একাধিক সব্জি জমি জলমগ্ন। স্থানীয় চাষী হরেন্দ্রনাথ তালুকদার ও দুলাল মহালি বলেন,' বাদাম চাষ করেছিলাম। জলে বাদাম নষ্ট হয়েছে। এখন ফুলকপি, বাঁধা কপি, করলা, পটল, বেগুন লাগিয়েছিলাম। সেসব জলের তলায়। একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। চরম লোকসানের মুখে। এমনকি ঘরবাড়ীতে জল ঢুকে গেছে। আতঙ্কে রয়েছি।'

ডিভিসির (জল বিভাগ) চিপইঞ্জিনিয়ার সত্যব্রত ব্যানার্জী জানান,' প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুন জলরাশি বাড়ছে মাইথন ও পাঞ্চেতে। তেনুঘাট থেকে জল আরও বেশী ছাড়লে কিম্বা নতুন করে বৃষ্টিপাত হলে জলস্তর আরও বাড়বে। তখন জল ছাড়তে হতে পারে। সেবিষয় জানানো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। গোটা পরিস্থিতির ওপর নজরদারি রাখা হয়েছে।'

অন্যদিকে, মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে জল ছাড়ার ফলে দামোদরে জল বাড়তে শুরু করেছে। দামোদর নদের ওপর দুর্গাপুর ব্যারেজে জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে। রাজ্য সেচ দফতর সুত্রে জানা গেছে, এদিন দুপুর পর্যন্ত দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে। রবিবার সকাল ১ লক্ষ ৯৭ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। একইসঙ্গে চলছে দামোদর নিম্নতীরবর্তি এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। কাঁকসার সিলামপুর নদীপাড় ও লাগোয়া মানাচরে প্লাবিত হয়েছে। কসবা মানাচর এলাকা প্লাবিত হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় আগাম তৎপরতা শুরু করেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন। যদিও বড়সড় দুর্ঘটনা এড়াতে প্লাবিত এলাকার গ্রামবাসীদের আগাম উদ্ধার করে পার্শবর্তী স্কুলে রাখার ব্যাবস্থা করেছিল প্রশাসন। দুর্গাপুরের অন্ডাল, কাঁকসা বেশকিছু বাড়ী প্লাবিত হয়েছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলাশাসক অরুন প্রসাদ জানান,'

দুর্গাপুর মহকুমা শাসক শেখর চৌধুরী জানান,' কাঁকসার সিলামপুর ও তালপোড়া এলাকায় ৪৫ টি পরিবারকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্কুলে রাখা হয়েছে। দুর্গাপুর পুরসভা এলাকায় ১৩ নং ওয়ার্ড ১৭০ জন দুর্গতকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্কুলে রাখা হয়েছে। প্লাবিত এলাকায় বিপর্যয় মোকাবিলা টিম রয়েছে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হয়েছে।' অন্যদিকে, সেচ দফতর সুত্রে জানা গেছে, এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ২ লক্ষ ৩১ হাজার ২৪৮ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / জয়দেব

সামসেরগঞ্জে অশান্তির জেরে কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে এফআইআর

সামসেরগঞ্জ, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ভবানীপুরে উপনির্বাচনের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ এবং জঙ্গিপুরে চলছে ভোটগ্রহণ। ভোটের আগের রাত থেকে উত্তপ্ত সামসেরগঞ্জের ঘনশ্যামপুর। তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে বোমা, পিস্তল হাতে হামলার অভিযোগ। কাঠগড়ায় কংগ্রেস। এই ঘটনায় মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষকে আটক করেছে পুলিশ। যদিও তৃণমূল কর্মীর অভিযোগ অস্বীকার করেছে কংগ্রেস। তৃণমূল কর্মীর দাবি ঘটনা বুধবার রাত আড়াইটে নাগাদ ঘনশ্যামপুরে এক তৃণমূল বাড়িতে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী চড়াও হয়। অভিযোগ, বাড়ি ভাঙচুরও করে তারা। আগ্নেয়াস্ত্র হাতে হামলা চালায় ওই দুষ্কৃতীরা। তৃণমূল কর্মীর বাড়ির সামনে ব্যাপক বোমাবাজি করা হয় বলেও অভিযোগ। তৃণমূল হামলার ঘটনায় সামসেরগঞ্জের কংগ্রেস প্রার্থী জইদুর রহমানকে কাঠগড়ায় তুলেছে। শাসক শিবিরের দাবি, জইদুর রহমানের মদতেই ওই তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। ইতিমধ্যেই কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে সামসেরগঞ্জ থানায় এফআইআর করেছেন তৃণমূল কর্মী। এদিকে, মাস্ক দিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠেছে সামসেরগঞ্জের কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে। সামসেরগঞ্জে মহব্বতপুরে নকল ইভিএম দেখিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসক শিবির। যদিও দুপুর পর্যন্ত মোটের উপর বেশ শান্তিপূর্ণভাবে চলছে ভোটাভুটি। তবে উল্লেখ্য, সামসেরগঞ্জে বিধানসভা নির্বাচনের আগে মৃত্যু হয় কংগ্রেস প্রার্থীর। তাই বৃহস্পতিবার চলছে ভোটগ্রহণ। এই কেন্দ্রে চতুর্মুখী লড়াই। তৃণমূলের হয়ে লড়ছেন আমিরুল ইসলাম। বিজেপি প্রার্থী মিলন ঘোষ। কংগ্রেসের হয়ে ভোটে লড়ছেন জইদুর রহমান এবং সিপিএম প্রার্থী মোদাসসর রহমান। নির্বাচনের মাঝে অযথা অশান্তি রুখতে প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নিরাপত্তা আঁটসাঁটো করা হয়েছে। মোতায়েন ১৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী।

পুজোর মুখে ৬ পড়ুয়ার করোনা, বন্ধ মেডিক্যাল হস্টেল, বাতিল পরীক্ষা

মেদিনীপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মেদিনীপুর মেডিকাল কলেজে অফলাইন ক্লাস শুরু হয়েছিল। হওয়ার কথা ছিল সিমেস্টার পরীক্ষার। কিন্তু করেনায় আক্রান্ত হলেন কয়েকজন পড়ুয়া। আরও কয়েকজন পড়ুয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। পরিস্থিতি দেখে ওই পরীক্ষা আপাত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। পড়ুয়া-আবাসনও খালি করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মেদিনীপুর মেডিক্যালের অধ্যক্ষ পঞ্চানন কুণ্ডু, কয়েকজন পড়ুয়া জ্বরে ভুগছে। তাই এই পরীক্ষা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। হোস্টেল ছাড়ার কথাও জানানো হয়েছে। অধ্যক্ষ বলেন, "কয়েকজনের করোনা হয়েছে শুনেছি।' কলেজের একটি সূত্রে খবর, সম্প্রতি ৬ জন পড়ুয়া করেনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ১২ জনেরও বেশি পড়ুয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে আশঙ্কা, রোগ একজনের থেকে অন্যজনের মধ্যে ছড়াচ্ছে। করোনার মতোই। ২৪ সেপ্টেম্বর প্রথম জ্বরে আক্রান্ত পড়ুয়ার হদিস মেলে হস্টেলে। তারপর থেকে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে। বুধবার এক নার্সিং পড়াও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

কলেজ সূত্রে খবর, কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের (২০১৯-২০২৪ বাচ) পড়ুয়াদের তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল সোমবার থেকে। এই সেমিস্টার স্থগিত করা হয়েছে। শুরুতে থিয়োরি পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। ঠিক ছিল, ৪ অক্টোবর থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল শরীক্ষা চলবে। তা-ও আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। সূত্রের খবর, দিন কয়েক আগে একটি অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন পড়ুয়ারাই। রাতভর অনুষ্ঠান চলে। এর পর থেকেই নাকি পড়ুয়াদের মধ্যে জ্বরের প্রকোপ দেখা দিতে শুরু করে। যাঁরা এই অনুষ্ঠানে ছিলেন না, তাঁরা জ্বরে আক্রান্ত হননি। করোনা পরিস্থিতিতে কলেজে এমন অনুষ্ঠান হল কী করো হল? এক আধিকারিক বলেন, "শুনেছি নবীনবরণের অনুষ্ঠান ছিল। আমরা তেমন কিছু জানতাম না!'

বাইকে ধাক্কা মেরে বিকল ট্রেন, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন বাইক আরোহী

রাঙ্গালিবাজনা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আলিপুরদুয়ারে মোটরবাইকে ধাক্কা মেরে বিকল হয়ে পড়ল যাত্রীবাহী ট্রেন। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন মোটরবাইকের চালক। এই ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবার চাঞ্চল্য ছড়াল আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট থানার রাঙ্গালিবাজনা এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রের খবর, রাঙ্গালিবাজনা ও দলদলিয়া লেভেল ক্রসিংয়ের মাঝামাঝি রয়েছে একটি পায়ে চলা পথ। সেটি আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের লাইনকে। বৃহস্পতিবার বেলা দুটো নাগাদ ওই পথ দিয়ে মোটরবাইক নিয়ে ফিরছিলেন এক যুবক। সেসময় আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়ি ফিরছিল ০৫৪৬৮ ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি। কিন্তু ট্রেনটিকে তিনি দেখতে পাননি। মোটরবাইকটি রেললাইন পার করানোর সময় একেবারে কাছাকাছি দেখতে পান ট্রেনটিকে। কিন্তু বাইকটি তিনি আর রেললাইন পার করাতে পারেননি। একেবারে শেষ মুহূর্তে তিনি রেললাইন ছেড়ে নীচে লাফ দেন। এদিকে ট্রেনের ইঞ্জিনের ভেতরে ঢুকে যায় মোটরবাইকটি। সেটিকে টেনে হিঁচড়ে ছুটতে থাকে ট্রেনটি। বেশ কিছুদূর গিয়ে দলদলিয়া লেভেল ক্রসিংয়ের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রেনটি। এ অবস্থায় ট্রেনটি প্রায় ১ ঘন্টা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। গেট বন্ধ থাকায় ওই রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রেল দফতর সূত্রের খবর ইমার্জেন্সি ব্রেক কষায় ট্রেনটির প্রেসার ডাউন হয়ে গিয়েছিল। এদিকে ঘটনার পরই গা ঢাকা দেন ওই যুবক। তবে মোটরবাইকের নম্বর থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাঁকে খোঁজা হচ্ছে বলে জানিয়েছে রেল দফতর। এদিকে দুর্ঘটনায় তাঁর মোটরবাইকটি টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও ওই যুবক প্রাণে বেঁচে যাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন এলাকার বাসিন্দারা। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বিশ্বভারতীর প্রবেশিকা পরীক্ষায় নম্বরে গরমিলের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের

বোলপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিশ্বভারতীর বিনয় ভবনে এমএড কোর্সের প্রবেশিকা পরীক্ষায় নম্বরে গরমিলের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বুধবার রাতে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই তদন্ত কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এই তদন্ত কমিটি, কি করে এমন ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেবে এবং সেই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেই ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। যদিও আশ্চর্যজনকভাবে কারা এই তদন্ত কমিটিতে রয়েছেন বা কত দিনের মধ্যে এই তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্ট জমা দেবে তা নিয়ে একটি শব্দও খরচ করা হয়নি ওই বিজ্ঞপ্তিতে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, সোমবার সন্ধ্যায় শ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইটে বিশ্বভারতীর বিনয় ভবনে এমএড প্রবেশিকা পরীক্ষার মেধা তালিকা প্রকাশ করেছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। আর সেখানেই ব্যপক গরমিল পাওয়া যায়। বিতর্কের ঝড় ওঠে সব মহলেই। প্রকাশিত মেধা তালিকায় দেখা যায় ভর্তির পরীক্ষা দেওয়া পড়ুয়াদের মধ্যে কেও কেও ১০০ নম্বরের মধ্যে পেয়েছেন ২০০, কেওবা ১৯৮, কেও ১৫১ স্বাভাবিকভাবেই এই নাম্বার দেখে বিভ্রান্তহয়ে পরে পড়ুয়ারাও। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এই গরমিলের খবর প্রকাশিত ও সম্প্রচারিত হবার পরেই তড়িঘড়ি সেই তালিকা নিজেদের ওয়েবসাইট সরিয়ে ফেলে বিশ্বভারতী। সেখানে এক লাইনের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয় যে সংশোধিত মেধা তালিকা তাড়াতাড়ি প্রকাশ করা হবে।

বিশ্বভারতী সূত্রে খবর, বিনয় ভবনের এমএড কোর্সে ভর্তি হবার জন্য ২৫ শতাংশ আসন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে বাকি ৭৫ শতাংশ আসনে বাইরের ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হতে পারেন। ১০০ নম্বরের প্রবেশিকা পরীক্ষার ক্ষেত্রে ৬০ নম্বর নির্ধারিত হয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাকি ৪০ নম্বর পূর্বতন বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এই ১০০ নম্বর পরীক্ষার মধ্যে কিভাবে পড়ুয়ারা তার বেশি নম্বর পেল কিভাবে পেল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু হয় মেধা তালিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই। বিশেষত যখন প্রকাশিত মেধা তালিকার প্রতিটা পাতাতেই ছিল বিভাগীয় প্রধানের সই এবং সিল। ফলে এই তালিকা যে ভুয়া বা অসমর্থিত — সেটা নয়। এই ঘটনা নিয়ে 'অন্য রকম আশঙ্কা' প্রকাশ করেন পড়ুয়াদের একাংশ। তাদের আশঙ্কা এভাবে কি পিছনের দরজা দিয়ে ভর্তির প্রক্রিয়া চালাতে চাইছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ? এই করে কি কত্তৃপক্ষ তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভর্তির জন্যে আসন সংরক্ষণ করছেন? বিশেষত এম.এড কোর্সে বিশ্বভারতীর আসন সংখ্যা যেখানে ৩০-এর কাছাকাছি, সেখানে কেন ৪৩ জনের নামের মেধাতালিকা প্রকাশ করা হল। এই সব নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পরে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। কার্যত মুখ রক্ষা করতেই তড়িঘড়ি তদন্ত কমিটি গঠন করলো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার সকালে জনসংযোগ আধিকারিক অনির্বাণ সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের হোয়াটস্যাপ গ্রুপে সেই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করেন। যদিও এই বিজ্ঞপ্তিতে তদন্ত কমিটি নিয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। কারণ কারা এই তদন্ত করবেন? কতদিনের মধ্যে এই কমিটি বিষয়টি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট জমা দেবে সেটা নিয়ে কোন শব্দ খরচ করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। হিন্দুস্থান সমাচার / হেমাভ

চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান গিয়ে তৃণমূলের বাঁধার মুখে আবগারি দফতর

ওদলাবাড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অভিযানে গিয়ে তৃণমূলের বাঁধার মুখে আবগারি দফতর। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি ডিভিশনে চোলাই মদ তৈরির কারখানাগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গেলে তৃণমূলের পতাকা হাতে তাঁদের বাঁধা দেয় দলের কর্মী ও সমর্থকরা। সরকারি কাজে বাঁধা দেওয়ায় রাজ্যের শাসক দলের কড়া সমালোচনা করে কংগ্রেস। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল। গত দুদিন ধরে মাল মহকুমার সাওগাঁও বস্তি, এলেনবাড়ি, দিলুবস্তি সহ বিভিন্ন এলাকায় চোলাই মদ তৈরির কারখানাগুলো ভেঙে দিতে বড় অভিযান চালানো হয় আবগারি দফতরের তরফে। আবগারি বিভাগের জলপাইগুড়ি ডিভিশনের জয়েন্ট কমিশনার কামার জেলিস, মাল রেঞ্জের ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর সম্বিত প্রধান প্রমুখের নেতৃত্বে মাল থানার পুলিশের একটি দলের সঙ্গে এই অভিযান চালানো হয়। বৃহস্পতিবার অভিযান চলাকালীন ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বারোঘড়িয়া, যোলোঘড়িয়া ও মেচবস্তি এলাকায় স্থানীয় কিছু বাসিন্দা তৃণমূলের পতাকা হাতে নিয়ে আবগারি দফতরের আধিকারিকদের অভিযান চালাতে বাঁধা দেন। বিক্ষোভ প্রদর্শনও করা হয় বলে আবগারি দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে।

মাল রেঞ্জের ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর সম্বিত প্রধান জানান, "ক্ষোভ-বিক্ষোভের মাঝেই দুদিন ব্যাপী অভিযানে আনুমানিক ১৩ লক্ষ টাকার চোলাই মদ ও মদ তৈরির ফার্মেন্টেড ওয়াশ নষ্ট করা হয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে গজিয়ে ওঠা কারখানাগুলো এদিন ভেঙে দেওয়া হয়েছে। অভিযানে কাউকে গ্রেফতর করা হয়নি।"

বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিরোধীপক্ষ। জাতীয় কংগ্রেসের মাল ব্লক কমিটির সভাপতি যোগেন সরকার বলেন, "সরকারি দফতরের কাজ আধিকারিকরা সরকারি নির্দেশিকা মেনেই করবেন এটাই স্বাভাবিক। আসলে দলীয় পতাকার আড়ালে সমস্ত দূর্নীতি ধামাচাপা দিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে তৃণমূল।"

যদিও তৃণমূলের পতাকা হাতে বিক্ষোভকারীরা দলের কেউ নয় বলে মন্তব্য করেছেন তৃণমুল কংগ্রেসের ক্রান্তি ব্লক কমিটির সভাপতি মেহবুব আলম। মেহবুব বলেন, "বিক্ষোভকারীরা হয়তো কোনওভাবে তৃণমূলের পতাকা সংগ্রহ করে সরকারি কাজে বাঁধা দিতে গিয়েছেন। ওনাদের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই।"

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সৌরবিদ্যুতের খুঁটিনাটি

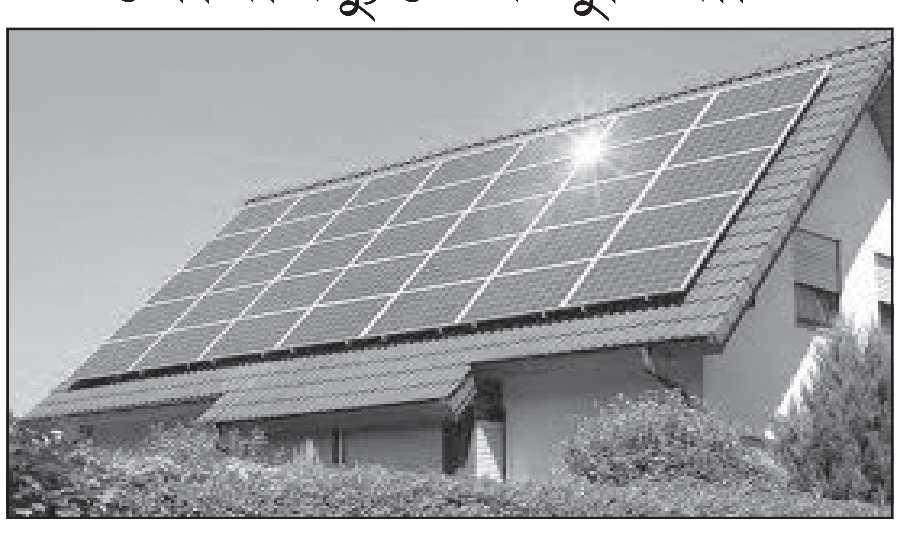

যদিও খরচান্ত ব্যাপার। তবে একবার বসাতে পারলে বিদ্যুত পাওয়া যাবে অনন্তকাল।

মোটরসাইকেলের যন্ত্রাংশ ও রক্ষণাবেক্ষণ

এয়ার কন্ডিশনারের দরদাম আর লাগবে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ। রাজধানীর মালিবাগের সোলার পাওয়ার বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান 'এনার্জি সিস্টেম কোম্পানি'র মালিক ও প্রকৌশলী সেরাজুল ইসলাম বলেন, "মূলত ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশের মানুষ সোলারে পাওয়ারের ব্যাপক পরিসরে পরিচিত হয়। এর আগে দেশে এই প্রযুক্তি ছিল, তবে ছোট পরিসরে।" তিনি জানান, বর্তমানে সোলার প্রযুক্তি ক্রমেই উন্নতির পথে এগোচ্ছে। আগে সোলার প্রযুক্তি শুধু বিদ্যুৎ নেই এমন এলাকাতেই চোখে পড়ত। এখন শুধু মফস্বল এলাকাতেই সীমাবদ্ধ নেই, এসেছে শহরেও। এই প্রসারের জন্য অনেকটাই গুরুত্ব রেখেছে সরকারি আইন।

এই আইন মোতাবেক ঢাকায় নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে হলে ভবনের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার নির্দিষ্ট পরিমাণ 'সোলার সিস্টেম' দিয়ে পূরণ করতে হবে। আবাসিক ভবনের জন্য ৩ শতাংশ, বাণিজ্যিক ভবনের ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৮ শতাংশ এবং শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ আসতে হবে এই পদ্ধতির মাধ্যমে।

তবে শুধু সরকারি বাধ্যবাধকতায় নয়, বিদ্যুৎ খরচ কমাতেও সোলারের প্রতি ঝুঁকছেন অনেকেই।

ত্বকের ধরন অনুযায়ী ব্লাশ নির্বাচন

ব্লাশ যদি ত্বক উপযোগী না হয় তাহলে তা চেহারার সৌন্দর্য নষ্ট করে। ব্লাশ মেইকআপের এমন একটা অংশ যা চেহারার মলিনভাব দূর করে ও তাৎক্ষনিকভাবে তারুণ্য ফুটিয়ে তোলে। তাই ত্বকের ধরন বুঝে ব্লাশ ব্যবহার করা প্রয়োজন।

সাজসজ্জা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে ত্বকের ধরন অনুযায়ী ব্লাশ নির্বাচন করার উপায় সম্পর্কে জানানো হল। ফ্যাকাশে ত্বক: যাদের ত্বক ফ্যাকাশে সাদা তাদের জন্য পিচ ধর্মী ব্লাশ উপযোগী। কোমল আভা তৈরি করতে পাউডার-জাতীয় ব্লাশ ব্যবহার করা উচিত। হাইলাইটার ব্যবহার করতে না চাইলে শিমারযুক্ত ব্লাশ ব্যবহার করা ভালো। ফর্সা থেকে মাঝারি ত্বক (গোলাপিভাব): এই ধরনের ত্বকে হালকা গোলাপি রংয়ের ব্লাশ ভালো মানায়। এতে ত্বকের গোলাপিভাব আরও ফুটে ওঠে। ত্বকে ব্রোঞ্জার ব্যবহার করলে বা মাঝারি বর্ণের হলে অপেক্ষাকৃত গাঢ় গোলাপি ব্লাশ ব্যবহার করুন।

ফর্সা থেকে মাঝারি ত্বক (জলপাইভাব): জলপাইভাব বর্ণে অ্যাপ্রিকট রংয়ের ব্লাশ বেশ চমৎকার লাগে। এটা মুহূর্তেই ত্বকে উজ্জ্বলভাব বাড়ায় ও ত্বকের রং আরও ফুটিয়ে তোলে।

প্রাকৃতিক বর্ণ (গোলাপি ও জলপাইভাব): এই ধরনের ত্বকে প্রায় যেকোনো রংয়ের ব্লাশ দেখতেই ভালো লাগে। কারণ এতে গোলাপি ও জলপাইভাব দুটাই রয়েছে। উজ্জ্বল রং যেমন গোলাপি ও অ্যাপ্রিকট রংয়ের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকে দেখতে ভালো লাগে। মাঝারি বর্ণ: বাদামি ধর্মী লালচে রংয়ের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকে ভালো মানায়। কোরাল বর্ণের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকের জন্য মানানসই। গাঢ় বর্ণ: লাল ও পাম বর্ণের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকে দেখতে ভালো লাগে। গায়ের রং গাঢ় হওয়ায় ত্বকে গাঢ় রংয়ের ব্লাশ ব্যবহার দেখতে বেশি প্রাকৃতিক লাগে। বেরি ও ফিউশা বর্ণের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকে মানায় ভালো।চোখের কালিমা ও বলিরেখা দূর করার ঘরোয়া উপায়

হাতের চামড়ায় ভাঁজ? রয়েছে সহজ সমাধান

সাধারণ কিছু পন্থা অবলম্বনে ত্বকে ভাঁজ পড়া প্রতিরোধ করা না গেলেও কমানো যায়। মুখের মতো হাতের ত্বকও সৌন্দর্য প্রকাশে অবদান রাখে। বলিরেখা ও শুষ্কভাব হাতের সৌন্দর্য নষ্ট করে। তাছাড়া বয়সের কারণেও ত্বকে দেখা দেয় ভাঁজ। এই সমস্যা কমিয়ে রাখা যায় সাধারণ কিছু পন্থায়। রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে হাতের ত্বক সুন্দর রাখার উপায় সম্পর্কে জানান হল। পর্যাপ্ত পানি পান: পানি পরম বন্ধু! পানি শূন্যতা ত্বককে শুষ্ক করে ফেলে ও হাতে বলিরেখা ফুটে ওঠে। তাই নিজেকে আর্দ রাখতে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পান করুন। সানব্লক: অনেকেই কেবল মুখে সানব্লক ব্যবহার করেন। মনে রাখতে হবে মুখের মতো শরীরের অন্যান্য অংশ যা রোদে উন্মুক্ত থাকে তাতেও সানব্লক ব্যবহার করা দরকার। সাধারণত, মুখের মতো হাতও রোদে উন্মুক্ত থাকে। তাই বাইরে যাওয়ার ২০ মিনিট আগে এসপিএফ ৩০ সমৃদ্ধ সানব্লক ব্যবহার করা উচিত। আর প্রতি দুতিন ঘণ্টা পর পর তা পুনরায় ব্যবহার করতে হবে। সানব্লক ব্যবহারে অনেকের ত্বক তৈলাক্ত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে 'ম্যাট ফিনিশিং' দেয় এমন সানব্লক বেছে নিতে হবে। অথবা সানব্লক ব্যবহারে পরে ত্বকে পাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে, যেন তৈলাক্তভাব শুষে নেয়। মনে রাখা দরকার, আকাশ রোদেলা বা মেঘলা যেমনই থাকুক না কেনো সানব্লক ব্যবহার বাদ দেওয়া যাবে না। হাতে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার: ত্বক ভালো রাখতে ময়েশ্চারাইজারের বিকল্প নেই। অনেকেই মনে করেন তৈলাক্ত ত্বকে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই, যা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তৈলাক্ত ত্বকে মৃদু ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা জরুরী। মিশ্র ত্বকে খুব বেশি শুষ্ক অংশে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

রাতে সঠিক পরিচর্যা: রাতে মুখের ত্বক যত্ন নেওয়া হলেও অনেকেই হাতের ত্বকের যত্ন নেওয়ান বিষয়টাকে অবহেলা করেন। রাতে 'হ্যান্ড ক্রিম' বা পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করা উপকারী। এটা সারা রাত ত্বকে থেকে শোষিত হয় ও আর্দতা ধরে রাখে। হাতের ক্রিম নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্লাইকোল অ্যাসিড বা হ্যালোরনিক অ্যাসিড আছে কিনা দেখে বেছে নিতে পারেন। স্যানিটাইজারের বদলে হাত ধোয়া: হাত পরিষ্কার রাখতে স্যানিটাইজার ব্যবহার করা সহজ উপায়। তবে এটা হাত শুষ্ক করে ফেলে। তাই যদি সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সুযোগ থাকে তাহলে সেটাই ব্যবহার করতে হবে। স্যানিটাইজার আর্দতা কেড়ে নিয়ে হাতকে শুষ্ক করে ফেলে। যে কারণে ত্বকে দেখা দিতে পারে বলিরেখা ও বয়সের ছাপ। তাই হাত ধোয়ার পর অবশ্যই ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে।

ত্রিশের পরে নারীদের যেভাবে সময় কাটানো প্রয়োজন

জীবনের এই পর্যায়ে এসে নিজের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

কথায় বলে 'তিরিশে ফিনিশ'। তবে বর্তমান সময়ে সে কথা একেবারেই খাটে না। তরুণ বয়স থেকেই আয় উপার্যনের চিন্তা করে এখন নারীরা। জীবন গড়ার মাঝে সময় গড়িয়ে বয়স চলে আসে ত্রিশের কোঠায়। আর তাই এখন সময় নিজেকে একটু সময় দেওয়ার। ব্যস্ত জীবন তা চাকরি বা ঘরের কাজ যেটাই হোক- সময় বের করে নিজের খেয়াল দেওয়া উচিত। ত্রিশের পরে নারীদের জীবনে যে সকল বিষয়ের প্রতি মনযোগ দেওয়া উচিত তা তুলে ধরা হল জীবনযাপক-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

বেড়াতে যাওয়া: সফলতার জন্য হয়ত দিন রাত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, বাড়ছে কাজের চাপ। এই চাপ থেকে মুক্তি পেতে কিছুটা সময় নিয়ে বেড়িয়ে আসা প্রয়োজন। এতে কাজে নতুন উদ্দীপনা পাওয়া যায় ও একঘেয়ে ভাব দূর হয়। এছাড়াও, সুন্দর জায়গায় তোলা ছবিগুলো পরে মন ভালো রাখতে সহায়তা করে।

উচ্চ শিক্ষার প্রচেষ্টা: পেশাগত দিক দিয়ে দক্ষ হতে বর্তমান প্রযুক্তি ও সাম্প্রতিক বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাই সেমিনার, পেশাদার কোর্স, কার্যনির্বাহী শিক্ষা ডিগ্রি ও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করা ভালো। এতে সফলতার পথ সুগম হবে।

শখ ও আবেগ: এটা স্বীকার করতে সবাই বাধ্য যে, পেশা জীবন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে শখকে বিসর্জন দিতে হয়। তাই কাজের ফাঁকে সময় বের করে পছন্দের কাজ করা উচিত। যা একঘেয়ে ভাব দূর করবে।

ত্বকের সঠিক পরিচর্যা: প্রসাধনী ও সঠিক রূপচর্চার সামগ্রী কখনও ত্বকের ক্ষতি করে না। বয়স ত্রিশের পরে নিয়মিত ত্বক পরিচর্যা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বক আক্রান্ত হতে থাকে, বিবর্ণতা, ত্বকের মৃত কোষ দেখা দেয়। এতে ত্বকের উজ্জ্বলতা হারাতে থাকে। ত্বকের সার্বিক পরিচর্যা আর্দতা ধরে রাখে ও ত্বকের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করে।

সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবত করা: ব্যস্ত জীবনে অবসর বের করে বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর কথা অনেকেই প্রায় ভুলতে বসেন। এতে জীবন আরও একঘেয়ে হয়ে ওঠে। তাই সময় বের করে সন্ধ্যায় পরিবার পরিজন ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান বা রাতে বাইরে খাবারের আয়োজন করুন। এতে সময় ভালো কাটবে, জীবনে ভালো স্মৃতি যোগ হবে। মনে রাখবেন যে সময় চলে যাচ্ছে তা আর ফিরে আসবে না। তাই সময়কে আনন্দঘন ও স্মৃতিবহুল করে তুলুন। ব্ল্যাক হোল সন্ধানী তিন পদার্থবিদের নোবেল জয় (৪

এই মহাবিশ্বের অন্যতম বিস্ময় ঘেরা প্রপঞ্চ ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে গবেষণার স্বীকৃতিতে চলতি বছর পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেয়েছেন তিন গবেষক।

আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তরঙ্গের গবেষণায় ৩ বিজ্ঞানীর নোবেল এমনকি আইনস্টাইনেরও সন্দেহ ছিল রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস মঙ্গলবার এই পুরস্কারের জন্য যুক্তরাজ্যের স্যার রজার পেনরোজ এবং জার্মানির রাইনার্ড গেনসেল ও যুক্তরাষ্ট্রের আন্দ্রেয়া গেজের নাম ঘোষণা করে। ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর হল মহাকাশের এমন এলাকা যেখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এতটাই প্রচণ্ড যে সেখান থেকে কোনো কণা, এমনকি আলোর মত বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গও বেরিয়ে আসতে পারে না। বিরাট আকৃতির কোনো নক্ষত্র যখন তার আয়ুষ্কাল শেষে চুপসে যায়, এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রচণ্ড মাত্রা পায়, বিপুল পরিমাণ ভর সন্নিবেশিত হয় তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র আয়তনের ভেতরে, তখনই তা পরিণত হয় কৃষ্ণগহ্বরে। আলো বেরিয়ে আসতে পারে না বলে ব্ল্যাক হোল দেখাও যায় না। চারপাশে যে জায়গা পর্যন্ত ওই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কার্যকর থাকে, তাকে বলা হয় ইভেন্ট হরাইজন। এর বাইরের কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হতে পারে, ইভেন্ট হরাইজনে গিয়ে সময় বুঝি স্থির হয়ে আছে। স্যার রজার পেনরোজস্যার রজার পেনরোজজার্মান পদার্থবিদ আলবার্ট আইনস্টাইন ১৯১৫ সালে তার সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের ধারণা দেন, যা স্থান-কালকে বাঁকিয়ে দেয়। তার ওই তত্ত্বেই ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্বের ধারণা আরো জোর পায়, যদিও আইনস্টাইন নিজেও এক সময় ওই তত্ত্ব 'ভুল' বলে ভাবতে শুরু করেন। তার মনে হয়েছিল, বাস্তবে ব্ল্যাক হোলের মত কিছু থাকা সম্ভব না। আইনস্টাইনের মৃত্যুর ১০ বছর পর ১৯৬৫ সালে তার সেই সংশয় দূর করেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গাণিতিক পদার্থবিদ রজার পেনরোজ।

গাণিতিকভাবে তিনি দেখিয়ে দেন ব্ল্যাক হোল সত্যিই থাকা সম্ভব। আর কীভাবে তা তৈরি হয়, তাও তিনি গাণিতিক সমাধানে দেখিয়ে দেন আইনস্টাইনের সেই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের পথ ধরেই। আইনস্টাইনের তত্ত্বের পর পেনরোজের ওই গাণিতিক সমাধানকেই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। রাইনার্ড গেনসেলরাইনার্ড গেনসেলআন্দ্রেয়া গেজআন্দ্রেয়া গেজজার্মানির ম্যাক্স প্লাংক ইনস্টিটিউট ফর এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ফিজিক্সের গবেষক রাইনার্ড গেনসেল এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার আন্দ্রেয়া গেজ ১৯৯০ এর দশকে আলাদা দুই দল জ্যোতির্বিদকে নিয়ে নজর রাখছিলেন আমাদের ছায়াপথের ঠিক মাঝামাঝি এলাকার একটি অংশে, যাকে বলা হয় 'স্যাগিটেরিয়াস ।

রাস্তার শৌচালয় ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন? সংক্রমণ এড়াতে কী করবেন

বেশ সকাল সকাল পুজোর কেনাকাটা করতে বেরিয়েছেন। সারাটা দিনই কাটাতে হবে রাস্তায়। অতএব বাইরের শৌচালয় ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই। অন্যকাজেও যদি দিনভর বাইরে কাটাতে হয়, তাহলেও সেই একই অবস্থা। আপাতদৃষ্টিতে একটি ঝকঝকে পরিষ্কার শৌচালয় ঢুকলেন। কিন্তু সেটা তো আপনার একার ব্যবহার করা শৌচালয় নয়! নানা রকম লোক এই একই শৌচালয় ব্যবহার করে থাকেন। ফলে জীবাণু সংক্রমণ থেকে শুরু করে শরীরে বাসা বাঁধতে পারে নানা রোগ। তাই বলে কি শৌচালয়ে যাবেন না? নিশ্চয়ই সেটা সম্ভব নয়। তবে মেনে চলুন কয়েকটি সতর্কতা। বাইরের শৌচালয়ে যাওয়ার আগে কী কী করবেন ?

১) এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কমোডের ব্যবহার। তাই মনে হতে পারে শৌচালয়ের মেঝে নোংরা নয়। কিন্তু দেখতে পরিষ্কার হলেও এই মেঝেতেই সবচেয়ে বেশি জীবাণু থাকে। ভুলেও এই মেঝেতে কিছু রাখবেন না।

২) ইদানীং অনেক সংস্থাই টয়লেট সিট স্যানিটাইজার স্প্রে তৈরি করেন। সেই রকম একটি স্প্রে কিনে ব্যাগে রাখুন। টয়লেট সিট ব্যবহার করার আগে এই স্প্রে দিয়ে দিন। এতে জীবাণু সংক্রমণ বা ইউরিন ইনফিকশেনর আশঙ্কা থাকে না।

৩) টয়লেট সিটে বসার আগে ফ্লাশ ব্যবহার করুন। হতেই পারে আপনার আগে যিনি ব্যবহার করেছেন, তিনি ঠিকমতো ফ্লাশ করেননি। টয়লেট সারার পরও একবার ফ্লাশ ব্যবহার করুন।

৪) ফ্লাশ করার পর হাতে একটু স্যানিটাইজার লাগিয়ে নিন। প্রয়োজনে তরল সাবান ব্যবহার করুন। ৫) শৌচালয়ে অনেক সময় হাত মোছার জন্য টিস্যুপেপার রাখা থাকে। শৌচালয়ের দরজার হাতল বা কলে হাত দিতে গেলে সেই টিস্যুপেপার ধরে হাত দিন।

অতিরিক্ত গাজর ডেকে আনছে আপনার মারাত্মক বিপদ

গাজরের গুণের কথা বলে শেষ করা যাবে না। দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখা থেকে শুরু করে ক্যান্সার প্রতিরোধ করে গাজর। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গাজার খেলে অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

চিকিতসকরা সব সময়েই পরিমিত গাজর খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে আসছেন। কারণ, অতিরিক্ত গাজরের কারণে কয়েকটি সমস্যা হতে পারে। সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যা বিভাগের জার্নালে গবেষকরা শরীরের উপর গাজরের কুপ্রভাব সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য তুলে ধরেছেন।

অতিরিক্ত গাজর খেলে ঘুম কমে যেতে পারে। এ বিষয়ে সচতন থাকা উচিত। আপনার শরীরের ওজনের উপর নির্ভর করে কতটা গাজর খাওয়া উচিত।

গাজরের কেন্দ্রে যে হলুদ অংশটি থাকে, তার বেশ কিছু উপাদান পেটের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। অতিরিক্ত গাজর খেলে পেটব্যথা হতে পারে।

ছোট বয়সে শিশুদের বেশি পরিমাণে গাজর খাওয়ালে তাদের ত্বকের রং হলুদ হয়ে যায়। তবে এটি সাময়িক সমস্যা। এ ছাড়াও শিশুদের দাঁতের ক্ষয় হতে পারে অতিরিক্ত গাজর খাওয়ার ফলে।

গাজর ক্যান্সার প্রতিরোধ করে- এ কথা সত্যি। পাশাপাশি এটাও দেখা গিয়েছে, বেশি মাত্রায় গাজর খেলে অন্ত্রে অতিরিক্ত বিটা ক্যারোটিন জমা হয়। তা অন্ত্রের ক্যান্সারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তবে গাজরের অনেক উপকারিতা আছে। গাজর হৃদরোগ প্রতিরোধ করে। বিটা ক্যারোটিন, আলফা ক্যারোটিন, ও লিউটিন দেহের কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

শরীরচর্চার প্রাথমিক পর্যায়ের ভুল প্রত্যাশা

ব্যায়ামাগারে ভর্তি হয়েই দ্রুত ফল পাওয়ার আশা করা ভুল। ওজন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলেন ব্যায়াম করতে হবে। হয়ে গেলেন ব্যায়ামাগারের সদস্য। প্রথম দিন থেকেই সুঠাম দেহের স্বপ্ন নিয়ে শরীরের ওপর অতিরিক্ত ধকল দিলেন। কিন্তু একসময়ে দেখলেন তেমন কিছুই পরিবর্তন হয়নি। এভাবেই সৃষ্টি হতে থাকে হতাশা, একসময় ব্যায়ামাগারে যাওয়ার আর সময় হয়না। নতুন ব্যায়ামাগারে যোগ দেওয়া সিংহভাগ মানুষের সঙ্গে এই কথাগুলো মিলে যাবে। ভাবছেন ভুল কোথায় হল?

শরীরচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল সেই ব্যাপারেই। শুরুতেই ভারোত্তলন: ব্যায়ামাগার শুনলেই মানুষের চোখে ভাসে বিশাল যন্ত্রে ভারি ওজন নিয়ে বিভিন্নভাবে ব্যায়াম করতে থাকা পেশিবহুল মানুষ। ফলে ভর্তি হয়ে আপনার মন পড়ে থাকে একপাশে সাজিয়ে রাখা 'ডাম্বেল'গুলোর দিকে। আর আপনি যখন সামান্য বুকডন কিংবা দড়িলাফ দিচ্ছেন তখন আশপাশের পেশিবহুল সদস্যরা ভারোত্তলন নিয়ে প্রতিযোগিতা করছে। তা দেখে যেন জেদ চেপে বসে। একদিন প্রশিক্ষকের দেওয়া রুটিন ছেড়ে আপনি ডাম্বেল ধরেই ফেলেন। ওজন তুললেই আপনার দুদিনের মধ্যেই যেন আপনার বিশাল পেশি হবে।

ভুলটা এখানেই। শরীরচর্চা শুরুর প্রাথমিক দিনগুলোতে আপনাকে 'কার্ডিও', 'ফ্রি হ্যান্ড' ইত্যাদি ব্যায়াম করে আগে শরীরের ভিত্তি গড়তে হবে। আর ওজন নিয়ে ব্যায়াম করার সঠিক পদ্ধতি 'পশচার' না জানলে শুধু ভারোত্তলন কোনো উপকারে আসবে না, বরং আঘাত পেতে পারেন। ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে: ব্যায়ামাগারে সকল সদস্যের একটা নির্দিষ্ট রুটিন আছে। সেই রুটিনের বাইরের বেশি ব্যায়াম করলেই দ্রুত শরীর গড়ে উঠবে এমনটা ভাবা আরেকটি ভুল ধারণা। এমনকি রুটিনের সবটুকু ব্যায়াম প্রথম দিন থেকে করতেও নিষেধ করেন অনেক প্রশিক্ষক। তাই যে রুটিন দেওয়া হয়েছে তা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে হবে। যে সপ্তাহে পুরো রুটিন সহজেই শেষ করে ফেলতে পারবেন, তখন প্রশিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে রুটিন পরিবর্তন নিয়ে। এভাবেই ধাপে ধাপে শরীর গঠনের দিকে এগোতে হবে ক্রমান্বয়ে।

খাদ্যাভ্যাস আর ওজনের দিকে নজর না দেওয়া: শুধু ব্যায়াম করে ওজন নিয়ন্তণ কিংবা সুঠাম দেহ কোনোটাই পুরোপুরি পাওয়া সম্ভব নয়। ব্যায়ামের সঙ্গে তাল মিলিয়ে খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে হবে প্রতিদিন। শুরুতে এই ভুলটা অনেকেই করেন। প্রচুর ব্যায়াম করেন ঠিক। কিন্তু যে খাদ্যাভ্যাসের কারণে আপনার ওজন বেড়েছে সেটাই পরিবর্তন করা হয় না। খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিদিন কী খাচ্ছেন, কতটুকু ক্যালরি গ্রহন করছেন তার তালিকা রাখা জরুরি। খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণে আনার পরও সেই তালিকা চালিয়ে যেতে হবে। তাহলেই নিজের শারীরিক উন্নতির হিসেবটা করতে পারবেন। দ্রুত ফল আশা করা: ব্যায়ামাগারে ভর্তি হয়ে তা চালিয়ে যেতে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভবত সবচাইতে বড় কারণ এটাই। প্রথম সপ্তাহ থেকেই আপনি আশা করছেন আর মাত্র কদিন, তারপরই দেখা দেবে টগবগে পেশি। শরীর গঠন একটা দীর্ঘ অধ্যাবসায়, যেখানে আছে বিভিন্ন চড়াই উতরাই। শরীরের ধরন ভেদে নুন্যতম ব্যায়ামের ফলাফল দেখতে হলে কমপক্ষে তিন মাস ব্যায়াম চালিয়ে যেতে হবে নিয়মিত। তাই অবাস্তব স্বপ্ন না বুনে প্রশিক্ষকের পরামর্শ নিন, সেই মাফিক কাজ করুন, মনবল রাখুন দৃঢ়।

মেঘালয়ে নদীতে বাস পড়ে গিয়ে মৃত ৬, প্রাণে বাঁচলেন ১৬ জন

শিলং, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মেঘালয়ের নঙচরমে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রিংডি নদীতে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। বুধবার মধ্যরাতের এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জন যাত্রীর। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসে কমপক্ষে ২১ জন যাত্রী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ১৬ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বুধবার গভীর রাতে টুরা থেকে শিলং অভিমুখে যাচ্ছিল বাসটি। রাত বারোটা নাগাদ পূর্ব গারো হিলস এবং পশ্চিম খাসি হিলস জেলার সীমানায়, নঙচরম ব্রিজ থেকে নদীতে পড়ে যায় বাসটি।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার সময় বাসটির গতি অনেক বেশি ছিল। খবর পাওয়ার পর উদ্ধারকাজ চালায় পুলিশ ও দমকল। পূর্ব গারো হিলস পুলিশ জানিয়েছে, ১৬ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নদীর জলে ভেসে ওঠে ৪ জনের দেহ। পরে উদ্ধার করা হয় আরও দু'টি দেহ। মোট ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে বাস দুর্ঘটনায়।

ওড়িশার পিপিলিতে শান্তিতেই ভোটগ্রহণ, এগারোটা অবধি ভোট ২৪.৭৬ শতাংশ

ভুবনেশ্বর, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ওড়িশার পিপিলি বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শান্তিতেই হচ্ছে। বেলা এগারোটা অবধি ভোট পড়েছে ২৪.৭৬ শতাংশ। অন্যান্য ভোটারদের সঙ্গেই সকাল সকাল ভোট দিয়েছেন বিজু জনতা দলের প্রার্থী রুদ্র প্রতাপ মহারথী। গত ১৬ মে ভোট হওয়ার কথা ছিল পিপিলি আসনে, কিন্তু করোনা মহামারী ও লকডাউনের কারণে ভোট পিছিয়ে দেওয়া হয়। গত বছরের অক্টোবরে বিধায়ক প্রদীপ মহারথীর প্রয়াণের কারণে এই আসনে উপ-নির্বাচনের প্রয়োজন হয়ে পরে।
রুদ্র প্রতাপ মহারথী হলেন প্রদীপ মহারথীর ছেলে। এদিন ভোট দেওয়ার পর রুদ্র জানিয়েছেন, 'আমার বাবার প্রয়াণের পর থেকেই খালি রয়েছে এই আসন। প্রত্যেকেই তাঁদের প্রার্থী চাইছেন।' পিপিলি আসনে উপ-নির্বাচনের জন্য ৩২টি মোবাইল পার্টি মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুরীর পুলিশ সুপার কানওয়ার বিশাল সিং। সকাল থেকে শান্তিতেই ভোট দিচ্ছেন ভোটাররা। ভোটদান চলবে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত।

সম্পন্ন হল তিন আসনের উপনির্বাচন, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভবানীপুরে ভোট পড়েছে ৫৩.৩২ শতাংশ

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সম্পন্ন হল ভবানীপুর সহ তিন আসনের উপনির্বাচন। বিক্ষিপ্ত কিছু অশান্তি বাদে ভোট হয়েছে শান্তিতে। সামসেরগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে প্রত্যাশিত ভাবেই প্রায় আশি শতাংশ ভোট পড়ল। সেখানে ভবানীপুরে দিনের শেষে সংখ্যাটি ষাট পেরোবে কি না সন্দেহ। ভুয়ো ভোটার নিয়ে ভবানীপুরে সোচ্চার হয় বিজেপি। এছাড়া গাড়ি ভাঙচুর হয় বিজেপি নেতা কল্যাণ চৌবের। তবে তৃণমূলের দাবি রিগিং হয়নি। বিপুল ভোটে জিতবেন মমতা।
আজ ভবানীপুর বিধানসভা সহ তিন কেন্দ্রে ছিল উপনির্বাচন। এদিনের নির্বাচনে গোটা দেশেরই নজর ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপর। বিকেল পাঁচটা অবধি ভবানীপুরে ৫৩.৩২ শতাংশ ভোট পড়েছে। ভবানীপুর ছাড়াও সামশেরগঞ্জ এবং জঙ্গিপুর বিধানসভা আসনে নির্বাচন আজ। এদিন বিকেল পাঁচটা অবধি সামশেরগঞ্জে ৭৮.৬০ শতাংশ ভোট পড়েছে। এদিকে জঙ্গিপুরে ভোটগ্রহণ হয়েছে ৭৬.১২ শতাংশ।
তিন তারিখ ফলাফল ঘোষণা। প্রত্যাশা মতই কি জিতবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি ফের ইন্দ্রপতন। সেই দিকেই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকবে গোটা দেশ।হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

গ্রামে টিকাকরণে লিগ্যাল সার্ভিসেস-র সাহায্য নিক রাজ্য, নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে আয়োজিত টিকা শিবিরে এবার রাজ্য লিগাল সার্ভিসেস অথরিটির স্বেচ্ছাসেবকদের কাজে লাগানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। কোভিড নিয়ন্ত্রণ ও টিকাকরণের পরিকাঠামো গড়ে তোলার আবেদন সংক্রান্ত মামলায় বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দেন হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দল। টিকাকরণের কাজে রাজ্যকে যাতে সব রকম সহযোগিতা করা হয়, রাজ্য লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির সদস্য-সচিবকে সেই নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ওই বেঞ্চ। প্রত্যন্ত গ্রামে টিকাকরণ শিবিরের আয়োজন হলে প্রতিবন্ধীদেরও প্রতিষেধক পেতে সুবিধে হবে, বক্তব্য হাইকোর্টের।
এছাড়াও কোভিডে মৃতদের ক্ষতিপূরণের যে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট, সে ব্যাপারেও রাজ্যের অবস্থান জানতে চেয়েছে হাই কোর্ট। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, "নির্দেশ মেনেই জেলা থেকে নামের তালিকা পাঠানো হচ্ছে স্বাস্থ্য দফতরে।"
টিকাকরণ সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে সব পক্ষের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর নির্দেশ দেয় আদালত। হাই কোর্টের নির্দেশ, এখন সব পক্ষের অভিযোগ জমা করতে হবে অ্যাডভোকেট জেনারেলের কাছে এবং আদালতে। এ বিষয়ে আবেদনকারীর আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্যের সাহায্য নিতে পারেন অ্যাডভোকেট জেনারেল। তার পর সেই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিবের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি।

ভুয়ো ভোটারের অভিযোগ প্রিয়ঙ্কার, ৯টা পর্যন্ত ভবানীপুরে ভোট পড়েছে ৭.৫৭ শতাংশ

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভবানীপুরের ১০৩, ১০৪ এবং ১০৫ নম্বর বুথে ভুয়ো ভোটারের অভিযোগ করলেন বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল। ১০৬ এবং ১০৭ নম্বর বুথের ৫০ মিটারের মধ্যে কলকাতা পুলিশ রয়েছে, অভিযোগ করল বিজেপি। বৃহস্পতিবার সকালে ভোট শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরই মদন মিত্রের বিরুদ্ধে বুথ জ্যামের অভিযোগ তুলেছিলেন ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা।
বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ভোট দেওয়ার লাইনে দেখা গিয়েছে ভবানীপুরবাসীকে। আবহাওয়াও অনুকূল, বৃষ্টি থেমেছে। সকাল ৯টা পর্যন্ত ভবানীপুরে ভোট পড়েছে ৭.৫৭ শতাংশ। তবে রাজ্যের বাকি দুই কেন্দ্রের তুলনায় সকাল ৯টা পর্যন্ত ভবানীপুরে ভোটের হার কম।

ভবানীপুরে দোকান খোলা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসায় প্রিয়াঙ্কা, ভিন্ন সুর শ্রীজীবের

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভবানীপুর কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তা সর্বত্র। জারি রয়েছে ১৪৪ ধারা, ১৪৪ ধারা জারি থাকা সত্ত্বেও বুথের ২০০ মিটারের মধ্যে কেন দোকান খোলা, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল। পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বিজেপি প্রার্থী। পুলিশের কাছে প্রিয়াঙ্কার প্রশ্ন, "১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। তাও বুথের ২০০ মিটারের মধ্যে কী ভাবে দোকান খোলা থাকে?" বিষয়টি নিয়ে রিপোর্ট তলব করেছে কমিশন।
এদিকে, ভবানীপুরে দোকান খোলা থাকা নিয়ে ভিন্ন সুর বাম প্রার্থী শ্রীজীব বিশ্বাসের গলায়। ৭২ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে তিনি বলেছেন, "১৪৪ ধারা জারি থাকা এলাকায় দোকানপাট খোলা থাকলে অসুবিধা নেই। কারণ এটা মানুষের রুজি রুটির ব্যাপার। শুধু দেখতে হবে ভোটে কোনও প্রভাব পড়ছে কি না।"

শ্রমিক নেতা বিপ্লব কর এর তত্বাবধানে আগরতলায় শ্রমিকদের মধ্যে ১ টাকায় আহার করার ১০০ দিন পূর্ণ হল বৃহস্পতিবার। ছবি ঃ নিজস্ব।

ক্ষমতা কুক্ষিগত করার নোংরা লড়াই চলছে পঞ্জাবে : কেজরিওয়াল

লুধিয়ানা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পঞ্জাবে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য কংগ্রেসকে খোঁচা দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ)-র জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়াল বলেছেন, ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য নোংরা লড়াই চলছে পঞ্জাবে। সংঘাত এতটাই বেশি যে সরকার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। একইসঙ্গে পঞ্জাবের জনগণকে আশ্বস্ত করে কেজরিওয়াল বলেছেন, পঞ্জাবে যদি আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসে তাহলে ৩০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দেওয়া হবে। ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে।
পঞ্জাব সফরের দ্বিতীয় দিন, বৃহস্পতিবার লুধিয়ানায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কেজরিওয়াল। পঞ্জাবে বিধানসভা নির্বাচনে আম আদমি পার্টি (আপ)-র মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে হবেন, তা নিয়ে জল্পনা এদিনও জিইয়ে রাখলেন কেজরিওয়াল। কেজরিওয়াল এদিন জানিয়েছেন, 'আমি বারবার বলেছি, যখন সময় হবে আমরা আপনাদের ভালো মুখ্যমন্ত্রীর মুখ দেব, সে যে কেউ হতে পারেন। এখনই সে বিষয়ে আমরা ভাবছি না।' পঞ্জাবের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন নভজ্যোৎ সিং সিধু। তাহলে কী এবার কেজরিওয়ালের দলে যোগ দেবেন সিধু। এদিন আপ সুপ্রিমোকে এই প্রশ্ন করা হলে, হাসিমুখে তিনি বলেন, 'এটি অনুমানমূলক প্রশ্ন। যদি এমন কিছু হয় আমরা আপনাদের সর্বাগ্রে জানাবো।'
পঞ্জাবের কংগ্রেস সরকারকে আক্রমণ করে কেজরিওয়াল বলেছেন, 'অনেক আশা নিয়ে কংগ্রেস সরকার গঠন করেছিল পঞ্জাব। ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য নোংরা লড়াই চলছে পঞ্জাবে। সমস্ত নেতাই মুখ্যমন্ত্রী হতে চাইছেন। সংঘাত এতটাই বেশি যে সরকার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।' পঞ্জাবের জনগণকে আশ্বস্ত করে কেজরিওয়াল বলেছেন, 'পঞ্জাবে যদি আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসে তাহলে ৩০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দেওয়া হবে, দিল্লিতে এমনটা করেছি আমরা। আমরা ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করব, যা দিল্লিতে আমরা করেছি।'

পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করুক বিশ্ব দাবি মার্কিন বিশেষজ্ঞ আর্থার হেরম্যানের

ওয়াশিংটন, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করুক বিশ্ব। পাকিস্তানকে কোণঠাসা করতে এমনই দাবি তুললেন মার্কিন বিশেষজ্ঞ। আর্থার হেরম্যান নামের ওই বিশেষজ্ঞ 'দ্য হিল' পত্রিকায় এই দাবি জানিয়েছেন।
২০০২ সাল থেকে পাকিস্তানকে আর্থিক সহায়তা করে চলেছে আমেরিকা। যার একটা সিংহভাগ অর্থই দেওয়া হয়েছে সন্ত্রাসের মোকাবিলা করার জন্য। কিন্তু সেই অর্থে কার্যত উলটো কাজই করছে ইসলামাবাদ, এমনই অভিযোগ হেরম্যানের। সব মিলিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। তাঁর কথায়, "আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পরে এবার সময় এসেছে পাকিস্তানের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্মূল্যায়ণ করার। অতীত ও বর্তমানের সমস্ত মার্কিন নীতি নির্ধারকদের এবার ব্যাখ্যা করতে হবে, কেন এমন একটা দেশকে আমরা সাহায্য করে চলেছি যারা আমাদের শত্রুদের সঙ্গে দিব্যি হাত মিলিয়েছে! বিশ্বের নিকৃষ্টতম দেশকে আমরা প্রভূত পরিমাণে পারমাণবিক প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করে চলেছি। ওরা বারবার আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ককে প্রতারণা করেছে।"
তিনি জানিয়েছেন, ২০০২ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত পাকিস্তানকে ৩৩ বিলিয়ন ডলার সাহায্য করেছে আমেরিকা। এর মধ্যে ১৪ বিলিয়ন ডলার দেওয়া হয়েছিল সন্ত্রাস দমনের জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে সন্ত্রাসকে মদত দেওয়ার। কার্যত 'সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর' হয়ে গিয়েছে পাকিস্তান। আর সেই কারণেই ২০১৮ সালের জুন মাসে ধূসর তালিকাভুক্ত করা হয় ইমরান খানের দেশকে। সেই সঙ্গে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয় ২০১৯ সালের মধ্যে সন্ত্রাসে আর্থিক মদত দেওয়া ও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ থেকে মুক্ত হতে অ্যাকশন প্ল্যানগুলি মেনে চলতে।
কিন্তু আজও তারা সেই অভিযোগ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। বরং যত সময় গিয়েছে, ততই পাকিস্তানের ভাবমূর্তি আরও খারাপ হয়েছে। সম্প্রতি আফগানিস্তানে তালিবান জঙ্গিদের সরকার গঠনেও পাকিস্তানের বিশেষ ভূমিকা থাকার কথা শোনা গিয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

শুক্রবার থেকে গুয়াহাটিতে অচল 'ওলা'-'উবের', রাজপথে ছুটবে দেশি 'পেইন্ডিয়া'

গুয়াহাটি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আগামীকাল শুক্রবার থেকে গুয়াহাটিতে চলবে না 'ওলা'-'উবের'। এর বদলে রাজপথে ছুটবে 'পেইন্ডিয়া' প্রতিষ্ঠানের ক্যাব। আজ গুয়াহাটিতে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এই খবর দিয়েছেন সারা গুয়াহাটি ক্যাব ড্রাইভার ইউনিয়ন এবং সারা অসম ক্যাব মজদুর সংঘের কর্মকর্তারা।
সারা গুয়াহাটি ক্যাব ড্রাইভার ইউনিয়ন এবং সারা অসম ক্যাব মজদুর সংঘের কর্মকর্তারা জানান, দীর্ঘদিন ধরে 'ওলা' এবং 'উবের' নামের স্বয়ংক্রিয় প্রতিষ্ঠানের শোষণ থেকে পরিত্রাণ পেতে তাঁরা বহু আন্দোলন করেছেন। এই দুই স্বয়ংক্রিয় প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে ক্যাব চালক এবং যাত্রীদের শোষণ ও লুণ্ঠন করছে।
ইতোপূর্বে এই দুই প্রতিষ্ঠান-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বহুবার আলোচনা করেছেন, অসংখ্যা স্মারকপত্রও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও আবেদনে কর্ণপাত করেননি 'ওলা' ও 'উবের' কর্তৃপক্ষ। উল্টো বছরের পর বছর তাঁদের আবেদন-নিবেদনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে শোষণের ধারা অব্যাহত রেখেছেন তাঁরা।
এর ফলস্বরূপ সারা গুয়াহাটি ক্যাব ড্রাইভার ইউনিয়ন এবং সারা অসম ক্যাব মজদুর সংঘ যৌথভাবে অনলাইন স্বয়ংক্রিয় প্রতিষ্ঠান 'ওলা' ও 'উবের'কে বর্জন করে বিকল্প হিসেবে দেশি প্রতিষ্ঠান 'পেইন্ডিয়া'কে স্বাগত জানাতে চাইছেন।
কেন তাঁরা 'ওলা' ও 'উবের'কে বর্জন করছেন, তার ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন সাবাদিক সম্মেলনে। প্রথমত তাঁদের অভিযোগ, ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ হারে অধিক মাত্রায় কমিশন আদায় করা। দ্বিতীয়ত, কেবল যাত্রীদের অভিযোগের ভিত্তিতে চালকদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া। তৃতীয়ত, 'ওলা' ও 'উবের' নামের প্রতিষ্ঠান দুটির চালকদের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে গুয়াহাটিতে কোনও কার্যালয় নেই, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বিষয়।
চতুর্থত, সারা গুয়াহাটি ক্যাব ড্রাইভার ইউনিয়ন এবং সারা অসম ক্যাব মজদুর সংঘ-এর পক্ষ থেকে চালকদের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রত্যেক চালকের অ্যাকাউন্টে ২,০০,০০০ টাকা করে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছিল, কিন্তু দুটি প্রতিষ্ঠানই তাঁদের দাবি নাকচ করে দিয়েছে। তাঁদের পঞ্চম অভিযোগ, ক্যাব চালকদের বিপদকালে, বিশেষ করে করোনা ভাইরাসের মতো অতিমারির সময়ও কোনও ধরনের সহায়-সহযোগ 'ওলা' ও 'উবের' কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাননি তাঁরা। ষষ্ঠত, সময় সময় যাত্রীদের কাছ থেকে অধিক হারে ভাড়া আদায় করা। বিশেষ করে অফিস-কাছারিতে যাতায়াতকারী এবং উৎসব-পার্বণের সময় যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত হারে ভাড়া আদায় করে শোষণ করার ঘটনা দুটি প্রতিষ্ঠানের সহজাত প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়েছে। সপ্তমত, অবৈধভাবে ব্যক্তিগত দু-চাকার বাহনে ব্যবসা শুরু করে সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার পাশাপাশি যে সকল গাড়ি রাজস্ব আদায় দেয়, তাদের মালিকদের ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এই দুই প্রতিষ্ঠান।
এরই পরিপ্রেক্ষিতে, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য, শোষণ ও লোকসানের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে আগামীকাল ১ অক্টোবর থেকে সারা গুয়াহাটি ক্যাব ড্রাইভার ইউনিয়ন এবং সারা অসম ক্যাব মজদুর সংঘ যৌথভাবে অনলাইন স্বয়ংক্রিয় প্রতিষ্ঠান 'ওলা' ও 'উবের'কে বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই আগামীকাল শুক্রবার থেকে এই দুই অনলাইন যান-প্রতিষ্ঠানের বিকল্প হিসেবে দেশি অনলাইন প্রতিষ্ঠান 'পেইন্ডিয়া' ক্যাব ব্যবহার করতে নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দুই সংগঠনের কর্মকর্তারা।
হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ

প্রিয়াঙ্কার সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ ফিরহাদের, বললেন ওরা সফল হবে না

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালকে খোঁচা দিলেন তৃণমূলের ফিরহাদ হাকিম। প্রিয়াঙ্কার একাধিক অভিযোগকে নস্যাৎ করে দিয়ে ফিরহাদ বলেছেন, 'নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা। উনি (প্রিয়াঙ্কা) নিজের হারের অজুহাত খুঁজছেন।' ভবানীপুর কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পরই বুথ দখল, ইভিএম কারচুপির অভিযোগ করেন বিজেপির প্রিয়াঙ্কা।
তাঁর সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ করে কলকাতা পুরসভার প্রশাসক তথা পরিবহন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'তাঁদের উত্তপ্ত করার চেষ্টা। আমার মনে হয় না ওরা সফল হবে।' ফিরহাদের সংযোজন, 'ওরা জানে ভাল করেই জেতার কোনও সম্ভাবনা নেই। ভবানীপুর একটা ভদ্র জায়গা। আমার মনে হয় না ওরা সফল হবে। সকাল থেকে কমিশনকে পাগল করে দিচ্ছে। নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা। উনি নিজের হারের অজুহাত খুঁজছেন।'

বৃষ্টি থামতেই সূর্যের দেখা, রোদ ঝলমলে আকাশ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আপাতত দুর্যোগের দিন শেষ, বৃষ্টি বিদায় নিয়েছে কলকাতা থেকে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রোদ ঝলমলে আকাশ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ চলে গিয়েছে ঝাড়খণ্ডে। তাই বৃহস্পতিবার থেকেই কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় বঙ্গের বেশির ভাগ জেলায় আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে। তবে নিম্নচাপটি ঝাড়খণ্ডের উপরে থাকায় পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমানের কিছু এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে। ঘূর্ণিঝড় গুলাব-এর প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে সেভাবে না-পড়লেও, নিম্নচাপের সৌজন্যে মঙ্গলবার রাত থেকে ভারী বৃষ্টি হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে তুলনামূলক বেশি বৃষ্টি হয়েছে। অবশেষে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সূর্যের দেখা মিলেছে। রোদ ঝলমলে আকাশ জানান দিচ্ছে, বৃষ্টির দিন আপাতত শেষ। তবে, বৃষ্টি থেমে গেলেও, কলকাতার যে সমস্ত এলাকায় এখনও জল জমে রয়েছে, সেখানকার মানুষজনের মাথায় হাত।

ফিরহাদ-সুব্রতর বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশ বিজেপি-র, নজরবন্দি করার দাবি

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দুই প্রবীন মন্ত্রী তথা ভবানীপুরের 'ভোট ম্যানেজার' ফিরহাদ হাকিম ও সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশ জানাল বিজেপি। এলাকায় ঘুরে ঘুরে ভোটারদের প্রভাবিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলে তারা। এই পরিস্থিতিতে ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের নজরবন্দি করে রাখার দাবি জানানো হয় বিজেপির তরফে। ভবানীপুরের বাইরে নজরবন্দি করে রাখার দাবি গেরুয়া শিবিরের। এদিন সকালে ভবানীপুরে ভোট শুরু হতেই বুথ জ্যামের অভিযোগ তোলে বিজেপি। ১২৬ নম্বরে বুথে ইভিএম কারচুপির অভিযোগ জানান বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল। ভবানীপুর ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ রোডে কারচুপির অভিযোগ তোলেন বিজেপি প্রার্থী। যদিও লড়াইয়ে না পেরে মিথ্যা অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেন ফিরহাদ হাকিম। অন্যদিকে বিজেপির অভিযোগের উত্তরে নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দেয়, 'মক পোলের জন্য দেরি হয়েছে, কোনও ইভিএম বিভ্রাট হয়নি'।

বসিরহাটের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে লক্ষাধিক টাকার তরল মাদক ও অস্ত্র সহ ধৃত ২

বসিরহাট, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট থানার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের আখারপুর এলাকা থেকে ক্ষাধিক টাকার তরল মাদক ও অস্ত্র সহ ধৃত ২। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার ভোরে।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোর রাতে কুখ্যাত দুষ্কৃতী আবুল হোসেন মন্ডল এক সঙ্গীকে নিয়ে এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে থাকে। এলাকায় অপরাধমূলক কাজের জন্যই তারা জড়ো হচ্ছিল বলে পুলিশ মনে করে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বসিরহাট থানার পুলিশ আধিকারিক সুরিন্দর সিংয়ের নেতৃত্বে বাহিনী এলাকায় পৌঁছয়। প্রথমে আবুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ফের কথায় অসঙ্গতি থাকায় গ্রেফতার করা হয় তাকে। পলাতক অপর এক দুষ্কৃতী।ধৃত দুষ্কৃতীর বাড়ি গাছা এলাকায়। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে দুটো আগ্নেয়াস্ত্র ও পাঁচ রাউন্ড গুলি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ফিরহাদ-সুব্রতর বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশ বিজেপি-র, নজরবন্দি করার দাবি

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দুই প্রবীন মন্ত্রী তথা ভবানীপুরের 'ভোট ম্যানেজার' ফিরহাদ হাকিম ও সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশ জানাল বিজেপি।
এলাকায় ঘুরে ঘুরে ভোটারদের প্রভাবিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলে তারা। এই পরিস্থিতিতে ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের নজরবন্দি করে রাখার দাবি জানানো হয় বিজেপির তরফে। ভবানীপুরের বাইরে নজরবন্দি করে রাখার দাবি গেরুয়া শিবিরের। বৃহস্পতিবার সকালে ভবানীপুরে ভোট শুরু হতেই বুথ জ্যামের অভিযোগ তোলে বিজেপি। ১২৬ নম্বরে বুথে ইভিএম কারচুপির অভিযোগ জানান বিজেপি প্রার্থী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল। ভবানীপুর ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ রোডে কারচুপির অভিযোগ তোলেন বিজেপি প্রার্থী। যদিও লড়াইয়ে না পেরে মিথ্যা অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেন ফিরহাদ হাকিম। অন্যদিকে বিজেপির অভিযোগের উত্তরে নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দেয়, 'মক পোলের জন্য দেরি হয়েছে, কোনও ইভিএম বিভ্রাট হয়নি'।

মদনের বিরুদ্ধে বুথ দখলের অভিযোগ, প্রিয়াঙ্কা বললেন ইভিএম কারচুপি হচ্ছে

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রের বিরুদ্ধে বুথ দখলের অভিযোগ আনলেন ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল। অভিযোগ করলেন, ইভিএম কারচুপিরও। বৃহস্পতিবার সকালে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পর থেকেই একের পর বুথে ঘুরে বেড়ান প্রিয়াঙ্কা। সকালেই তিনি অভিযোগ করেন, ভবানীপুরের অন্তর্গত ৭২ নম্বর ওয়ার্ডে বুথ জ্যাম করছেন তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। যদিও তৃণমূল এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে।
১২৬ নম্বর বুথে ইভিএম কারচুপির অভিযোগ করেন প্রিয়াঙ্কা। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, """১২৬ নম্বর বুথে ইভিএম কারচুপি হচ্ছে। ভবানীপুরের ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ রোডে কারচুপির চলছে।' যদিও প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালের অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূলের ফিরহাদ হাকিম বলেন, """লড়াইয়ে না পেরে মিথ্যা অভিযোগ করছে বিজেপি।'

ইকুয়েডরে রক্তগঙ্গা, জেলের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষে মৃত ১১৬

কুইটো, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : জেলের ভিতরে ভয়াবহ গ্যাংওয়ারের জেরে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ইকুয়েডরের এক জেলে বন্দিদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল জেল প্রাঙ্গণ। ওই সংঘর্ষে অন্তত ১১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৮০ জন। ইকুয়েডরের ইতিহাসে এই ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু জেলের ভিতরে এতজন বন্দির মৃত্যুর ঘটনা গোটা বিশ্বেই প্রায় নজিরবিহীন। মৃতদের মধ্যে অন্তত ৫ জনের দেহ ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট গুয়েরমো ল্যাসো জেলে জরুরি অবস্থার ঘোষণা করেছেন।
জেল কর্তৃপক্ষের ধারণা এর পিছনে রয়েছে আন্তর্জাতিক ড্রাগ চক্রের হাত। লকআপের ভিতরে নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করা নিয়ে দু"টি ড্রাগ চোরাচালানকারী গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে মারপিটের সূত্রপাত। তা পরে ছড়িয়ে পড়ে। জেলের ভিতরে অবলীলায় গুলি চালাচ্ছে। অনেককেই জানলা দিয়ে বোমা ছুঁড়তেও দেখা যাচ্ছে। এমনকী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ জেলের ভিতরে প্রবেশ করলে তাদেরও আক্রমণ করা হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত পুলিশ জেলের ভিতরে ঢুকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অন্যথায় আরও কয়েদির মৃত্যু হত বলে মনে করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য এবছরেরই কারাবন্দিদের মধ্যে দাঙ্গার আরেকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছিল। তিনটি কারাগারে দাঙ্গার ঘটনায় অন্তত ৭৯ জনের মৃত্যু হয়। আহত হন বহু মানুষ।

৪ বছরে অন্তত ১ মিটার উচ্চতা কমছে আল্পস পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গের

প্যারিস, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উচ্চতা কমছে আল্পস পর্বতমালার। গত ৪ বছরে পশ্চিম ইউরোপের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মঁ ব্লাঁ-এর উচ্চতা কমেছে অন্তত ১ মিটার বা ৩ ফুটের একটু বেশি। এ খবর দিয়েছেন ফ্রান্সের ভূতাত্ত্বিকরা। ভূতাত্ত্বিকরা জানিয়েছেন, উষ্ণায়নের জন্যই খুব সম্ভবত বেঁটে হয়ে গিয়েছে আল্পস।
একটি বিবৃতিতে ফ্রান্সের ভূতাত্ত্বিকরা জানিয়েছেন, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি আল্পস পর্বতমালার ফরাসি অংশে একটি অভিযান চালানো হয়েছিল, মঁ ব্লাঁ শৃঙ্গের উচ্চতা মাপতে। তাতে দেখা গিয়েছে মঁ ব্লাঁ শৃঙ্গের উচ্চতা এখন ৪ হাজার ৮০৭.৮১ মিটার। বা, ১৫ হাজার ৭৭৩.৬৫ ফুট। ৪ বছর আগে ২০১৭-য় শেষ বার যখন মাপা হয়েছিল, তখন মঁ ব্লাঁ শৃঙ্গের উচ্চতা ছিল ৪ হাজার ৮০৮.৭২ মিটার। ১৫ হাজার ৭৭৬.৬৪ ফুট। যার অর্থ, গত ৪ বছরে ওই শৃঙ্গের উচ্চতা কমেছে অন্তত ১ মিটার বা ৩ ফুটের একটু বেশি।
ভূতাত্ত্বিকরা জানিয়েছেন, উষ্ণায়নের জন্য দ্রুত হারে হিমবাহ গলে যাওয়ার জন্যই খুব সম্ভবত বেঁটে হয়ে গিয়েছে আল্পস পর্বতমালার মঁ ব্লাঁ শৃঙ্গ। গত এক দশক ধরেই এটা হয়ে চলেছে ধীরে ধীরে। ২০০৭ সালে মঁ ব্লাঁ শৃঙ্গের উচ্চতা ছিল ৪ হাজার ৮১০.৯০ মিটার। বা ১৫ হাজার ৭৮৩.৭৯ ফুট।

পার্কিং ফি নিয়ে ধুন্ধুমার কান্ড অভিযুক্ত ব্যক্তি জেল হেফাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরে পার্কিং জোনে মহিলাকে পার্কিং ফি দেওয়ার পরিবর্তে শ্লীলতাহানি ও মারধরের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় অভিযুক্ত অপু দাসকে আদালত আগামী ৪ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেফাজাতে পাঠিয়েছে। পুলিশ তাঁকে বৃহস্পতিবার আদালতে সোপর্দ করেছিল।

জানা গিয়েছে আগরতলা শহরের অরিয়েন্ট চৌমুহনী এলাকায় সরকার নির্ধারিত পার্কিং জোনে গাড়ি পার্ক করেছিলেন অপু দাস। পার্কিং স্পটে দায়িত্বপ্রাপ্ত মহিলা কর্মী পার্কিং ফি চাইতেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেন অপু দাস। তিনি ওই মহিলা কর্মীকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালিজ করেন। একসময় ওই মহিলাকে কষিয়ে চড়ও মারেন। সাথে মহিলার জামাকাপড় টেনেটুনে খুলে ফেলার চেষ্টাও করেন। পরে ওই মহিলাকে আশোপাশের লোকজন উদ্ধার করে। আক্রান্ত মহিলা পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানায় মামলা করেছিলেন। সেই প্রেক্ষিতে পুলিশ অপু দাসকে গ্রেপ্তার করেছিল।

দূর্যোগ মোকাবিলার মহড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। বৃহস্পতিবার সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে উমাকান্ত স্কুল প্রাঙ্গনে বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য মহড়া প্রদর্শন করা হয়। এদিন উমাকান্ত স্কুল প্রাঙ্গনে এনডিআরএফ, টিএসআর এবং ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের নিয়ে মহড়া প্রদর্শন করা হয়।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরা রাজ্য ভূমিকম্পের বিপদজনক জোনে অবস্থান করছে। কোন সময় বড় ধরনের ভূমিকম্প সংঘটিত হতে পারে। সে জন্য আগাম সর্তকতা মূলক ব্যবস্থা খুবই জরুরী। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে দুর্যোগ মোকাবেলা বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দমকল বাহিনীর নিরাপত্তা বাহিনীর ছাড়াও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য সদস্য ও সাধারণ মানুষকে এই প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বৃহস্পতিবার রাজধানীর উমাকান্ত ময়দানে মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় এনডিআরএফ, টিএসআর এবং ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা অংশ নেয়। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহা বলেন, ত্রিপুরা রাজ্য ভূমিকম্পের বিপদজনক অবস্থানে অবস্থান করছে। সে কারণেই আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কোথাও কোন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে কিংবা ভূমিকম্প হলে যাতে উদ্ধারকার্য চালানো সম্ভব হয় সেজন্যই তাদেরকে এ ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

মৎসচাষীদের কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩০ সেপ্টেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রকল্প নিয়ে আজ ঋষ্যমুখ কৃষি তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয়েদক্ষিণ জেলা ভিত্তিক এক দিবসীয় সচেতনতা শিবির এবং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ঋষ্যমুখ, রাজনগর এবং ভারতচন্দ্র নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগন ও মৎস্য দপ্তরের দক্ষিণ জেলা উপ অধিকর্তা সুকেশ চন্দ্র মজুমদার সহ দপ্তরের মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক এবং আধিকারিক গন। মোট ৫০ জন মৎস্য চাষী ভাই বোনদের নিয়ে এই এক দিবসীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যকে মৎস্য চাষে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সকল মৎস্যচাষীদের প্রতি আবেদন রাখেন অতিথিবৃন্দ। আজকের এই কর্মশালা নিয়ে বিস্তারিত ভাবে জানান দপ্তরের দক্ষিণ জেলা উপ অধিকর্তা সুকেশ চন্দ্র মজুমদার। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনা প্রকল্পে দুজন মৎস্যচাষী কে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে মাছ বিক্রি করার সুবিধার্থে দুটি মোটর বাইক সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তুলে দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শিশু অধিকার সুরক্ষা নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। প্রটেকশন অফ চাইল্ড রাইটসের উদ্যোগে আগরতলা রবীন্দ্রভবনে একদিনের কর্মশালার অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার। রাজ্যে শিশু নির্যাতন, বাল্যবিবাহ এবং শিশুর উপর নির্যাতনের ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। পুলিশ, চাইল্ড কমিশন, চাইল্ড লাইন, সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই প্রবণতা বন্ধ করার জন্য নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং ফলপ্রসু করার লক্ষে বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগরতলা শহরের রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস এবং ত্রিপুরা স্টেট কমিশন ফর প্রটেকশন অফ চাইল্ড রাইটসের উদ্যোগে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির এর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপারসন নিলিমা ঘোষ সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন শিশুদের যাতে কোনোভাবেই শিশুশ্রমের যুক্ত হতে না দেওয়া হয়। কোনো শিশু যাতে নির্যাতনের শিকার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য প্রত্যেকের প্রতি আহ্বান জানান। গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন সমাজে একাংশের শিশু নেশার কবলে হাবুডুবু খেতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতি থেকে তাদেরকে উত্তোলন করতে হবে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থায় পরিচালিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তিনি শিশু সুরক্ষায় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী যেভাবে কাজ করে চলেছে তার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।সর্বোপরি বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য বাল্যবিবাহ প্রতিহত করার জন্য সমাজের প্রতিটি মানুষকে সচেতন থাকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বাইখোড়া বাজারে সব্জি শেডের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩০ সেপ্টেম্বর।। বাইখোড়া বাজারে বিধায়কের হাতধরে শুভ উদ্ভোধন হলো নবনির্মিত সব্জী মার্কেটের। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়া বাজারে রাজ্যসরকারের আর্থিক সহযোগীতায় কৃষিদপ্তরের উদ্দ্যোগে বাজারের সব্জী ব্যাবসায়ীদের উন্নয়ন স্বার্থে নতুনকরে নির্মান করাহলো সব্জী মার্কেট। ৩৫ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকাব্যায়করে এই সব্জী মার্কেট নির্মান করাহয়। বৃহস্পতিবার বেলা ৩ টা ৩০ মিনিট নাগাদ এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে এই নবনির্মিত মার্কেট সকলের জন্য উন্মুক্ত করেদিলো সাব্রুম বিধানসভার বিধায়ক শঙ্কর রায়। এই নবনির্মিত সব্জী মার্কেট পন্ডীত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের নামে নামাকরন করাহয়েছে। আজকের এই উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে উদ্ভোধকের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী ব্লকের এগ্রিস্টেন্ডিং কমিটর চেয়ারম্যান বিকাশ বৈদ্য, বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, ভাইসচেয়ারম্যান তাপস দত্ত, পূর্বচরকবাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গনরাজ পাল, বিশিষ্ট সমাজসেবী অজয় রিয়াং, বিশিষ্ট সমাজসেবী মনিন্দ্র বিশ্বাস সহ অন্যান্য অতিথীবৃন্দরা। আজকের এই উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্যরাখতে গিয়ে বিধায়ক রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর কথা সকলের সামনে তুলেধরেন। তারপাশাপাশি বিগত বাম আমলের বিভিন্ন কাজের তিব্র সমালোচনাকরলেন বিধায়ক। আজকের এই উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে আনন্দের বাতাবরন ছিলো লক্ষ্যনীয়।

প্রচুর গাঁজা গাছ ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩০ সেপ্টেম্বর।। ফের গাঁজা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল যাত্রাপুর থানা পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সরকারি জমিতে গজিয়ে ওঠা প্রায় ৮০০০ গাঁজা গাছ ধ্বংস করল যাত্রাপুর থানা পুলিশ। ঘটনা সোনামুড়া মহাকুমাপ মেলাঘর এবং যাত্রাপুর থানার সীমান্তবর্তী জগত রামপুর এডিসি ভিলেজ এলাকার ও গামাই ছড়া এলাকায়। বিস্তীর্ণ সরকারি জমিতে গজিয়ে ওঠে ছিল ওই গাজা গাছ গুলি। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যাত্রাপুর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে ধ্বংস করে ওই গাঁজা গাছ গুলো। এদিনের অভিযান প্রসঙ্গে যাত্রাপুর থানার পুলিশ আধিকারিক যতীন দাস জানান।

গ্রেপ্তার পাঁচ

● আটের পাতার পর

পরিবাহী তার খুলে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করে। সেখান থেকে যাওয়ার সময় লুট করে নিয়ে যায় প্রায় ৫০ হাজার টাকা।

উন্মাদদের আক্রমণে ওয়েব্রিজের কর্মীরা এদিক-ওদিক ছুটে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। অন্যদিকে এক চালক জানান, তারা ২০ নম্বর এলাকায় আসার পর এনফোর্সমেন্টের কর্মীরা তাদেক গাড়ির কাগজপত্র পরীক্ষার নামে তিনশো টাকা করে দাবি করেন। এই টাকা নেওয়ার দৃশ্য এক চালক মোবাইল ফোনে বন্দি করায় এনফোর্সমেন্টের এক কর্মী চালকের শার্ট ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করেন। এতে লরি চালকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। প্রশ্ন উঠেছে, এনফোর্সমেন্টের কর্মীরা যদি লরি চালকদের হয়রানি করেই থাকেন, তা-হলে তারা সড়ক অবরোধ ছাড়াও থানায় অভিযোগ দায়ের করতে পারতেন। তা না করে একটি সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত ওয়েব্রিজে হামলা চালানোর ঘটনা আইন-বিরোধী।

এদিকে ঘটনার পর বাজারিছড়া থানার ওসি মনোরঞ্জন সিংহ এবং চুড়াইবাড়ি (অসম) পুলিশ ওয়াচ পোস্টের ইনচার্জ মিণ্টু শীল তদন্তে নেমে হামলার সঙ্গে জড়িত প্রথমে তিন লরি চালককে আটক করে নিজেদের জিম্মায় নিয়ে যান। পরবর্তীতে আরও দুজনকে আটক করেছে বাজারিছড়া পুলিশ। অন্যদিকে ঘটনার বিবরণ সংবলিত এক এজাহার বাজারিছড়া থায়ায় জমা করেছেন ওয়েব্রিজের মালিক পক্ষ।

কমিটি

● আটের পাতার পর

বৃদ্ধি পাচ্ছে।কিন্তু সে হারে পুজো কমিটির বাজেটের টাকা সংগ্রহ হচ্ছে না।সাথে রয়েছে ভিলেন করোনা। অপরদিকে পদ্মপুর ক্লাব এবছর কুটির শিল্পের উপর প্যান্ডেল তৈরি করছে।এবছর তাদের পূজো ৪৩ বছরে পা দিয়েছে।সাথে মধ্যশহর সার্বজনীন দুর্গা পূজো কমিটিও নতুনত্ব ও সেরা দেওয়ার প্রয়াস চালিয়ে কারুকার্য মন্ডিত প্যান্ডেল তৈরি করছে।তবে ক্লাব ও সার্বজনীন পূজা কমিটির কর্তৃপক্ষরা আশাবাদী, স্বল্প বাজেটে উনারা রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান দখল করতে পারবেন। এমনকি দর্শনার্থীদের মন কাড়তে পারবেন।ধর্মনগর শহরের ক্লাব ও সার্বজনীন পূজা কমিটি কর্তৃপক্ষ জানান,দুর্গাপুজোর পাশাপাশি উনারা নানা সামাজিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন।দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ,হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল, মিষ্টি বিতরণ সহ রক্তদান ইত্যাদি সামাজিক কর্মসূচি করে থাকবেন পূজোর ৩ দিন।এছাড়া প্রতিটি প্যান্ডেল নির্মাণে অধিকাংশ শিল্পীরা নবদ্বীপ বৃন্দাবনের।তবে অনেক প্যান্ডেলে রাজ্যে দক্ষ প্যান্ডেল শিল্পীরাও উঁচু উঁচু প্যান্ডেল নির্মাণ করছেন।দিনরাত একাকার করে প্যান্ডেলের কাজ করে যাচ্ছেন রাজ্যের ও বহিঃ রাজ্যের শিল্পীরা।দুর্গাপূজা কমিটি থেকে শুরু করে প্যান্ডেলের শিল্পীরা আশাবাদী উনারা পঞ্চমীর আগেই প্যান্ডেলের কাজ শেষ করতে পারবেন।এক কথায় দর্শনার্থীদের মন কাড়তে প্রতিটি ক্লাব ও পুজো কমিটির যেন এক অঘোষিত প্রতিযোগিতা।

উল্লেখযোগ্য যে,রাজ্যে আগরতলা শহরের পর বাণিজ্য শহর ধর্মনগরের দুর্গাপুজো রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান দখল কর থাকে।রাজ্যের ও বহিঃ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শনার্থীরা ধর্মনগর শহরের উঁচু উঁচু প্যান্ডেল ও দুর্গা প্রতিমা দর্শন করতে ছুটে আসেন।পঞ্চমী থেকেই দেবী মায়ের দর্শনে প্রতিটি ক্লাব ও সার্বজনীন পূজা প্যান্ডেলে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় লেগে যায়। চলে দশমী পর্যন্ত। কিন্তু এবছর করোনা আবহের ফলে আর্থিক মান্দা থাকায় উনাদের প্রয়াসে কিছুটা ভাটা পড়েছে। তবুও ক্লাব ও সার্বজনীন দুর্গা পূজো কমিটি সম্পূর্ণ করোনা বিধি মেনে নতুনত্ব দিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

অল ত্রিপুরা ১০৩২৩ ভিক্টিমাইজড শিক্ষক সংগঠনের সভা অনুষ্ঠিত খোয়াইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩০ সেপ্টেম্বর।। অল ত্রিপুরা ১০৩২৩ ভিক্টিমাইজড শিক্ষক সংগঠন-এর ২ দিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক সাংগঠনিক সভার ২য় তথা অন্তিম দিন ভীড়ে ঠাসা খোয়াই নতুন টাউন হলে চাকুরীচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতি জানান দিল বণিক-শর্মার সংগঠনই সঠিক দিশায় চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের জন্য কাজ করে চলছে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, জাতীয় সঙ্গিত পরিবেশন, উদ্বোধনী সঙ্গিত পরিবেশন সহ গোটা রাজ্যে বিগত সময়ে ১০৮ জন প্রয়াত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে ১ মিনিট নীরবতা পালন করে শুরু হয় ২য় দিনের সাগঠনিক সভার কাজ। রাজ্য সরকার তথা বর্তমান সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব-এর ভূয়শী প্রশংসা করতে গিয়ে এটিবিভিটিএ রাজ্য সভাপতি প্রদীপ বণিক যেমন অনেকটা সময় অতিবাহিত করেন তেমনি পূর্বতন সরকার তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী সহ তৎকালীন শিক্ষা আধিকারিক ও আমলাদের এক হাত নেন।

প্রদীপ বাবু বলেন, ১০৩২৩ চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের বর্তমান দূর্দশার জন্য কেউ যদি প্রকৃত দায়ী হয় তাহলে সেটা মানিক সরকার এবং উনার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ের সমস্ত মন্ত্রী ও আমলারা দায়ী। কিন্তু তাদের এই অপকর্মের জন্য আজ কিন্তু ১০৩২৩ ভুগান্তির শিকার হলেও দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে ঐ সকল লোকগুলো যারা ১০৩২৩ কে নোংরা রাজনীতির জন্য ২৫টি বছর ব্যবহার করেছেন। তাই ১০৩২৩ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকুরীচ্যুতির জন্য দায়ী মানিক সরকার, তপন চক্রবর্তী সহ দায়ী সবক'টি নেতা ও আমলাদের জেলে পুড়ার জোড়ালো দাবী তুললেন প্রদীপ বাবু। এবং যতক্ষন পর্যন্ত না তাদের জেলে পুরা হচ্ছে ততক্ষন পর্যন্ত এটিভিটি সংগঠন থেমে থাকবেনা বলেও হুশিয়ারি দিলেন প্রদীপ বাবু। মুলত সংগঠনের সাথে যুক্ত ১০৩২৩ এর বিশাল অংশের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মনোবল চাঙ্গা করতেই এই সাংগঠনিক সভা বলে জানান তিনি। পাশাপাশি আসন্ন দুর্গাপুজার ১৫ দিনের মধ্যে জেআরবিটি রেজাল্ট ঘোষনা করা না হলে এটিভিটি সংগঠন ইতিবাচক পদ্ধতিতেই আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে বলে জানান প্রদীপ বণিক। তবে তিনি বর্তমান সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী'র ইতিবাচক মনোভাবের নিরীখে এবং আইন ও সংবিধান মেনে সরকার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাতে চলতি বছরেই এর সমাধান হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। তবে বরাবরই অশুভ শক্তি, শাসক বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রত্যক্ষ মদতে এবং ১০৩২৩ এরই কতিপয় শিক্ষকরা ১০৩২৩ চাকুরীচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে নোংরা খেলায় মত্ত হয়ে উঠে।

কখনো কেইসের নামে টাকা তোলে, আবার কখনো আন্দোলনের নামে বিভ্রান্ত করে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে, নিন্দনীয় কথা বলে ১০৩২৩ এর ইস্যুটিকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত জীবিত রাখার প্রয়াস জারি রেখেছে। কখনো কিডনি বিক্রি করে কেইস চালানোর বার্তা আবার কখনো আন্দোলনের নামে শাসক বিরোধী রাজনৈতিক দলের বাড়ী বাড়ী গিয়ে গোপন বৈঠক। সরকার যখন সদিচ্ছা নিয়ে সুপ্রিমকোর্টে গেলো ১০৩২৩-কে গ্রুপ-সি ও ডি পোষ্টে সরাসরি নিয়োগের জন্য, তখন ইচ্ছাকৃতভাবে একদল কোর্টে গেলো শিক্ষকতার দাবি নিয়ে। আখেরে এই কেইসের জন্যই সরকারের সদিচ্ছা থাকা সত্বেও সরাসরি ১০৩২৩-কে নিয়োগে বাধা এলো। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে কি হতে পারে তা বর্তমান সময়ে রাজ্যের শিক্ষক, অশিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য পূজা বোনাস ৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকা করার রাজ্য সরকারের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে পরিষ্কার। স্বাধীনোত্তর ভারতে কিংবা স্বাধীনতার পর ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষক, অশিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য এরকম সিদ্ধান্ত কোন সরকারই গ্রহন করেননি বলেও পূর্বতন সরকারের কড়া সমালোচনা করেন প্রদীপ বাবু।

বিজ্ঞান শিক্ষকদের সমস্যা, সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের সমস্যাগুলো একে একে সমাধান হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যে একই সরকার থাকার সুবিধা তারা পেয়ে গেলেও ১০৩২৩ এখনও কেন বঞ্চিত সেই প্রশ্নও তুললেন প্রদীপ বাবু। ২০১৮ নির্বাচনের আগে যখন রাজ্যে একটা রাষ্ট্রবাদী সরকারের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল তখন কিন্তু গোটা রাজ্যের ৫৩টি নির্বাচনী কেন্দ্রে জনসম্পর্ক অভিযান করে রাজ্যের মানুষকে সেই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করেছিল একমাত্র এটিভিটি সংগঠনই। সেদিন লাল রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে, জীবন ঝুঁকি নিয়ে প্রাণপণ লড়েছিল এই সংগঠনই। কিন্তু ১০৩২৩ এর ইস্যু এখনও সমাধানের পর্যায়ে পৌছুয়নি। তবে বর্তমান সরকারের ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরে প্রদীপ বাবু আশা ও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন যে চলতি বছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই একটা সমাধান হয়ে যেতে পারে। তবে সাংগঠনিক সভাগুলোতে দূর দূরান্ত থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকারা অংশ নিতে সমস্যার সম্মুখিন হন বলেন জানান প্রদীপ বাবু। কেউ হয়তো দিনমজুরী কাজ করছেন, কেউ রাস্তায় দাঁড়িযে সবজি, মাংস ইত্যাদি বিক্রি করছেন। কেউ সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করছেন। খুবই দৈন্যদশায় ভুগান্তির শিকার ১০৩২৩ চাকুরীচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ।তবে পাশাপাশি তিনি বলেন, সরকার সদিচ্ছা নিয়ে কাজ করতে পারলে কিছু একটা মিরেক্কল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরলেন প্রদীপ বাবু। পাশাপাশি সংগঠনের কর্মীদের আরও সংগঠিত থেকে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে আগামী দিনে একতাবদ্ধ হবারও আহ্বান জানান তিনি। অপরদিকে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অরবিন্দ শর্মাও বিগত সরকারকে তুলোধুনো করতে পিছপা হননি। সাংগঠনিক সভার অন্তিম দিন সভার কাজ শেষে সবাই ভোজনে শামিল হন। খুবই আন্দঘন মুহুর্তের মধ্যেই সমাপ্তি হয় দু'দিনব্যাপী এটিভিটিএ সংগঠনের সাংগঠনিক সভার কাজ।

রক্তাক্ত

● প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, বিজেপি দলের একাংশ উৎশৃংখল কর্মীদের বদান্যতায় দলের ভরাডুবি যে খুব শীঘ্রই ঘটতে চলেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে গ্রাম প্রধানের ছেলে কর্তৃক প্রকাশ্য রাস্তায় মেম্বারের স্বামী রক্তাক্ত হওয়ার ঘটনায় দলের যে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে তা আর বলে শেষ হবে না।এখন দেখার বিষয় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তে কূলকিনারা করতে পারে কিনা।

প্রয়াস

● প্রথম পাতার পর

হবে এবং কৃত্রিম প্রজনন নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা হবে।

এদিকে, প্রত্যেক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষিকাদের প্রাথমিক সমীক্ষা, ষান্মাসিক পরীক্ষা এবং ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের বার্ষিক পরীক্ষা, মার্চ ২০২১ এবং আগস্ট ২০২১-র মূল্যায়ন অনুসারে ছাত্রছাত্রীদের শিখন স্তরের প্রকৃত অবস্থা জানাতে হবে। অনর্গল পড়তে অভ্যস্ত ছাত্রছাত্রীদের মহাত্মা গান্ধীর বাণী পড়তে হবে, তাতে সভায় উপস্থিত সকলেই উতাহিত হবেন। মূলত, করোনার প্রকোপ কাটিয়ে বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন শুরু হওয়ার পর এখনো যারা বাড়িতে বসে রয়েছে তাঁদের উতাহিত করার লক্ষ্যেই ওই আয়োজন বলে দাবি গ্রামোন্নয়ন দফতরের। এছাড়া, জল শক্তি অভিযানের অন্তর্গত যখনি পড়বে, যেখানে পড়বে, বৃষ্টির জল ধরে রাখুন, এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে।

এদিকে, সমস্ত বিডিওদের গ্রাম সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অন্তত আধিকারিকরে নিযুক্ত করার অনুরোধ জানিয়েছে গ্রামোন্নয়ন দফতর। শুধু তাই নয়, গ্রাম সভার স্পষ্ট ছবি তুলে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে হবে। এমনকি, সমস্ত কোভিড বিধি মেনে ওই সভার আয়োজন করতে হবে, এমনটাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আত্মঘাতী

● প্রথম পাতার পর

যায় ও মৃতদেহ উদ্ধার করে।

বাড়ির পাশের জঙ্গল থেকে উদ্ধার হলো এক গৃহবধূর পঁচা গলা ঝুলন্ত মৃতদেহ। মৃতার নাম সোমা দেবনাথ (৩৩)। ঘটনা এয়ারপোর্ট থানাধীন গান্ধিগ্রামের পশ্চিমপাড়ায়। প্রায় পাঁচ দিন আগে বাড়ি থেকে নিখোঁজ ছিল সোমা। বাড়ির লোকেরা আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করেও তার কোন হদিশ পায়নি। বৃহস্পতিবার এলাকার মানুষ গাভী চরাতে যাওয়ার সময় জঙ্গলের ভেতর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায়। শুরু হয় দৌড়ঝাঁপ। পরে সোমা দেবনাথের স্বামী বিপ্লব দেবনাথ এসে মৃতদেহ শনাক্ত করেন। স্বামী বিপ্লব দেবনাথ জানান পাঁচ দিন যাবত সোমা নিখোঁজ ছিল। পারিবারিক সামান্য ঝগড়ার পর তিনি আর বাড়িতে ফিরেননি।

বৃহস্পতিবার বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি জঙ্গলের ভেতর তার পঁচা-গলা ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাস্থলে আসে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। মৃতদেহ পচনের মাত্রা বেশি হওয়ায় শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে পুলিশকেও একটা বেগ পেতে হয়। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেন পুলিশ। শুরুতেই মৃত স্বামী এবং ছেলেদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটি একটি আত্মহত্যা। কিন্তু এই মৃত্যুর পেছনে একটি রহস্যের গন্ধ পাওয়া গেছে এলাকায়। ফিসফিস চলছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। যতদূর খবর রাত্রিকালীন কোন এক ঘটনাকে মৃত্যুর পেছনে দায়ী করছেন স্থানীয়রা। যদি উপযুক্ত তদন্ত হয় তাহলে রাত্রিকালীন ঘটনার রহস্য বেরিয়ে আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিচারপতি

● প্রথম পাতার পর

করেন তিনি।

আজকের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বর্তমানে ত্রিপুরায় অপরাধ সংক্রান্ত গ্রাফ নিম্নমুখি। এনসিআরবি রিপোর্ট অনুসারে ত্রিপুরায় কমেছে মহিলা সংক্রান্ত অপরাধের সংখ্যাও। বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোনও জায়গা কতটা সুরক্ষিত এবং নিরাপদ তা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মহিলারা সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা নির্ণায়কের একটি অন্যতম সূচক। সেই নিরিখে ত্রিপুরায় মহিলাদের ওপর অপরাধ প্রবণতা কমে আসাই যথেষ্ট নয়। সেই সংখ্যাকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে হবে। ত্রিপুরার মানুষকে ন্যায় প্রদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি সহ অন্যান্য বিচারপতিগণ। প্রসঙ্গত, আদালত ভবনটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে মোট ৬৯৪.০০ লক্ষ টাকা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় অপরাধ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি সমস্ত অংশের মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে। ১৮ অনূর্ধ ছেলেমেয়েদের জন্য এখনও কোভিড টিকা প্রস্তুত হয়নি। কোভিড সংক্রমণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে এই বয়োসীমার ছেলেমেয়েদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষার লক্ষ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব ও সুস্থ কৈশোর প্রকল্প। তার পাশাপাশি ত্রিপুরার পর্যটন কেন্দ্রের বিকাশ, প্রচার ও প্রসারে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে সরকার। অধিক সংখ্যায় পর্যটকদের ত্রিপুরামুখী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। যা ত্রিপুরাকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করবে। নিজস্বতাকে চাপিয়ে না দিয়ে অতিথি দেব ভব মানসিকতায় পর্যটকদের স্বাচ্ছন্দ্যকে গুরুত্ব দিতে তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পর্যটকদের সংখ্যা বাড়লেই চাঙ্গা হবে রাজ্যের অর্থনীতি। তার জন্য প্রয়োজন সবার সম্মিলিত প্রয়াস ও অতিথিপরায়ণ মানসিকতা। তিনি বলেন, ত্রিপুরার বিভিন্ন আদালত ভবন ও কর্মী আবাসের সংস্কার ও পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়টি সরকার সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র, বিচারপতি অরিন্দম লোধ, বিচারপতি সত্যগোপাল চ্যাটার্জি, আইনসচিব বি পালিত, ত্রিপুরা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল দাতামোহন জমাতিয়া, রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শঙ্কর দে প্রমুখ।

উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

বলেন, সাধারন জনগনের মঞ্জুরীকৃত সরকারি পণ্য সামগ্রী বাঁকা পথে বিক্রি করে সাধারণ জনগণকে কম পরিমাণে পণ্য সামগ্রী বন্টন করছেন ডিলার।যত সময় গড়াতে থাকে ততই সাধারণ জনগণের প্রতিবাদে উত্তপ্ত হতে থাকে নায্যমূল্যের দোকান চত্বর।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ধর্মনগর থানার পুলিশ ও খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক গন।

পুলিশ ও খাদ্য দপ্তরের আধিকারীকগণ ঘটনাস্থলে গিয়ে উত্তেজিত জনতাকে আশ্বস্ত করলে পরিস্থিতি হয় স্বাভাবিক। তারপর উক্ত ন্যায্যমূল্যের দোকানের ডিলার সমরেন্দ্র দেবের কাছ থেকে অবৈধভাবে মজুদ তেরোটি রেশন কার্ড বাজেয়াপ্ত করেন খাদ্য দপ্তর আধিকারিক গন। সাথে সম্পূর্ণ ঘটনাটি তদন্তক্রমে দেখার আশ্বাস প্রদান করেন। সাথে নায্যমূলের দোকানের ডিলার সমরেন্দ্র দেব অকপটে স্বীকার করেন, যে পরিমাণে পণ্যসামগ্রীর দেওয়ার কথা তার থেকে কম পরিমাণে সাধারণ জনগণকে পণ্যসামগ্রী দিচ্ছেন। এখন দেখার বিষয় সংশ্লিষ্ট দপ্তর মধ্য টঙ্গীবাড়ী নায্যমূল্য দোকান ডিলারের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে?

দায়ের

● প্রথম পাতার পর

ম্যাচ শুরুতে কমিটি সহ রেফারি ও লাইনসম্যান পক্ষপাতিত্ব করে বলে অভিযোগ করে সোনালী শিবির একাদশ।

খেলার প্রথমার্ধে দুটি গোল করলেও সেই গোল গুলি ফাউল বলে রেফারির বাঁশি পড়ে। কিন্তু খেলার দ্বিতীয়ার্ধেও একি কায়দায় অপর একটি গোলকে ফাউল করে খেলা বন্ধ করে দেয় ফুটবল টুর্নামেন্ট কমিটি বলে অভিযোগ। তারপর শুরু হয় হইহুল্লোড় ও মারপিট। তারপর সোনালী শিবির একাদশ কদমতলা থানার শরণাপন্ন হয়ে লিখিত আকারে ঘটনাটির সঠিক তদন্তের আবেদন জানান।কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছে।

এদিকে সোনালী শিবির একাদশের অভিযোগ, তাদের সেমিফাইনালে জয় নিশ্চিত ছিল।আর ফাইনালে শিরোপাও সোনালী শিবির দখল করতো।তাই সোনালী শিবির একাদশকে এই টুর্নামেন্টে থেকে ছাঁটাই করার উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিতভাবে ফুটবল টুর্নামেন্ট কমিটি এহেন আচরন করছে।

অস্ত্রোপচার

● প্রথম পাতার পর

দিয়ে দুর্বল ওই পরিবারের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ডা. সিদ্ধা রেড্ডি জানিয়েছেন, মৌসুমীর মেরুদণ্ডে টিউমার ছিল। তার কোমরের দিকে কিডনির ঠিক নীচে ডা: রেড্ডি টিউমার খোঁজে পান তিনি। ডা. রেড্ডি জানান, দিল্লিতে এই টিউমার অস্ত্রোপচারের খরচ অনেকটাই ব্যয় সাপেক্ষ, তাই তাঁরা বিনা চিকিৎসায় দিল্লি থেকে ফিরে এসেছিলেন।

তিনি বলেন, মৌসুমীর পরিবার জিবি হাসপাতালে মেয়ের অস্ত্রোপচারে সম্মতি দেওয়ায় আজ তাঁকে আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ দেখতে পাচ্ছি। তিনি বলেন, মৌসুমীর মেরুদণ্ডে টিউমার ৩০০ গ্রাম ওজনের ছিল এবং দৈর্ঘ্য ছিল ১১ সেন্টিমিটার। ডা. রেড্ডির কথায়, গুরুতর নন এমন নিউরো সংক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় জিবি হাসপাতালের সাফল্যের হার দিল্লি এইমস-এর সমতুল্য।

তিনজন

● প্রথম পাতার পর

তাকে জামিন দিয়ে দেয় বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, ধৃতদের মধ্যে বিশ্বজিৎ দেবনাথ সূর্য্যমণিনগর বিজেপি যুব মোর্চার বরিষ্ঠ কর্মকর্তা। পুলিশ সূত্রের দাবি এই বিশ্বজিৎ দেবনাথের নেতৃত্বেই গোটা লুটপাট এবং খুনের ঘটনা ঘটে।

াঙ্গন

আর্থিক পুরস্কার পেলেন অলিম্পিক্সে পদকজয়ী মীরাবাই চানু, রবি দাহিয়ারা

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : অলিম্পিক্সে পদকজয়ী ক্রীড়াবিদদের আর্থিক পুরস্কার দিল ভারতীয় রেল। পাশাপাশি যে সব ক্রীড়াবিদ রেলের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের পদোন্নতিরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার রেল ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্রীড়াবিদের হাতে আর্থিক পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। মোট ২৫ জন ক্রীড়াবিদ এবং ৬ কোচ পুরস্কৃত হয়েছেন।

সর্বোচ্চ ২ কোটি টাকা আর্থিক পুরস্কার পেয়েছেন রুপোজয়ী ভারোত্তলক মীরাবাই চানু এবং কুস্তিগির রবি দাহিয়া। ব্রোঞ্জ জেতার জন্য এক কোটি টাকা করে পেয়েছেন হকি দলের দুই সদস্য অমিত রোহিদাস ও নীলকান্ত শর্মা এবং কুস্তিগির বজরং পুনিয়া।

মহিলা হকি দল অলিম্পিক্সে চতুর্থ স্থানে শেষ করেছিল। সেই দলের ১২ জন সদস্য ৭৫ লক্ষ টাকা করে পেয়েছেন। এঁরা হলেন দীপ গ্রেস এক্কা, নিক্কি প্রধান, গুরজিত কৌর, নিশা, নেহা, সুশীলা চানু, মনিকা, নভজ্যোত কৌর, সেলিমা টেটে, নভনীত কৌর, লালরেমসিয়ামি এবং বন্দনা কাটারিয়া। এ ছাড়া অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণের জন্য ৭.৫ লক্ষ টাকা করে পুরস্কার পেয়েছেন সাত জন। এঁরা হলেন বিনেশ ফোগাট, ভাবনা জাট, প্রিয়ঙ্কা গোস্বামী, সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়, প্রণতি নায়েক, অনু রানী এবং রেবতী বীরামণি। হিন্দুস্থান সমাচার

ব্রিটেনে জ্বালানি সমস্যায় রোনাল্ডোও

লন্ডন, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ইংল্যান্ডের জ্বালানি সমস্যা থেকে রেহাই পেলেন না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোও। প্রায় সাত ঘণ্টা পেট্রোল পাম্পে অপেক্ষা করার পর নিরাশ হয়ে ফিরে গেল তাঁর বহুমূল্যের দুটি গাড়ির চালক।

বেন্টলির ফ্লাইং স্পার মডেলের গাড়িতে চড়ে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের অনুশীলনে যেতে দেখা যায় রোনাল্ডোকে। ভারতীয় মুদ্রায় সেই গাড়ির দাম দু'কোটিরও বেশি। রোনাল্ডোর এক ড্রাইভার তেল ভরাতে চেশায়ারের একটি পেট্রোল পাম্পে দুপুর ২.২০ নাগাদ যান। কিছুক্ষণ পরে তাঁর আর একটি গাড়ির ড্রাইভারও সেখানে পৌঁছন। বৃষ্টির মধ্যে দু'জনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু ছ'ঘণ্টা ৪০ মিনিট অপেক্ষা করার পর রাত ৯টা নাগাদ বিফল হয়ে ফিরে যান দু'জনেই। কাছেই একটি বিলাসবহুল বাড়িতে থাকেন ব্রিটিশ পেট্রোল পাম্পের এক কর্মী বলেছেন, "রোনাল্ডোর এত টাকা। কিন্তু তেল ভরানোর ব্যাপারে ওর সমস্যাও আমাদের মতোই। ওর নিরাপত্তারক্ষীরা ভেবেছিল কোনও তেলের ট্যাঙ্কার হয়তো শীঘ্রই আসবে। তারপরে ওরা তেল ভরাতে পারবে। কিন্তু বৃষ্টিতে অপেক্ষা করে করে একসময় হতাশ হয়ে ওরা চলে যায়।"

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরেই ইংল্যান্ড-সহ গোটা ব্রিটেনে জ্বালানির তীব্র অভাব। ব্রিটেনে জ্বালানির অভাব থাকায় কেউই ৩০ পাউন্ডের বেশি তেল ভরাতে পারবেন না। রোনাল্ডোর মতো ফুটবলারের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। কিন্তু সেটাও এখন তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

রোনালদোর দেশে নতুন স্বপ্ন বুনছেন আফগান নারী ফুটবলার

বয়সটা তার স্বপ্ন দেখার, হেসে-খেলে বেড়াবার। কিন্তু ১৫ বছর বয়সী সারাহকে জীবনের ভয়ে জন্মভূমি আফগানিস্তান ছাড়তে হয়েছে। দেশ ছাড়ার কষ্ট প্রবল হলেও এখন পর্তুগালে অন্তত নিজেকে নিরাপদ অনুভব করছেন তিনি। সেখানেই এখন পেশাদার ফুটবলার হওয়ার আশায় বুক বাঁধছেন এই কিশোরী। সম্ভব হলে সময়ের সেরা ফুটবলারদের একজন ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর সঙ্গে একদিন দেখা করতে চান সারাহ। কট্টর ইসলামি গোষ্ঠী তালেবান অগাস্টে ক্ষমতা দখলের পর আফগানিস্তানের বয়সভিত্তিক নারী ফুটবল দলের অনেক খেলোয়াড় দেশ ছাড়েন। সারাহ তাদেরই একজন। তাদের আশ্রয় দিয়েছে পর্তুগাল। লিসবনের তাগুস নদীর তীরে ল্যান্ডমার্ক বেলেম টাওয়ারে মা ও সতীর্থদের সঙ্গে সম্প্রতি ঘুরতে গিয়েছিলেন সারাহ। সেখানেই রয়টার্সকে তিনি বলেন তার স্বপ্নের কথা। লিসবনের ল্যান্ডমার্ক বেলেম টাওয়ারের সামনে কিশোরী ফুটবলার ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ফারখুন্দা মুহতাজ। ছবি: রয়টার্সলিসবনের ল্যান্ডমার্ক বেলেম টাওয়ারের সামনে কিশোরী ফুটবলার ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ফারখুন্দা মুহতাজ। ছবি: রয়টার্স"এখন আমি মুক্ত। আমার স্বপ্ন রোনালদোর মতো একজন ভালো খেলোয়াড় হওয়া। পাশাপাশি পর্তুগালে একজন বড় ব্যবসায়ী হতে চাই।" সারাহর আশা, একদিন আবার মাতৃভূমিতে ফিরে যাবেন। তবে অবশ্যই সেখানে মুক্ত ও স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার পাওয়া গেলেই। তার মা অবশ্য আফগানিস্তানে ফেরার বাস্তবিক তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখেন না। ১৯৯৬-২০০১ সালে আফগানিস্তানে তালেবানের আগের শাসনামল দেখেছেন তিনি আর সেই তেতো অভিজ্ঞতা থেকেই তার এই আশঙ্কা। তিনি এতটাই ভীত যে রয়টার্স প্রতিবেদককে তাদের নামের পদবী লিখতে মানা করেন। তালেবান নেতারা ক্ষমতা নেওয়ার পর থেকেই নারী অধিকারকে সম্মান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছেন। তাদের কাজে এর তেমন কোনো প্রমাণ মিলছে না। তাদের প্রথমবারের শাসনামলে মেয়েদের শিক্ষা বা চাকরির ওপর ছিল নিষেধাজ্ঞা। পুরুষের লিখিত অনুমতি নিয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা বোরখা পরে, তবেই নারীরা ঘরের বাইরে যেতে পারত। তালেবান ১৫ অগাস্ট রাজধানী কাবুলের দখল নেওয়ার পর তাদের ঊর্ধতন এক নেতা বলেছিলেন, মেয়েদের হয়তো খেলাধুলা করার অনুমতি দেওয়া হবে না, কারণ এটি 'প্রয়োজনীয় নয়' এবং তাদের মুখ ও শরীর ঢাকা থাকবে না। আফগান নারী ফুটবলারদের পর্তুগালে সরিয়ে নেওয়ার পুরো প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত ছিলেন আফগানিস্তানের সিনিয়র নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক ফারখুন্দা মুহতাজ। তাদের চমকে দিতে বুধবার লিসবনে যান তিনি। মুহতাজ ব্যাখ্যা করলেন মেয়েদের সেখানে সরিয়ে নেওয়ার কারণ। "আমরা যে কারণে এই পদক্ষেপ (নারী ফুটবলারদের সরিয়ে নেওয়া) নিয়েছিলাম তা হলো এটা নিশ্চিত করা যেন, তারা নিজেদের ভালোবাসার খেলাটি খেলতে পারে।" সংবাদমাধ্যমের সামনে কথা বলছেন ফারখুন্দা মুহতাজ। ছবি: রয়টার্সসংবাদমাধ্যমের সামনে কথা বলছেন ফারখুন্দা মুহতাজ। ছবি: রয়টার্সমুহতাজ বর্তমানে থাকেন কানাডায়। সেখানকার স্থানীয় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল দলে সহকারী কোচ হিসেবে কাজ করেন তিনি। মুহতাজদের সহায়তায় নারী খেলোয়াড় ও পরিবারের সদস্যসহ মোট ৮০ জন পর্তুগালে আশ্রয় নিয়েছেন। গত ১৯ সেপ্টেম্বর তারা পর্তুগালে পৌঁছান। বুধবার রাতে মুহতাজকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে নারী ফুটবলাররা। তাকে জড়িয়ে ধরেন তারা। কেউ কেউ চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি। "তারা অনেক, অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গেছে। তারা খুব শক্ত ছিল এবং এখানে আসতে পেরেছে"- বলেন মুহতাজ। তাদের একজন আত্মীয় ২৫ বছর বয়সী জাকি রাসা স্মরণ করলেন কাবুল বিমানবন্দরের দুর্বিষহ সেই সময়ের কথা। যেখানে তিনি 'উদ্বেগজনক' তিনটা দিন কাটিয়েছিলেন। এখন পর্তুগালে থাকতে পেরে তিনি খুশি। চালিয়ে যেতে চান পড়াশোনা। "ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমরা এখন নিরাপদ।"

ইংল্যান্ড দলে ফিরলেন ফোডেন, বাদ গ্রিনউড

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের আগামী দুই ম্যাচের জন্য ইংল্যান্ড দলে ডাক পেয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটির মিডফিল্ডার ফিল ফোডেন। জায়গা হারিয়েছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ফরোয়ার্ড ম্যাসন গ্রিনউড। কাতার বিশ্বকাপের বাছাইয়ে অক্টোবরে অ্যান্ডোরা ও হাঙ্গেরির বিপক্ষে খেলবে ইংল্যান্ড। এই দুই ম্যাচের জন্য বৃহস্পতিবার ২৩ সদস্যের দল ঘোষণা করেন ইংল্যান্ড কোচ গ্যারেথ সাউথগেট। গত জুন-জুলাইয়ে হওয়া ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার সময় চোট পাওয়ার পর থেকে বেশ কিছুদিন মাঠের বাইরে ছিলেন ফোডেন। সেপ্টেম্বরে শুরুতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দলেও ছিলেন না তিনি।

সিটির হয়ে সম্প্রতি মাঠে ফেরার এবার জাতীয় দলে ফিরলেন প্রিমিয়ার লিগের গত মৌসুমের সেরা খেলোয়াড় ফোডেন। গ্রিনউড ছাড়াও চমক হয়ে এসেছে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের টিনএজ মিডফিল্ডার জুড বেলিংহ্যামের বাদ পড়াটা। দলে ফিরেছেন চলতি বছর জাতীয় দলে অভিষিক্ত অলি ওয়াটকিন্স। ইংল্যান্ডের হয়ে তিন ম্যাচ খেলা এই ফরোয়ার্ড ছিলেন না ইউরো ২০২০ ও সেপ্টেম্বরের বাছাইপর্বের দলে। চোটের কারণে ছিটকে যাওয়া ইউনাইটেড ডিফেন্ডার হ্যারি ম্যাগুইয়ারের জায়গায় ডাক পেয়েছেন ফিকায়ো টোমোরি। ২০১৯ সালে জাতীয় দলে অভিষেকের পর এবার হয়তো দ্বিতীয় ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন এসি মিলানের এই ডিফেন্ডার। আগামী ৯ অক্টোবর অ্যান্ডোরার মাঠে খেলার পর ১২ অক্টোবর নিজেদের মাঠে ইংল্যান্ডের প্রতিপক্ষ হাঙ্গেরি। ছয় ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে শীর্ষে রয়েছে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ১২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে আলবেনিয়া, ১১ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে পোল্যান্ড। বাকি চার ম্যাচে ৮ পয়েন্ট পেলেই বিশ্বকাপের টিকেট নিশ্চিত হবে ইংল্যান্ডের। তবে আগামী দুই ম্যাচে জয় পেলেও গ্রুপের বাকি ম্যাচগুলোর ফলের প্রেক্ষিতে বিশ্বকাপের মূল পর্বে উঠে যেতে পারে সাউথগেটের দল।

ইংল্যান্ড স্কোয়াড: গোলরক্ষক: স্যাম জনস্টোন (ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন), জর্ডান পিকফোর্ড (এভারটন), অ্যারন র‍্যামসডেল (আর্সেনাল)।

ডিফেন্ডার: কনর কোডি (উলভারহ্যাম্পটন ওয়ানডারার্স), রিস জেমস (চেলসি), টাইরন মিঙ্গস (অ্যাস্টন ভিলা), লুক শ (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), জন স্টোনস (ম্যানচেস্টার সিটি), ফিকায়ো টোমোরি (এসি মিলান), কিরান ট্রিপিয়ার (আতলেতিকো মাদ্রিদ), কাইল ওয়াকার (ম্যানচেস্টার সিটি)।

মিডফিল্ডার: ফিল ফোডেন (ম্যানচেস্টার সিটি), জর্ডান হেন্ডারসন (লিভারপুল), জেসি লিনগার্ড (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), ম্যাসন মাউন্ট (চেলসি), ক্যালভিন ফিলিপস (লিডস ইউনাইটেড), ডেকল্যান রাইস (ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড)।

ফরোয়ার্ড: জ্যাক গ্রিলিশ (অ্যাস্টন ভিলা), হ্যারি কেইন (টটেনহ্যাম হটস্পার), বুকায়ো সাকা (আর্সেনাল), জেডন স্যানচো (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), রাহিম স্টার্লিং (ম্যানচেস্টার সিটি), অলি ওয়াটকিন্স (অ্যাস্টন ভিলা)।

অলিম্পিকেও গড়াপেটার অভিযোগ, আন্তর্জাতিক বক্সিং সংস্থার স্বাধীন তদন্তে ভয়ঙ্কর তথ্য

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক বক্সিং সংস্থার ঘোষণায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে বিশ্বজুড়ে। একটি স্বাধীন তদন্তে ২০১৬ রিও অলিম্পিকে বক্সিং বাউটের ফলে "ম্যানিপুলেট" করার অভিযোগ উঠেছে। এই তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতেই আসন্ন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ম্যাচ অফিশিয়াল নিয়োগে কঠিন নির্বাচন প্রক্রিয়া আয়োজন করবে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক বক্সিং সংস্থা। শুধুমাত্র রিও অলিম্পিকই নয় একাধিক আন্তর্জাতিক বক্সিং প্রতিযোগিতার স্বচ্ছতা নিয়ে তদন্ত করেছে স্বাধীন সংস্থাটি। রিও অলিম্পিকে একাধিক বাউটের ফল নিয়ে অভিযোগ ওঠায় ৩০ জনেরও বেশি ম্যাচ অফিশিয়ালকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। এখন ম্যাকলারেনের প্রথম পর্বের রিপোর্ট অনুযায়ী নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনেই ম্যাচগুলির ফলাফলে গড়াপেটা করা হয়েছে। এই অনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক বক্সিং সংস্থায় ঠাঁই হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট উমার ক্রেমলভ। তবে অলিম্পিকের মতো মঞ্চে এমন ঘটনা ঘটায় আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে পারে তাই নিয়ে জল্পনা চলছে।

দ্য ইন্টারন্যাশনাল বক্সিং অ্যাসোসিয়াশানের জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে ম্যাকলারেন গ্লোবাল স্পোর্টস সলিউশনের স্বাধীন তদন্তের প্রথম ফেজের রিপোর্ট এসে গিয়েছে। ২০১৬ রিও অলিম্পিকের ফলাফল প্রভাবিত করবার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখবার পাশাপাশি সাম্প্রতিক প্রতিযোগিতাগুলিকে নিরপেক্ষতা বজায় রাখবার জন্যে আমূল পরিবর্তন আনা হবে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির মান্যতা খোয়ানোর পর প্রশাসক সংস্থায় সংস্কার, আর্থিক স্বচ্ছতা বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে প্রফেফর রিচার্ড ম্যাকলারেনের সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল বক্সিং ফেডারেশন।

অলিম্পিকেও গড়াপেটার অভিযোগ আন্তর্জাতিক বক্সিং সংস্থার স্বাধীন তদন্তে ভয়ঙ্কর তথ্য

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক বক্সিং সংস্থার ঘোষণায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে বিশ্বজুড়ে। একটি স্বাধীন তদন্তে ২০১৬ রিও অলিম্পিকে বক্সিং বাউটের ফলে "ম্যানিপুলেট" করার অভিযোগ উঠেছে। এই তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতেই আসন্ন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ম্যাচ অফিশিয়াল নিয়োগে কঠিন নির্বাচন প্রক্রিয়া আয়োজন করবে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক বক্সিং সংস্থা।

শুধুমাত্র রিও অলিম্পিকই নয় একাধিক আন্তর্জাতিক বক্সিং প্রতিযোগিতার স্বচ্ছতা নিয়ে তদন্ত করেছে স্বাধীন সংস্থাটি। রিও অলিম্পিকে একাধিক বাউটের ফল নিয়ে অভিযোগ ওঠায় ৩০ জনেরও বেশি ম্যাচ অফিশিয়ালকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। এখন ম্যাকলারেনের প্রথম পর্বের রিপোর্ট অনুযায়ী নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনেই ম্যাচগুলির ফলাফলে গড়াপেটা করা হয়েছে। এই অনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক বক্সিং সংস্থায় ঠাঁই হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট উমার ক্রেমলভ। তবে অলিম্পিকের মতো মঞ্চে এমন ঘটনা ঘটায় আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে পারে তাই নিয়ে জল্পনা চলছে।

দ্য ইন্টারন্যাশনাল বক্সিং অ্যাসোসিয়াশানের জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে ম্যাকলারেন গ্লোবাল স্পোর্টস সলিউশনের স্বাধীন তদন্তের প্রথম ফেজের রিপোর্ট এসে গিয়েছে। ২০১৬ রিও অলিম্পিকের ফলাফল প্রভাবিত করবার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখবার পাশাপাশি সাম্প্রতিক প্রতিযোগিতাগুলিকে নিরপেক্ষতা বজায় রাখবার জন্যে আমূল পরিবর্তন আনা হবে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির মান্যতা খোয়ানোর পর প্রশাসক সংস্থায় সংস্কার, আর্থিক স্বচ্ছতা বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে প্রফেফর রিচার্ড ম্যাকলারেনের সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল বক্সিং ফেডারেশন।

শারজায় টস হেরে প্রথমে ব্যাটিং কেনের সানরাইজার্সের

শারজা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বৃহস্পতিবার আইপিএলের ৪৪তম ম্যাচে মুখোমুখি কেন উইলিয়ামসনের সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চেন্নাই সুপার কিংস অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি।

এদিন চেন্নাই সুপার কিংসে দলে একটিই পরিবর্তন হয়েছে। ডোয়েইন ব্র্যাভো প্রথম একাদশে ফিরে এসেছেন স্যাম কারানের জায়গায়। সানরাইজার্স দল অপরিবর্তিত।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ- জেসন রয়, ঋদ্ধিমান সাহা (উইকেটকিপার), কেন উইলিয়ামসন (অধিনায়ক), প্রিয়ম গর্গ, অভিষেক শর্মা, জেসন হোল্ডার, আবদুল সামাদ, রশিদ খান, ভুবনেশ্বর কুমার, সিদ্ধার্থ কৌল, সন্দীপ শর্মা।

চেন্নাই সুপার কিংসের সম্ভাব্য একাদশ- ফাফ দু প্লেসি, ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, মঈন আলি, অম্বাতি রায়ুডু, সুরেশ রায়না, মহেন্দ্র সিং ধোনি (অধিনায়ক ও উইকেটকিপার), রবীন্দ্র জাদেজা, ডোয়েইন ব্র্যাভো, শার্দুল ঠাকুর, দীপক চাহার, জশ হ্যাজলউড। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

শারজায় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ তুলল ১৩৪ রান

শারজা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বৃহস্পতিবার আইপিএলের ৪৪তম ম্যাচে মুখোমুখি কেন উইলিয়ামসনের সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চেন্নাই সুপার কিংস অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। ঋদ্ধিমান সাহা ছাড়া কেন উইলিয়ামসনের দলের কেউ চেন্নাই সুপার কিংসের চ্যালেঞ্জই সামলাতে পারলেন না। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৩৪ রান তুলেছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। দলের হয়ে সর্বাধিক ৪৪ রান করেন ঋদ্ধিমান সাহা। জশ হ্যাজলউড তিনটি ও ডোয়েইন ব্র্যাভো দুটি উইকেট পেয়েছেন। সানরাইজার্সের প্রথম উইকেট পড়ে ২৩ রানে। স্কোরবোর্ডে ২০ রান যোগ হওয়ার পর ৬.৩ ওভারে কেন উইলিয়ামসন ডোয়েইন ব্র্যাভোর বলে আউট হন কেন উইলিয়ামসন। দুটি চারের সাহায্যে ১১ বলে ১১ রানের বেশি করতে পারেননি সানরাইজার্সের কিউয়ি অধিনায়ক। এদিন ধোনি আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে শততম ক্যাচটি ধরলেন। সেই সঙ্গে ম্যাচে তিনটি ক্যাচ তালুবন্দি করে দীনেশ কার্তিককে আরও পিছনে ফেললেন। ধোনি-কন্যা জিভাকে দেখা গিয়েছে সানরাইজার্সের উইকেট পড়ার পর হলুদ-রঙা বাঁশি মুখে নিয়ে সিএসকের বিখ্যাত হুইসল দিতে!

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বৃহস্পতিবার আগরতলায় রবীন্দ্রভবনে শিশু সুরক্ষা নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

ফের উর্ধমুখী দৈনিক করোনা-সংক্রমণ ৩১১ বেড়ে ভারতে মৃত্যু ৪.৪৮-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ, মৃত্যুর সংখ্যাও ৩০০-র উর্ধে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২৩ হাজার ৫২৯ জন। গত ২৪ ঘন্টায় কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৩১১ জনের। বুধবার সারাদিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৮,৭১৮ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৭.৮৫ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ২,৭৭,০২০ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় রোগীর সংখ্যা কমেছে ৫,৫০০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৫,০৬,২৫৪।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ২৩,৫২৯ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ৩৯ হাজার ৯৮০ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৮২ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে ৮৮.৩৪-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৮৮ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭০ হাজার ৫৭৮ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৬৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩০৬ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩১১ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৪৮,০৬২ জন (১.৩৩ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা স্বস্তি দিয়ে বেড়েই চলেছে, বুধবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৮,৭১৮ জন।

ডাক্তার ব্যস্ত মোবাইল ফোন নিয়ে, বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালেবিনা চিকিৎসায় রোগী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। মডেল রাজ্যের মডেল ডাক্তার ব্যস্ত মোবাইল ফোন নিয়ে, বিনা চিকিৎসায় রোগী পড়ে রয়েছে ইমারজেন্সি টেবিলে। ঘটনা বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে চাঞ্চল্য। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে বিশালগড় দমকল বাহিনীর কাছে খবর আসে বিশালগড় মুরাবাড়িএলাকায় একজন অপরিচিত বয়স্ক লোক অসুস্থ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেই খবর শুনে বিশালগড় দমকল বাহিনীর কর্মীরা তড়িঘড়ি ছুটে গিয়ে অসুস্থ লোকটিকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। তাকেচিকিৎসার জন্য বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ইমাজেন্সি ওয়ার্ডের বেডের মধ্যে রেখে চলে যায় দমকল বাহিনীর জওয়ানরা। কিন্তু মডেল রাজ্যের মডেল ডাক্তাররা একবারের জন্যও এই অসুস্থ রোগীকে দেখার প্রয়োজন মনে করেনি। ঘন্টার পর ঘন্টা ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে চিকিৎসার জন্য কাতরাচ্ছে এই বৃদ্ধ লোকটি। বিষয়টি দেখে হাসপাতালে আসা অন্যান্য রোগী ও রোগীর আত্মীয় স্বজনরা হতবাক। এদিকে মডেল ডাক্তার বাবুদের দেখা যাচ্ছে ফেসবুক নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ,আর থাকবেই নাইবা কেন মডেল রাজ্যের মডেল ডাক্তার বলে কথা।

প্রতিনিয়তই বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের বিরুদ্ধে এসমস্ত গুরুতর অভিযোগ উঠে আসছে। কিন্তু একবারের জন্য স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে কোন ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করতে লক্ষ্য করা যায়নি। আজকের ঘটনাটি দেখে সচেতন মহল তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠেছে। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে প্রশাসনের প্রতি সাধারণ মানুষের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

নলকূপ বসানোকে কেন্দ্র করে লক্ষ্মীলুঙ্গা চা বাগানে শ্রমিকদের বিক্ষোভ, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। বামুটিয়া বিধানসভার লক্ষ্মীলুঙ্গা চা বাগান এলাকায় সরকারি ভাবে পানীয় জলের জন্যে একটি গভীর নলকূপ স্থাপনকে কেন্দ্র করে লক্ষ্মীলুঙ্গা চা বাগানে চলছে শ্রমিক বিক্ষোভ। গভীর নলকূপ বসানোকে কেন্দ্র করে মতভেদ দেখা দেওয়ায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বাগানের প্রায় শতাধিক শ্রমিক একত্রিত হয় লক্ষ্মী লুঙ্গা চা বাগানের মাঠে। নলকূপ স্থাপনের জন্য বাগানে নিয়ে আসা নানান যন্ত্রাংশ বোঝাই গাড়ী আটকে রেখে দেয় তারা।

সমস্ত শ্রমিকদের উপস্থিতিতে হয় বাগানে বৈঠক।সিমন মুন্ডা নামের এক শ্রমিক জানায়, বাগান কতৃপক্ষ এবং বাগান শ্রমিকদের না জানিয়ে চা গাছ নষ্ট করে নলকূপ স্থাপনের কাজ শুরু করে দেওয়া হয়।উত্তর লক্ষ্মীলুঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মৌসুমী দাসের প্রতি ক্ষোভ উগ্রে দিয়ে শ্রমিকরা বলেন, চা গাছ নষ্ট করে কোন ধরনের কাজ করতে দেওয়া হবে না।যদি কোন নলকূপ স্থাপন করতে হয় তাহলে বাগান শ্রমিকরা জায়গা নির্ধারণ করে দেবে।নলকূপ স্থাপনের বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে বামুটিয়ার বিধায়ক কৃস্নধন দাস লক্ষ্মীলুঙ্গা চা বাগানে গিয়ে আলোচনা করেন শ্রমিকদের সাথে।আলোচনা চলাকালীন শ্রমিক মহলে পরিবেশ উত্তপ্ত লক্ষ্য করতে পেরে বিধায়ক বাগান ছেড়ে চলে আসেন।সাক্ষাৎকারে বিধায়ক জানান, নলকূপ স্থাপন হবে সকলের সুবিধার্থে।কোন একটা দুষ্টচক্রের কৌশলে শ্রমিকমহলে এধরণের বিশৃঙ্খলা।তবে শ্রমিক সহ সকল অংশের তরফে মতামত ও সিদ্ধান্তনুসারে এটি বসানো হবে। শ্রমিকরা স্পষ্টভাবে জানিয়েছে চা বাগান নষ্ট করে কোনভাবেই কোন ধরনের কাজ করতে দেওয়া হবে না।

বিদ্যুৎ পরিষেবা মানোন্নয়নের দাবিতে . সাব্রুমে ডেপুটেশন প্রদান করল মহিলা মোর্চা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। বিদ্যুৎ পরিষেবা মানোন্নয়নের দাবিতে বৃহস্পতিবার সাব্রুমে ডেপুটেশন প্রদান করল মহিলা মোর্চা। মহিলা মোর্চার উদ্যোগে মিছিল করে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান না হলে তারা আন্দোলনে সামিল হবেন বলেও হুশিয়ারি দেন।ঘন ঘন বিদ্যুতের লোডশেডিং, বিদ্যুতের বাড়তি বিল, নতুন বিদ্যুৎ কানেকশন দেওয়ার ক্ষেত্রে গড়িমশি সহ মোট ১৪ দফা দাবির সমর্থনে বৃহস্পতিবার সাব্রুমে বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থা ফেডকোর আধিকারিকদের নিকট সাব্রুম মন্ডল মহিলা মোর্চার উদ্যোগে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

পুর সাব্রুম মহাকুমা জুড়ে ফেডকো নামক বেসরকারি সংস্থা বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে বিদ্যুৎ বিভ্রাট চরমে উঠেছে। প্রতিদিনই ১৫ থেকে ২০ বার পাওয়ার কাট হচ্ছে। আর এই পাওয়ার কাটের ফলে এই গরমে যেমন নাজেহাল সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জলের সরবরাহ পর্যন্ত বন্ধ থাকছে বিদ্যুৎ এর উপর নির্ভরশীলতা কারণে।দিনের বেলা তো বটেই সন্ধ্যা থেকে রাত্রি বেলাও বারবার পাওয়ার কার্ড এর ফলে ব্যাহত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনাও।

এছাড়াও বিদ্যুতের বাড়তি বিল জনসাধারণের ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন কানেকশন ও নষ্ট ইলেকট্রিক মিটার বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রেও গড়িমসি করছে সংস্থার কর্মকর্তারা এ নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। সাবরুম এর স্থানীয় বিজেপি পার্টি অফিস থেকে মহিলা মোর্চার কার্য কর্তারা মিছিল করে বিদ্যুৎ দপ্তর এর অফিসে ডেপুটেশন প্রদান করে। ডেপুটেশন প্রদানের সময় প্রতিনিধি দলে ছিলেন সাবরুম মহিলা মোর্চা সভানেত্রী কনা দে,পোয়াংবাড়ী আর.ডি ব্লকের চেয়ারপার্সন মনিবালা বৈদ্য, সাতচাঁদ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা জবা দে, সাবরুম মন্ডল সভাপতি জিতেন ত্রিপুরা, প্রাক্তন নগর পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান শান্তিপ্রিয় ভৌমিক ও যুব মোর্চার সভাপতি ত্রিদীপ চক্রবর্তী। সংস্থার এসডিও প্রতিনিধি দলের কাছ থেকে ডেপুটেশন গ্রহণ করে দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে অতিসত্বর সমাধান করার প্রতিশ্রুতি দেন।

ধর্মনগরে প্যান্ডেল তৈরিতে ব্যস্ত ক্লাব ও সার্বজনীন দূর্গা পূজো কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর।। বাঙ্গালিদের বার মাসে তের পার্বন।বার মাসে তের পার্বনের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ পার্বন হল দূর্গা পূজো।দূর্গা পূজো এলেই বাঙ্গালিদের মন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে।দূর্গা পুজো মানে নতুন কাপড়, আনন্দ উল্লাস,বন্ধু-বান্ধবদের সাথে চুটিয়ে আড্ডা ও রকমারি খাবার খাওয়া।একটি বছরের অপেক্ষায় বসে থাকা কখন শারদীয় দুর্গোৎসব আসবে আর বন্ধুবান্ধব,আত্মীয় পরিজনরা দলবেঁধে মণ্ডপে মণ্ডপে মায়ের দর্শন করতে যাওয়া যাবে।শহর থেকে গ্রাম সবখানেই দেবী মায়ের আরাধনায় সামিল হন পূজো উদ্যোক্তারা।চারিদিকে শিউলি ফুলের গন্ধ।কুমোর পাড়া থেকে শুরু করে মালা শিল্পী,ঢাকি ও পুজোমণ্ডপে শিল্পীদের চরম ব্যস্ততা।

দোকান গুলিতে কেনাকাটার ধুম।এক কথায় যেন চারিদিকে পুজো পুজো গন্ধ।দেবী দশ ভূজার মর্তে আগমন উপলক্ষ ইতিমধ্যে মর্তবাসী পাড়ায় পাড়ায় দেবীর পূজা মন্ডপ তৈরী করে দেবীকে বরন করার জন্য চুরান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছে।গোটা রাজ্যের সাথে উত্তর জেলার বানিজ্য নগরী হিসেবে পরিচিত ধর্মনগর শহরে বড় বাজেটের পূজো করছেন ক্লাব কমিটি ও সার্বজনীন দুর্গা পুজো কমিটির পূজো উদ্যোক্তারা।ধর্মনগর শহরে ছোট-বড় প্রায় ২৮ টি দুর্গা পুজো হয়ে থাকে।তারমধ্যে ৮ থেকে ১০ টি বড় বাজেটের পূজো রয়েছে। কিন্তু করোনা আবহের ফলে এবছর শহরের বড় বাজেটের পূজো উদ্যোক্তারা আর্থিক মান্দার কারনে চোখে সরষে ফুল দেখছেন। একদিকে যেমন চাঁদা কালেকশন হচ্ছেনা,অপরদিকে দ্রব্যমূল্য আকাশ ছোঁয়া। তবুও বিভিন্ন আকর্ষণীয় থিমের উপর রয়েছে এবারের পূজো প্যান্ডেল।রয়েছে কাল্পনিক আদলে তৈরি মন্দিরও।শহরের প্রাণকেন্দ্রে বড় বাজেটের মধ্যে আপনজন ক্লাব,পদ্মপুর ক্লাব,এগিয়ে চলো ক্লাব, নয়াপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি,নবরাগ সঙ্ঘ, মধ্যশহর সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি সহ প্রায় ৮ থেকে ১০ টি বড় বাজেটের পুজো রয়েছে।প্রত্যেক ক্লাব ও সার্বজনীন পূজা কমিটি দর্শনার্থীদের কিছু নতুনত্ব দেওয়ার প্রয়াস করে থাকেন।এবারও তার ব্যতিক্রম নেই।অধিকাংশ বড় বাজেটের পুজো প্যান্ডেল গুলি থিম ও কাল্পনিক আদলে মন্দিরে তৈরি করছেন।যেমন চন্দ্রপুরের আপনজন ক্লাবের এবারের থিম 'পুরনো হাবেলি'।

সাথে রয়েছে নবদ্বীপের ডিজাইন ও লাইটিং।এবারে আপনজন ক্লাবের বাজেট ৪ লক্ষ টাকা।আপনজন ক্লাব এবছরে ৫৫ তম বছরে পা দিয়েছে। বহিঃ রাজ্য নদিয়া সহ রাজ্যের বাছাই করা শিল্পীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে প্যান্ডেল তৈরি করছেন।এদিকে নয়াপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি এবারে ৪০ বছরে পা দিল।নয়াপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির এবারের বাজেট অনান্য বছরের তুলনায় অনেকটাই কম। তবুও দর্শনার্থীদের ভিড় বাড়াতে উঁচু প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে।সাথে থাকছে রকমারি আলোকসজ্জা।ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও সার্বজনীন পূজো কমিটি কর্তৃপক্ষ জানান, অন্যবারের তুলনায় এবারও অনেকটা আর্থিক মান্দা রয়েছে।প্যান্ডেল তৈরির সা-সামগ্রীর মূল্য লাফিয়ে লাফিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এশিয়ার শীর্ষ ধনী মুকেশ আম্বানি, দ্বিতীয় স্থানে গৌতম আদানি

মুম্বই, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : এশিয়ার ধনীর তালিকায় শীর্ষে শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ভারতের আরেক শিল্পপতি গৌতম আদানি। নিজের সম্পদ প্রায় চারগুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে তিনি এই স্থানে উঠে এলেন। ১ লাখ ৪০ হাজার ২০০ কোটি টাকা থেকে আদানি নিজের সম্পদ বাড়িয়েছেন ৫ লাখ ৫ হাজার ৯০০ কোটিতে। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে আইআইএফএল ওয়েলথ-হুরুন ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২১। সেই তালিকার শীর্ষে রয়েছেন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের (আরআইএল) চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি। তাঁর সর্বমোট সম্পদের পরিমাণ ৭ লাখ ১৮ হাজার কোটি টাকা। এছাড়াও, টানা দশ বছর ধরে ভারতের ধনী ব্যক্তি তিনি।

৫৯ বছর বয়সী গৌতম আদানি চিনের বোতলজাত জল উতপাদনকারী সংস্থা ঝং শানশানকে পেছনে ফেলে এশিয়ার দ্বিতীয় ধনী হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধারের আয় প্রতিদিন ১ হাজার ২ কোটি টাকা। গৌতম আদানির ভাই বিনোদ শান্তিলাল আদানিও প্রথমবারের মতো শীর্ষ দশ ধনীর তালিকায় স্থান পেয়েছেন। বিনোদ শান্তিলাল আদানি অষ্টম স্থানে রয়েছেন। যার সম্পদ তিনগুণ বেড়েছে। তালিকায় এইচসিএল-র শিব নাদার ও পরিবার ২ লাখ ৩৬ হাজার ৬০০ কোটি টাকা আয় করে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ধনীদের তালিকায় এর পরে যারা রয়েছে-এসপি হিন্দুজা (২,২০,০০০ কোটি টাকা), লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্তাল (১,৭৪,৪০০ কোটি টাকা), সাইরাস এস পুনাওয়ালা (১,৭৪,৪০০ কোটি টাকা) এবং রাধাকিষাণ দামানি (১, ৫৪,৩০০ কোটি টাকা)।

নারকেল চাষের উপর গুরুত্ব দিল বাইখোড়া কৃষি দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। নারকেল চাষের উপর গুরুত্বদিয়ে বাইখোড়া কৃষি দপ্তর অফিসে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করাহয়। ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বীগুন করার লক্ষ্যে কাজ করেযাচ্ছে রাজ্যসরকার। রাজ্যসরকারের এই উদ্দ্যেশ্যকে সফল করতে বগাফা কৃষিতত্বাবধায়কের উদ্দ্যোগে বৃহস্পতিবার বেলা ২ ঘটিকায় বাইখোড়া কৃষিদপ্তরের অফিসে নারিকেল চাষের উপর গুরুত্বদিয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করাহয়।

এই অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বেনিফিসারী নির্ধারন করে নারিকেলের চারা বিতরন করাহয়। বর্তমান সময়ে রাজ্যের লোকজনের চাহিদা অনুযায়ী নারিকেল নেই। বিশেষকরে কাঁচা নারিকেলের জলের চাহিদা বেশী। তাই বর্তমান সময়ে লোকজনের চাহিদা অনুযায়ী নারিকেলের জোগান দিতে বগাফা কৃষি দপ্তর বিশেষ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বিগতদিনে শান্তির বাজার মহকুমায় এইধরনের উদ্দ্যোগ হাতে নেওয়াহয়নি। বগাফা কৃষিদপ্তরে তত্বাবধায়কের দায়িত্ব সুজিত কুমার দাস পওয়ার পর তিনি কৃষকদের উন্নয়নস্বার্থে কাজকরে যাচ্ছে। কৃষদের উন্নয়নে তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস প্রতিনিয়ত নানান স্কীম নিয়ে আসছে।

আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্ক সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বক্তব্য তুলেধরতেগিয়ে সুজীত কুমার দাস জানান কৃষকদের আয় দ্বীগুন করার লক্ষ্যে আজ বেনিফিসারী নির্ধারন করে নারিকেলের চারা বিতরন করাহয়। তিনি জানান শান্তির বাজার মহকুমায় বেনিফিরাসী নির্ধারন করে মোট ৫ হাজার ৪৫ টি চারাগাছ বিতরন করাহবে। সুজীত কুমার দাস জানান এইধরনের কর্মসূচী আগামীদিনেও জারীথাকবে।

আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজীত কুমার দাস, বাইখোড়া কৃষিদপ্তরের সেক্টর অফিসার দীপক দাস, শান্তির বাজার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধীকারিক রক্ষিত দের্বমা সহ অন্যান্য অতিথীবৃন্দরা। কৃষিদপ্তর কতৃক আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে আগত কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্যকরাযায়।

কমলপুরে শুরু স্কিল জব এবং লোন মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ধলাই জেলায় বৃহস্পতিবার কমলপুর টাউন হলে স্কিল ডেভেলপমেন্টের উদ্যোগে শুরু হল তিন দিন ব্যাপী জেলা ভিত্তিক স্কিল মেলা, জব মেলা, ও লোন মেলা। মেলা চলবে আগামী ২ অক্টোবর পর্যন্ত। কমলপুর টাউনহলে তিন দিন ব্যাপী স্কিল মেলা, জব মেলা, ও লোন মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্কিল ডেভেলপমেন্টের অধিকর্তা সঞ্জয় চক্রবর্তী, ধলাই জেলার জেলা শাসক গোভেকর ময়ূর রতিলাল, কমলপুর মহকুমা শাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা, দূর্গা চৌমুহনী আর ডি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শম্পা দাস, সালেমা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুজিত বিশ্বাস প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ধলাই জেলার জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি অনাদি সরকার। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষন দেন স্কিল ডেভেলপমেন্টের অধিকর্তা সঞ্জয় চক্রবর্তী। অনুষ্ঠান মঞ্চে স্কিল প্রশিক্ষনকারি, এস এইচ জি গ্রুপকে অফার লেটার, লোন চেক, সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। তাছাড়া, পাঁচ জন যুবকে অটো রিক্সা ক্রয় করার জন্য লোন মঞ্জুর করে চেক প্রদান করা হয়। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে মেলার উদ্বোধন করে শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, আমাদের রাজ্যে প্রতিভাবান যুবক যুবতীরা রয়েছে। সরকারি চাকুরির উপর নির্ভর করলে হবে না।

তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের উপর নির্ভর করতে হবে। যেমন হাতের কাজ মেকানিক্স বলুন, এগ্রিকালচার, হটিকালচার, টেইলারিং এসব স্কিলের উপর নির্ভর করে স্বনির্ভর হতে হবে।মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের আমার কাছে এসেছে বেশি দিন হয়নি।এক মাস হয়েছে মাত্র। আমি এই দপ্তর সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হয়নি। ২০১৫ সালে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বেকারদের কথা চিন্তা করে স্কিল ডেভেলপমেন্ট চালু করেছে। তাতে বেকার যুবক যুবতীরা অনেক উপকৃত হয়েছে, প্রশিক্ষণ শিবিরে যারা অংশ নিয়েছেন তাদের প্রত্যেককেই কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলেও সরকার ও প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

করিমগঞ্জের হাতিখিরা ওয়েব্রিজে লরি চালকদের হামলা, ভাঙচুর, ত্রিপুরার দুই চালক সহ গ্রেপ্তার পাঁচ

পাথারকান্দি, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ (হি.স.)।। করিমগঞ্জের হাতিখিরায় অবস্থিত একটি ওয়েব্রিজে ত্রিপুরাগামী কয়েকটি লরি চালকের দলবদ্ধ হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এক সময় হামলাবাজরা ওয়েব্রিজের কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগের চেষ্টাও করেন। ঘটনার অভিযোগে পাঁচজনকে আটক করেছে পুলিশ। ধৃতরা যথাক্রমে ত্রিপুরার খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া থানাধীন মুসলিমপুর গ্রামের জনৈক মাফজি মিয়াঁর ছেলে টুলু মিয়াঁ (৩৬), উত্তর ত্রিপুরা জেলা সদর ধর্মনগরের সাকাইবাড়ি গ্রামের জনৈক আবদুল্লা মিয়াঁর ছেলে আবদুল কালাম (৩৭), পঞ্জাবের পাটিয়ালা জেলার পিলখানি গ্রামের জনৈক হরভজন সিঙের ছেলে আংগ্রেজ সিং (২৭) এবং জনৈক শৈলেন্দ্র সিঙের ছেলে ধর্মেন্দ্র সিং। আরেকজনের নামধাম জানা যায়নি। ঘটনা আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সংগঠিত হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকেশ, আজ সন্ধ্যায় করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাজারিছড়া থানাধীন হাতিখিরা চা বাগানের ২০ নম্বর লাইন এলাকার ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া এভার গ্রিন ওয়েব্রিজ কার্যালয়ে ত্রিপুরাগামী কয়েকটি লরি চালকের সঙ্গে অসম পরিবহণ দফতরের এনফোর্সমেন্ট কর্মীদের কোনও কারণে বচসা বাঁধে। বচসার মধ্যে এক সময় মেজাজ হারিয়ে একদল এক সময় উত্তেজিত লরি চালকরা কার্যালয়ে রান্নার গ্যাস সিন্ডারে আগুন ধরিয়ে পুরো ওয়েব্রিজমকে পুড়িয়ে দেওয়ারও চেষ্টা করে।

উশৃঙ্খল লরি চালক অপ্রত্যাশিত ভাবে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে বসেন। লরি চালকদের হামলায় ব্যাক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওয়েব্রিজ ও কার্যালয়। এমন-কি ঘটনার খবর পেয়ে বাজারিছড়া থানা থেকে ছুটে যায় পুলিশের দল। তারা উত্তেজিত লরি চালকদের ক্ষান্ত করেন। পরং এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে তিন লরি চালককে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। বাকি অভিযুক্তরা পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েে।

আধিকারিক সূত্রে কোনও তথ্য জানা যায়নি। তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, করিমগঞ্জ পরিবহণ দফতরের এনফোর্সমেন্টের একটি দল পেট্রোলিং করার সময় দেখে, বেশ কয়েকটি ওভারলোডেড লরি ২০ নম্বর লাইন সংলগ্ন এলাকায় দাঁড়িয়ে আছে। এনফোর্সমেন্টের দলটি তা দেখে তাদের গাড়ি থামিয়ে লরিগুলোর কাগজপত্র পরীক্ষা করে জরিমানা আদায় করতে গেলে চালকরা বেঁকে বসেন। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়।

পরে অবস্থা বেগতিক দেখে এনফোর্সমেন্ট কর্মীরা স্থান ত্যাগ করে চলে যান। এর পর লরি চালকরা ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বসেন। ইত্যবসরে দলবদ্ধ হয়ে লরি চালকরা ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে ওয়েব্রিজে অতর্কিতে হামলা চালায়। তাদের হামলায় ওয়েব্রিজের অফিসের নথিপত্র, আলমিরা, চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি আবাসপত্র তছনছ হয়ে যায়। উন্মত্ত লরি চালকরা অফিসের রান্নাঘরে প্রবেশ করে গ্যাস সিলিন্ডার ও বিদ্যুৎ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।